যাদুঘর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৩৭

শ্রীমতী সুধীরা দাশ

'দাশ হাউস্'

গড়পার

পরম কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের সুধা, 'যাদুঘর' যখন 'কল্লোল' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ হ'চ্ছিল তখন আগ্রহের সঙ্গে তুমি এই 'যাদুঘর' পড়েছিলে এবং তোমার ভালো লেগেছিল বলেছিলে, সেই কথা মনে ক'রে আমার 'যাদুঘর' আজ তোমারই হাতে তুলে দিলুম বোন্,—জানি তোমার কাছে এর কখনো অনাদর হবেনা।

আমাদের সমাজ আজ মৃত ও জড়ের সমান। তাই সে অতীতের দোহাই দিয়ে আজও টিকে থাকতে চায়! আমি যে আমার এই সামাজিক উপন্যাসখানির নাম দিয়েছি "যাদুঘর"—তার কারণ—যা মৃত—যা জড়—যা পুরাতন—তার স্থান—মিউজিয়মেই! প্রাণময় পৃথিবীর বুকে—খোলা আলো বাতাসের মধ্যে—জীবনের নানা বৈচিত্র্য নিয়ে—বাঁচার মত বেঁচে আছে যারা—তাদের জগতে আমাদের মতো মৃত ও জড়ের স্থান নেই। সনাতন বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যাদুঘরেই তাদের শেষ গতি। ইতি—

২৫শে মাঘ ১৩৩৭।
৩নং মুক্তারাম রো
কলিকাতা

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার
দাদা

"—একটু ডান দিকে মুখটি ফেরাও ত'! ব্যস্—আর না—থাক্।—এঃ! বড্ড বেঁকিয়ে ফেল্‌লে যে! হ্যাঁ, এইবার ঠিক হ'য়েছে, বাঃ।—আচ্ছা, এইবার একটু এ পাশে হেলে দাঁড়াতে হবে—হ্যাঁ, এই বেশ হ'য়েছে। আর নোড়' না কিন্তু;—ও কি, হাতটা চেয়ারের মাথার উপর থেকে নামিয়ে নিলে কেন? হ্যাঁ, ওই রকম ধ'রে থাকো—এ হাতটা যে আবার ঢাকা প'ড়ে গেছে! শাড়ীর আঁচলটা একটু গুটিয়ে কাঁধের উপর তুলে নাও দেখি,—আহা, ও রকম জড়ো ক'রে নয়, দাঁড়াও, তুমি ছেড়ে দাও, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি—"

ক্যামেরা-ঢাকা কালো কাপড়খানা মাথার উপর হ'তে সরিয়ে ফেলে একটি বাইশ তেইশ বছরের সুশ্রী ছেলে তার সুন্দর মুখখানিকে যেন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের মতো বার ক'রে নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

ক্যামেরার সামনে ছিল একটি পনেরো ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে। ফটো তোলবার জন্য তার মধ্যে যেন কোন আগ্রহই নেই। বোধ হচ্ছিল—অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শহরের একটি গলির মধ্যে একখানি ছোট একতলা বাড়ীর ছাদের এক কোণে চিল-কোঠার পাশে আলসের ধারে এই ব্যাপার চলছিল।

বিভার বিশৃঙ্খল আঁচলখানি সযত্নে গুটিয়ে তার কাঁধের উপর সাজিয়ে দিয়ে প্রকাশ তার ডান হাতটি চেয়ারের মাথার মাঝখান থেকে সরিয়ে এক পাশে তুলে দিলে। তারপর, তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল মুগ্ধ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল'।

লজ্জায় বিভার মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল'। সে মুখটি নীচু ক'রে ব'ললে—আর তোমায় ফটো তুলতে হবে না, ছাড়ো; বেলা চারটে বাজ্‌ল' এখনি গিয়ে উনুনে আগুন দিতে হবে, এ বেলার রান্নাবান্না সমস্ত বাকী; নিভা ইস্কুল থেকে এলো ব'লে! তাকে এখনি জলখাবার দিতে যেতে হবে। দু'ঘণ্টা ধ'রে আর তোমার ফটো তোলা হচ্ছে না!

প্রকাশ আস্তে আস্তে ক্যামেরার কাছে ফিরে এলো। কালো কাপড়খানা চট্‌ ক'রে আবার মুড়ি দিয়ে ব'ললে—নাও, এইবার ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও। চ'টে গেলে ত' চ'লবে না, ফটো যে তোলাতেই হবে বিভা, মাষ্টার মশা'য়ের হুকুম। বর-পক্ষ থেকে তোমার ছবি চেয়ে পাঠিয়েছে যে!—ওকি! হঠাৎ আবার অত মুখভার হ'য়ে উঠ্‌ল' কেন? ফটো ভাল হবে না যে! না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। এমন ছবি আমি তুলবো যে, যে দেখবে সে-ই এ মেয়ে পছন্দ না-ক'রে পারবে না!—একটু হাসো না বিভা, লক্ষ্মীটি! তোমার হাসিমুখ সব চেয়ে সুন্দর—

—আবার তুমি ওই সব কথা ব'লছো, আমি এখনি নীচেয় চ'লে যাবো কিন্তু—

—না না, আর ব'লবো না, লক্ষ্মীটি; আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। আচ্ছা, একটু মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করো না বিভা—দোহাই তোমার—

—কয়েদী কি ফাঁসির হুকুম শুনে হাসতে পারে প্রকাশ-দা'?—

এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভার অধর প্রান্তে একটু ম্লান হাসি

দেখা দিয়েছিল এবং প্রকাশও নিপুণ শিল্পীর মতো তৎক্ষণাৎ ক্যামেরাটি ব্যবহার ক'রতে ভোলেনি। কিন্তু বিভার এই জিজ্ঞাসা তার মনকে এমন একটা প্রবল ধাক্কা দিলে যে, ছবি তোলা শেষ হ'য়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর বিভাকে ব'লতে পারলে না যে—তার কাজ ফুরিয়েছে, বিভা এবার যেতে পারে।

এমন সময় নীচ থেকে নিভার গলা পাওয়া গেল, সে ইস্কুল থেকে এসে তার দিদিকে খুঁজছে।

—ওই বুঝি নিভা এলো, আমি চ'ললুম ভাই, ছবি তোলা আর একদিন হবে এখন—

ব'লতে ব'লতে বিভা বিদ্যুৎ বেগে নীচেয় নেমে গেল। প্রকাশ তখন আস্তে আস্তে ক্যামেরাটি গুটিয়ে রেখে ছাদের আলসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্ল'—বিভাও তবে তার বিবাহের সংবাদটাকে কয়েদীর ফাঁসির হুকুমের মতোই ভয়াবহ ব'লে মনে ক'রছে!

অনেক দিনের অনেক পুরানো কথাই প্রকাশের মনে প'ড়তে লাগলো।

সে যখন প্রথম তার মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, বারো তেরো বছরের কিশোর বালক সে। বিভা তখন সবে পাঁচ বছরের মেয়ে, তখন বিভার মা বেঁচেছিলেন। কী স্নেহের চক্ষেই তিনি তাকে দেখেছিলেন! কতো আদর যত্নই ক'রতেন। কথায় কথায় প্রায়ই তিনি ব'লতেন—প্রকাশ আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, আমি প্রকাশের সঙ্গে আমার বিভার বিয়ে দিয়ে ওকে আমার জামাই ক'রে নেবো। তারপর নিভা এলো। নিভার জন্ম হওয়ার বছর দুই পরেই সে পুণ্যবতী স্বর্গে চ'লে গেছেন। তিনি বেঁচে থাকতে প্রকাশকে নিত্য ইস্কুলের ফেরত তাঁর কাছে আস্‌তে হ'তো। প্রকাশ এলেই তিনি বিভাকে

ডেকে ব'লতেন—"বিভা তোর বর এসেছে, দে ওর জল খাবারটা এনে দে"—তখনকার সেই পাঁচ বছরের মেয়ে বিভা সে কথা শুনে লজ্জায় পালিয়ে যেতো, ব'লতো—আমি পারবোনা। তুমি এনে দাও না!

বিভার মা'র মৃত্যুর পর থেকে প্রকাশ আর রোজ আসে না বটে, কিন্তু প্রায়ই আসে! সে ছিল তখন ইস্কুলের ছেলে, আজ সে এম-এ প'ড়ছে—আর সেই পাঁচ বছরের বিভা—আজ রূপসী পঞ্চদশী!

মৃত পত্নীর ঐকান্তিক ইচ্ছাটি মাষ্টার মশাই ভুলতে পারেন নি, তাই বিভার অন্যত্র বিবাহ দেওয়া স্থির হবার পূর্ব্বে তিনি প্রকাশের পিতার কাছে তাঁর স্বর্গীয় পত্নীর ইচ্ছা জানিয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে প্রকাশের বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছিলেন. কিন্তু. সে প্রস্তাবে প্রকাশের পিতা সম্মত হননি। তিনি মাষ্টার মশাইকে স্পষ্টই ব'লে দিয়েছেন, তাঁর মতো একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলের বিবাহ এক সামান্য স্কুল-মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে দেওয়া অসম্ভব; তিনি অন্য কোনো পাত্র স্থির করুন, প্রকাশের পিতা তাঁকে তাঁর কন্যাদায়ে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য ক'রবেন। তাই মাষ্টার মশাই নিরুপায় হ'য়ে বিভার বিবাহের সম্বন্ধ আজ অন্যত্র স্থির ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন। কিন্তু বিভার মা আজ বেঁচে থাকলে কি হ'তো কে জানে!

একহাতে চা'য়ের পেয়ালা এবং আর এক হাতে গরম হালুয়া এক প্লেট নিয়ে বিভা যখন ছাদে উঠে এলো গোধূলির ম্লান আলো তখন সন্ধ্যার আগমনীর সুর ভাঁজছিল।

—এই নাও,—একটু চা খাও প্রকাশ-দা, একলাটি চুপটি ক'রে ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছো এতক্ষণ? কেন, নীচেয় নেমে এলে তো রান্নাঘরে ব'সে একটু গল্প ক'রতে পারতুম!—

প্রকাশ কোনও উত্তর দিলে না। শুধু বিভার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার সে দৃষ্টি উদাস ও অর্থহীন।

বিভা প্রকাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে ছাদের আলসের উপরই পেয়ালা ও ডিশখানি সাজিয়ে দিয়ে ব'ললে—কি ভাবছ' ?

প্রকাশের যেন চমক ভাঙ্‌ল'। ব'ললে—ভাবছি যে, মানুষের বংশমর্য্যাদা আর আভিজাত্য-গর্ব্ব কি এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই সেকালের মতই অসংখ্য দুর্ভাগা নরনারীর বুকের উপর দিয়ে তাদের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার রথচক্র অবাধে চালিয়ে যাবে ? কেউ তাদের বাধা দেবে না ?

চায়ের পেয়ালাটি আলসের উপর থেকে নিয়ে প্রকাশের হাতে তুলে দিয়ে বিভা মৃদু হেসে ব'ললে—তুমি কি বিদ্রোহী হ'বে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাতে লাভ ?

—লাভ, দু'টি জীবন চির-দুঃখের দুঃসহ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবে।

—এই মাত্র ?

—আর, একটা দৃষ্টান্তও থেকে যাবে এই প্রাণহীন সমাজের হাহাকারের মধ্যে যে,—জগতে সবার আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লেও, যে পরিণয় পরস্পরের ভালবাসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিধাতার আশীর্ব্বাদ তার উপর বর্ষিত হয় শ্রাবণের ধারার মতো !

—বাঃ ! সে বেশ হবে ! তাহ'লে তুমি লেগে যাও প্রকাশ-দা'—এই ব'লে প্রকাশের নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটি তার হাত থেকে নামিয়ে নিয়ে, হালুয়ার ডিশখানি তুলে দিয়ে বিভা খুব খানিকটা হেসে উঠ্‌ল' ! তারপর যথাসাধ্য গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে ব'ললে—তবে, একটা কথা তোমাকে এই বেলা ব'লে রাখা ভালো যে, তোমার এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করবার জন্ত আমাকে যেন ডাক দিও না ভাই, আমার দ্বারা কিছু হবে না ; আমি একেবারেই অপদার্থ !—

প্রকাশ কি একটা কথা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিভা তাকে সে সুযোগ না দিয়েই—দাঁড়াও, একগ্লাশ জল নিয়ে আসি—ব'লে চট্ ক'রে নীচের চ'লে গেল।

জলের গেলাসটি হাতে ক'রে সে যখন ফিরে এলো, দেখলে হালুয়া যেমনকার তেমনিই ডিশে প'ড়ে রয়েছে, প্রকাশ একটুও খায়নি।

বিভা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে—হালুয়াটা খেলে না যে! ভালো হয়নি বুঝি?

প্রকাশ কোনও উত্তর দিলে না। বিভা তখন স্পষ্ট ক'রেই ব'ললে—তুমি যা ব'লছ' তা' হয় না প্রকাশ-দা'। তুমি তো জানই, কত অল্প বয়সে আমরা মাকে হারিয়েছি। আমাদের মুখ চেয়েই বাবা আর সংসার করেন নি। কত খানি ত্যাগ ক'রেছেন তিনি বলো তো এই মেয়েদের জন্যে! তুমি কি আমাকে এত স্বার্থপর মনে করো যে, নিজের সুখের জন্যে আমি তাঁকে অসুখী ক'রবো?…

প্রকাশ একথা শুনে ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলে—কিন্তু, তিনি তো এ বিবাহের কোনও দিনই বিরোধী ছিলেন না বিভা?

—না, তা' ছিলেন না বটে; কিন্তু, আজ যদি মা ফিরে এসেও তাঁকে অনুরোধ করেন তাহ'লে তাঁকেও বিফল মনোরথ হ'তে হবে। তোমাদের ওখান থেকে যদি তাঁকে শুধু অসম্মতিটুকু পেয়েই ফিরে আসতে হ'তো, তাহ'লে হয়ত' তিনি এতটা ক্ষুণ্ণ হ'তেন না, কারণ সে আশঙ্কা তাঁর ছিল, কিন্তু, সেই সঙ্গে যে অসম্মান, যে অমর্যাদা মাথা পেতে তাঁকে নিতে হ'য়েছে, সেটার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আমার কাছে ব'লতে ব'লতে তিনি অশ্রু সম্বরণ ক'রতে পারলেন না, ব'ললেন—বিভা, আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভিক্ষুক ত' নই মা! তাঁর ছেলেকে পড়িয়ে আমি যে টাকা পাই সে

আমার পারিশ্রমিক, সে তো তাঁর দান নয়! তবে কেন তিনি মনে ক'রলেন যে, আমি কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়ে তাঁর দ্বারস্থ হ'য়েছি কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের জন্যে! ছি ছিঃ! কি লজ্জার কথা বলো তো?

প্রকাশ একটু ভারি গলায় ব'ললে—বুঝিছি বিভা, সে অপমানের শাস্তি আমাকেই মাথায় নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে!···আচ্ছা, আমি আজ তবে যাই,—

প্রকাশ চ'লে যাচ্ছিল, বিভা তার একটি হাত ধ'রে ফেলে ব'ললে—সে হবে না, আমি যে শতকর্ম্ম ফেলে সাত তাড়াতাড়ি তোমার জন্য মোহনভোগ তৈরি করে নিয়ে এলুম, সে বুঝি ফেলে রেখে যাবার জন্য? শীগ্‌গির লক্ষী ছেলের মতো খেয়ে নাও ব'লছি!

প্রকাশ তবুও ইতস্তত ক'রছে দেখে বিভা ব'ললে—আজ বাদে কাল তো বিদায় হ'য়ে যাচ্ছ, আর তো আমার অত্যাচার তোমাকে সহ্য ক'রতে হবে না প্রকাশ-দা'; যে ক'টা দিন আছি, একটু তোমার সেবা ক'রে যেতে চাই, তাও কি দেবে না?

বিভার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল, প্রকাশ যেই ডিশখানি তুলে নেবার জন্য হেঁট হ'য়েছে, সে অমনি সেই অবকাশে আঁচলে তার চোখ দু'টি মুছে নিলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে উঠে তিল তিল ক'রে রজনীর কালোরূপটি গড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রছিল, কিন্তু, পূর্ণিমার পরিপূর্ণ-হাস্যের আলোকচ্ছটায় তা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

রবিবার দুপুর থেকেই কেশবদের বাড়ীতে মস্ত তাশের আড্ডা বসেছিল। তিন চার সেট ব্রীজ্ খেলা শেষ হবার পর হেমদাস ব'ললে—কই কেশব, সিগারেট ফুরিয়ে গেলো যে! দাও, আর এক প্যাকেট আনতে দাও। ব'লে সে তাকিয়াটা বাগিয়ে মাথায় দিয়ে লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়্ল'।

প্রিয়ধন একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত কড়িকাঠের দিকে উঁচু ক'রে দিয়ে একটা সজোরে হাই তুলে ব'ললে—নাঃ! চা নইলে তো আর পারা যাচ্ছে না। দেখি একবার আমাদের কমল বৌদিকে তাড়া দিয়ে আসি।

কেশব ব'ললে—বোস্ বোস্, চা'য়ের জল চড়িয়েছে ষ্টোভে, আমি দেখে এসেছি, এই একটু আগে—

অক্ষয় ব'ললে—কেশব-দা'! শুধু চা'য়ে কিছু হবে না ভাই, সারাদিন ব্রীজ খেলে, যা কিছু খেয়ে এসেছিলুম সব হজম হ'য়ে গেছে, কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা করো।

হেমদাস এতে আপত্তি করে ব'ললে—তুই কি রকম কবি অক্ষয়? কেবলই স্থূল আহার্য্যের প্রতি লোভ তো কবির পক্ষে শোভা পায় না, তোরা ভাবুক মানুষ, কোথায় ভাবের রাজ্যে ব'সে চাঁদের আলো পান করবি, ফুলের গন্ধে বিভোর হবি, মলয় হাওয়ায় ভেসে বেড়াবি, তা না হ'য়ে একেবারে কিনা বাস্তব!

অক্ষয় ব'ললে—হ্যাঁ, তুমি ঠিক্ আর্টিষ্টের যোগ্য কথাই বলেছো বটে, কিন্তু, কি জানো বন্ধু, খালি পেটে চাঁদের আলোও কালো ঠেকে, ফুলের গন্ধ কোনও আনন্দই দিতে পারে না; এ অবস্থায়—

"মলয় হাওয়ায় ভাস্‌তে যাওয়া
শুধুই কেবল কষ্ট পাওয়া!"

কনক অক্ষয়কে সমর্থন ক'রে ব'ললে—তা' যা' বলিছিস্ অক্ষয়, আমি তো বেশ হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝতে পারছি এখন।

অক্ষয় উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—ঐ শোনো হেম, তোমাদের বাংলা দেশের উদীয়মান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমলাঞ্ছনকারী শ্রীকনক চট্টোপাধ্যায় কি ব'লছে শোনো—

"কবির বচন মিথ্যা বলে না
কবির নয়ন মিথ্যা হেরে না—"

তোমার রংয়ের বাক্স আর তুলি নিয়ে তুমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দরতম ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারো বটে, কিন্তু তার অন্তর্নিগূঢ় বেদনাকে ব্যক্ত ক'রতে পারো কি?

বিজয় ব'ললে—সে পারে কেবল এই আমার মতো দীন-দুঃখী কেরাণী যারা! আমরা এক্ একজন হচ্ছি একেবারে বিশ্বের বেদনার মূর্ত্তিমান অভিব্যক্তি!

কথাটা শুনে সবাই খুব হেসে উঠ্‌লো দেখে দ্বিজেন ব'ললে—এঃ! তোরা দেখ্‌ছি সব বেজায় বেয়াদপ। এ কথায় তোদের মুখে হাসি এলো? এত বড় মর্ম্মভেদী সত্য শুনে হেসে ওঠার মতো বে-আইনী কাজ আর কিছুই হ'তে পারে না ব'লে আমার বিশ্বাস।

কেশব ধম্‌কে উঠে ব'ললে—থাম্ বাপু, তুই দু'দিন উকিল হ'য়ে আর কথায় কথায় আইন দেখাস্‌নি, এখনও তোর গা' থেকে কলেজের গন্ধ যায় নি—

দ্বিজেন ব'ললে—তুই সোনা-রূপার কারবারী, আইনের কি বুঝ্‌বি?—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কি জানে? এই আইনের মধ্যেই সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত—সব আছে—

ক্ষিতীশ ব'ললে—এ যে তুমি সেই কাত্যায়নের পাণিনি সূত্রের মতো

সুরু ক'রলে দেখ্‌ছি, আমায় দু' একখানা ভালো দেখে 'আইন সঙ্গীত' শিখিয়ে দিওতো দাদা, উকীলদের মজলিশে গাইতে হবে।

আবার ঘরের ভিতর একটা হাসির হর্‌রা উঠ্‌ল'।

এমন সময় কেশবের স্ত্রী কমলা একখানি ট্রে-তে অনেকগুলি গরম চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌ল'।

সবাই এক সঙ্গে কলরব ক'রে কমলাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভিক্ষুকদের মতো সবারই হাত এক সঙ্গে প্রসারিত হ'ল এক এক পেয়ালা চা'য়ের জন্য। কমলা ক্ষিপ্র-হস্তে নিপুণা গৃহিণীর মতো হাসিমুখে তাদের সকলেরই হাতে এক এক পাত্র গরম চা পরিবেষণ ক'রে দিলেন। হাতে পাবা মাত্র কেউ ব'ল্‌তে লাগ্‌ল'—বৌদির জয় হোক্‌, কেউ বা ব'ল্‌তে লাগ্‌ল'—যাদের বৌদি নেই তাদের কেউ নেই! কেউ বা ব'ল্‌লে,—কমলা দেবীকে অন্নপূর্ণারূপে যদি কোনও ভক্ত দেখ্‌তে চায়, তা'হলে তার কাশী না-গিয়ে কেশবের মন্দিরে আসা উচিত।

একপাত্র চা উদ্বৃত্ত হ'ল দেখে কমলা ব'ললে—কই, আপনাদের প্রকাশ বাবু আজ অনুপস্থিত কেন?

কেশব ব'ললে—সে হতভাগার কথা আর বোলনা—সেই তো জানো তার সেই মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে সে কি রকম ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু তার বাপ সেখানে বিয়ে করায় কিছুতেই মত দেন নি, সেই অবধি বাপের সঙ্গে তার একটু মনান্তরও হয়েছিল, সম্প্রতি সে মেয়েটির শুনছি অন্যত্র বিয়ে হ'য়ে গেছে, প্রকাশ সেই দুঃখে একেবারে বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রেছে। কাউকে কিছু না ব'লে হঠাৎ একদিন শাক্যসিংহের মতো গৃহত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে।

অক্ষয় ব'ললে—উপমাটা ঠিক হ'ল না কিন্তু কেশব! শাক্যসিংহ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন তাঁর প্রেমময়ী প্রিয়তমা বনিতা—সুন্দরী গোপার গাঢ়

আলিঙ্গনের ভিতর থেকে ; আর প্রকাশের যাওয়াটা হ'চ্ছে তার সেই বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের অভাব-জনিত মনঃক্ষোভে। শাক্যসিংহের গৃহত্যাগটাকে সুতরাং অনেকটা সৌখীন বলা যেতে পারে, অর্থাৎ কিনা রাজ-ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে, প্রমোদ ও প্রমদায় অরুচি হওয়াতেই তিনি সখ ক'রে চ'লে গেলেন সন্ন্যাস নিয়ে একটু মুখ বদলাতে—যেমন মাছ মাংসে অরুচি হ'লে লোকে নিরামিষ ধরে জানো তো ? সেই রকম আর কি ! কিন্তু আমাদের প্রকাশ এই যে গেলো বিবাগী হ'য়ে,—এইটেই হ'চ্ছে আসল 'ট্র্যাজেডি !'

কনক চট্টোপাধ্যায় এর ঘোরতর প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে—তুমি যা ব'লছো অক্ষয়, তাতে তোমার বন্ধু-বৎসলতা হয় তো খানিকটা জানা যাচ্ছে, কিন্তু তা'র চেয়েও ঢের বেশী প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ছে ত্যাগের মূল্য সম্বন্ধে তোমার ঘোর অজ্ঞতা। যে লোক ভোগের প্রাচুর্য্য থেকে হঠাৎ একদিন ত্যাগের নিঃস্বতাকে বরণ ক'রে নিতে পারে সেই ত' যথার্থ মহাপুরুষ, নইলে ভোগের আস্বাদ যে লোক কখনও পায়নি, তার আবার ত্যাগটা কোথায় ? সে ত্যাগের মূল্যই বা কি ?—

অক্ষয় এ কথার কোন জবাব দেবার আগেই হেমদাস ব'লে উঠল'—যিনি প্রাচ্যজগতের জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন সেই বিশ্ব-বিশ্রুত মহাপুরুষের সম্বন্ধে অক্ষয়ের এ 'ব্লাসফেমী' যদিও আমি সমর্থন ক'রতে পারি নি, তবুও একথা তোমাকে মানতেই হবে কনক, যে, ভোগের উপাদান যার পক্ষে সহজ লভ্য ছিল সে যদি ত্যাগের কৃচ্ছ্রতাকেই বরণ ক'রে নিয়ে থাকে—অবধারিত সুখের প্রলোভনকে হেলায় জয় ক'রে, তাহলে শাক্যসিংহের চেয়ে তার মনের জোরও নিতান্ত কম নয় !

তর্কটা যখন বেশ জমে আসছিল ঠিক সেই সময় কমলা একখানি কাচের বড় প্লেটে ক'রে কড়াই সুঁটির কচুরি এবং আলু-বর্কটীর শিঙাড়া

ভেজে এনে হাজির ক'রলে। সে যে চা পরিবেষণ ক'রে কখন আবার এগুলি আনতে গেছ্‌লো, তর্কের মুখে কেউ আর সেটা লক্ষ্য করে নি।

প্লেটখানি নামিয়ে রাখতে না রাখতেই কচুরি শিঙাড়ার কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল এবং সেই গোলমালের মধ্যে সে দিনকার মতো শাক্যসিংহ যে কোথায় হারিয়ে গেলেন আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেলো না !

শুধু কেশবের গলা শোনা গেলো, সে ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'লছে—চট্‌ ক'রে নে, আর দেরী ক'রে গেলে বায়োস্কোপের টিকিট কেনা মুস্কিল হ'য়ে প'ড়বে।

৩

দোতলার গাড়ী-বারান্দার একধারে একখানি ইজিচেয়ারে ব'সে অবিনাশ বাবু গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন এবং চশ্‌মাটি নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে সকালের ইংরেজী খবরের কাগজখানি প'ড়ছিলেন।

একটি ছিপ্‌ছিপে গড়ন গৌরবর্ণ মেয়ে এসে তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়ালো। বয়স তার বছর উনিশ হবে, কিন্তু, তার চোখেও চশমা! একখানি সরু পেড়ে খদ্দরের শাড়ী, গায়ে খদ্দরের হাফ্‌-হাতা কলারওলা শেমিজ, দু'হাতে দু'গাছি সোনার চুড়ি চিক্ চিক্ ক'রছে। কালো চুলের রাশি এলো হ'য়ে তার পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। কালো চোখ দু'টি থেকে প্রতিভার আলো যেন চশমার আবরণ ভেদ ক'রে বিকীর্ণ হ'চ্ছে।

অবিনাশ বাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে একবার পিছন দিকে ফিরে দেখে ব'ললেন—কি মা উমা, খবর কি? আজ যে বড়ো এর মধ্যেই পূজা-পাঠ শেষ ক'রে এলি?

—ভালো লাগ্‌ছে না বাবা, দাদার জন্য মনটা এমন উতলা হ'য়ে রয়েছে, যে, কিছুতেই স্থির হ'য়ে পূজায় ব'সতে পারলুম না।

—সে কি মা? দেবতার চেয়ে তোর কাছে মানুষ বড়ো হ'লো?

—মানুষের চেয়ে বড়ো দেবতা যে কখনো চোখে দেখিনি বাবা?

—চোখে তো ভগবানকেও দেখা যায় না মা, তা' ব'লে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা মানবো না?

—ভগবানকে আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর অস্তিত্ব যে আকাশে

বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে র'য়েছে দেখতে পাই বাবা, তাই ত' তাঁকে অস্বীকার করবার উপায় নেই আমাদের !

—বাঃ, তোর শিক্ষাই সার্থক হ'য়েছে দেখছি ! ছেলেটা কেমন বিগ্‌ড়ে গেলো ! হাঁা, গীতার সেই শ্লোক ক'টা একবার তেমনি সুর ক'রে বল্ তো মা শুনি, তোর মুখে সংস্কৃত আবৃত্তি আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। সেই যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব'লছেন অর্জ্জুনকে যে, তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বভাবে বিরাজ ক'রছেন—

—যখন তখন কি গীতা আওড়াতে ভালো লাগে বাবা ? ও সব সূক্ষ্ম অনুভূতির জিনিস ; যখন বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় থাকা যায় তখনই লাগে ভালো ; তুমি দাদার একটু কিছু সুখবর এনে দাও, গীতা কেন, সমস্ত ভাগবতখানা আমি তোমাকে প'ড়ে শোনাবো !

—ওরে আমি কি খোঁজ ক'রতে কিছু বাকী রেখেছি ! এতক্ষণ তার সন্ধানে সমস্ত দেশ তোলপাড় হ'চ্ছে, অর্থব্যয়ে যতদূর হওয়া সম্ভব আমি তার ব্যবস্থা ক'রেছি উমা ?

—তবুও কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না আজও ?

—না মা !

—তাহ'লে কি হবে বাবা ? মা যে আজ ক'দিন ধ'রে কিছুই দাঁতে কাটছেন না, তাঁর চোখের জলেরও যে বিরাম নেই !

—কি ক'রবো মা, সে তো আর আমার অপরাধ নয় !

—কিন্তু, আপনার কি একবার তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত ক'রতে ও সান্ত্বনা দিতে তাঁর কাছে যাওয়াও উচিত নয় ?

—আমি যে আজ আর তা'র কেউ নই মা, সন্তানই আজ তা'র কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়তম ! তাই সে অনায়াসে আমাকেই অপরাধী ব'লে অনুযোগ ক'রছে ! শুনিস্ নি ? সেদিন স্পষ্টই ব'ললে যে,—

তোমারই জন্য আমি ছেলেকে হারালুম! আমার নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মাহত হ'য়েই বাছা তা'র না কি বিবাগী হ'য়ে গেছে!—এই তোমার মায়ের অভিযোগ উমা!

—এ অভিযোগ কি একেবারেই মিথ্যা বাবা? আপনার দায়িত্ব কি এতে কিছুমাত্র নেই ব'লতে চান?—

—তুইও ও কথা বলিস্‌নি উমা, তোর মা যা' ব'লতে ইচ্ছা করে বলুক, সে যে তার শিক্ষার অভাবজনিত নির্ব্বুদ্ধিতা সে আমি জানি। কিন্তু, তোমার তো এ কথা বোঝা উচিত মা, যে, কারুর পক্ষেই কর্ত্তব্য পালন করাটা কোনও দিনই অপরাধ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না।—

—সে কি আমি বুঝিনি বাবা? কিন্তু, গোল বেধেছে যে, আপনার ওই 'কর্ত্তব্যটা' নিয়ে! আমি তো বুঝি সন্তান যাতে সুখী হয়, শান্তিতে থাকে, সেইটে দেখাই পিতার প্রধান কর্ত্তব্য।

—নিশ্চয়, আমিও তো তাই মনে করি উমা, আর সেই জন্যই ত' তোমার দাদার বিবাহ আমি ওখানে কিছুতেই দিলুম না। এক দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টারের মাতৃহীনা কন্যাকে এনে আমি এই প্রকাণ্ড রায়-পরিবারের ভবিষ্যৎ গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রলে যে আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করা হ'তো মা!

—কেন বাবা, আপনার এরকম মনে হবার কারণ তো আমি ঠিক ধ'রতে পারছিনি।

—আমি তোমায় বুঝিয়ে ব'লছি শোনো—সে মেয়েটি যে আবেষ্টনের মধ্যে বেড়ে উঠেছে—যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তার জীবন গ'ড়ে উঠেছে, আমাদের পরিবারের আবহাওয়া তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও আদব-কায়দা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; শুধু তাই নয়, নিয়ত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র

সংসারের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে এমন একটা নীচ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার স্বভাব সেই স্ত্রীলোকের প্রকৃতিগত হ'য়ে পড়ে, যে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে সহসা একদিন তাকে টেনে নিয়ে এলে সে নিজেকে কিছুতেই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চ'লতে পারে না! গরীব ইস্কুল মাষ্টারের দুঃখী মেয়েটি যে কোনোদিনই জমিদার অবিনাশ রায় চৌধুরীর উপযুক্ত পুত্রবধূ হ'য়ে উঠ্‌তে পারবে না, এটা জেনেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিই নি। তাকে নিয়ে এলে কিছুতেই ভবিষ্যতে রায়-পরিবারের কল্যাণ হ'ত না, এবং তোমার নির্ব্বোধ দাদাও কখনই সুখী হ'তে পারতো না।

—রাগ ক'রবেন না বাবা, কিন্তু এ সমস্তই আপনার অনুমান মাত্র! আপনি তাকে দরিদ্রের কন্যা ব'লে যতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌ছেন, তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে বোধ হয় আপনার এ ভুল সংশোধিত হ'তে পারতো! বাবা, সংসারে বৈষয়িক দারিদ্র্যই মানুষের চরম দরিদ্রতা নয়! আমি তো মনে করি—অন্তরে যে দীন, ভিতরে যার অভাবের অন্ত নেই, ধনকুবের হ'লেও সে-ই যথার্থ দরিদ্র,—হৃদয়ের যার প্রসারতা নেই, সে-ই প্রকৃত নিঃস্ব! প্রকৃত দুঃখী!

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে উমা আবার ব'ললে—এই বিভা মেয়েটিকে আমি ছেলে-বেলা থেকেই জানি বাবা; আমাদেরই ইস্কুলের নীচের ক্লাশে সে প'ড়তো। গরীবের মেয়ে হ'লেও অন্তর-ধনে সে অমিত ধনী! নিজের জল-খাবারের পয়সায় সে নিজে না-খেয়ে তার চেয়েও দরিদ্র যে সব মেয়ে, তাদেরই ডেকে খাবার কিনে দিয়ে খাওয়াতো, যার বই নেই—তাকে সে নিজের বইখানি প'ড়তে দিতো—যার শ্লেট ছিল না, তাকে সে নিজের শ্লেটে লিখতে দিত, কারুর সঙ্গে কখনও একদিনের জন্যও তার ঝগড়া হয় নি! আমাদের ধন-গর্ব্বের অহঙ্কার তার সে মহাপ্রাণতার কাছে যেন লজ্জায় অবনত হ'য়ে প'ড়তো!

বড়ো মিষ্টভাষিনী মেয়ে সে, কখনও মিছে কথা ব'লতে জানতো না, কখনও কৌনও হীনকাজ সে করেনি। ভারি মধুর স্বভাবটি ছিল তার। বধূরূপে তাকে আজ পেলে রায়-পরিবার ধন্য হ'য়ে যেতো বাবা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব'লে আভিজাত্য গর্ব্ব ও বংশ-মর্য্যাদার মিথ্যা অভিমানে কি রত্ন যে আপনি হেলায় হারিয়েছেন, সে আপনি জানেন না। স্বীকার করি, তার পিতা দরিদ্র, কিন্তু বিদ্যা-বৈভবে বহু ধনী যে তাঁর কাছে দীনের চেয়েও দীন! অবশ্য শিক্ষকতা ক'রে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু সেটা কি হীন উপজীবিকা বাবা? শিক্ষক ব'লে তিনি ত' ভিক্ষুক নন! এই তো দেখলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়েও আপনার অযাচিত অর্থসাহায্য তিনি সেদিন হেলায় প্রত্যাখান ক'রে যে তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় দিলেন, আপনাদের অনেক ধনী-আভিজাত্যেরই সে গুণ নেই!—দুর্ভাগ্য আমার দাদার, দুর্ভাগ্য আমাদের, যে, এমন একজন মহৎ চরিত্র লোকের সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়েকে পেয়েও আমাদের হারাতে হ'লো,—শুধু আপনার অন্যায় জেদের জন্য!

—এসব কথা তুই আমায় আগে বলিস্‌নি কেন উমা?

—আগে ব'ললে কি আপনি শুন্‌তেন? যখন জানতে পারলুম যে, আমার মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি, মিনতিতেও আপনি কর্ণপাত করেন নি, যখন শুন্‌লুম যে, মাষ্টার মশাই উপযাচক হ'য়ে এসে আপনাকে একবার তার কন্যাটি দেখে আস্‌বার জন্য প্রস্তাব ক'রে অপমানিত হ'য়ে ফিরে গেছেন—তখন আর আপনাকে কিছু ব'লতে আস্‌তে আমার সাহস হ'ল না!

—তখন এসে তুই এসব কথা ব'ললে আমি হয়ত' অনুমতি দিতে পারতুম।

—বোধ হয় পারতেন না বাবা, বোধ হয় কেন, নিশ্চয় দিতেন না! সে

দিন তো আর আপনার একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়ার এই নিদারুণ দুর্ঘটনা আপনাকে এতটা দুর্ব্বল ক'রে ফেলতে পারেনি! আপনি বাইরে থেকে যতই কেন স্থির, ধীর, গম্ভীর ও অবিচলিত হ'য়ে থাকবার চেষ্টা করুন না কেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভিতরে আমাদের কারুর চেয়েই আজ আপনি কম কাতর নন!

—সে কথা অস্বীকার ক'রলে সত্যের অপলাপ করা হবে মা।

ভারি গলায় এই কথাগুলি ব'লতে ব'লতে অবিনাশবাবু কোঁচার কাপড়ে তাঁর জলে ভ'রে-উঠা চোখ দু'টি মুছে ফেলতে যাচ্ছিলেন, উমা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলে পিতার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, নিজেরও ভিজে চোখ দু'টি মুছে নিয়ে তাঁর হাত দু'টি ধ'রে সাদরে ব'ললে—এস বাবা,—উঠে এস, একবার আমরা মা'র কাছে যাই চলো'!

কন্যার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে অবিনাশ বাবু একটা আক্ষেপের গুরু নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—ঈশ্বরের কাছে জন্মান্তরে না জানি কত অপরাধই করেছিলুম মা, নইলে ছেলেটা কেন আমায় ত্যাগ ক'রে গেলো! আমার এই গৌরী-প্রতিমা তা'র যৌবনের উষায় এমন তাপসী উমার মতো নিরাভরণা হ'য়েছে, এও আমায় দেখতে হ'লো! আমি যে অনেক খুঁজে, অনেক দেখে আমার জামাই করেছিলুম—একেবারে স্বাস্থ্য ও শক্তির আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি! সেই শূরবীর—

পিতার হাতটি নিজের কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে উমা ব'ললে—আপনি যদি চুপ ক'রে না চলেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না বলছি!

৪

বিভার অন্যত্র বিবাহ হ'য়ে গেল—এরই জন্য আশাভঙ্গের মনঃক্ষোভে যতটা না হোক,—প্রকাশ দূরে পালিয়ে এসেছিল তার পিতার উপর প্রচণ্ড অভিমান ক'রে।

নইলে, বিভার বিবাহের দিন পাষাণে বুক বেঁধে সে তো মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েছিল। 'মাল-কোঁচা' বেঁধে সে বরযাত্রীদের সকলকে পরিবেষণ ক'রে খাইয়েছে, ক'নের পিঁড়ি ধ'রে দৃঢ় অকম্পিত ক'রে সাতপাক ঘুরিয়েছে—নিজে দাঁড়িয়ে তার সম্প্রদান থেকে শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত অশ্রুহীন চক্ষে সে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এমন কি বিভার বরকে সে সহাস্য মুখে বয়স্য-যোগ্য ঠাট্টাও দু'একটা ক'রেছিল, তাই পরের দিন বিভা যখন বিদায় নিতে এসে চোখের জলে তার দু'টি পা' ভিজিয়ে দিয়ে ব'ললে—আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তোমারই মতো মনের বল নিয়ে জন্ম-এয়ো-স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর ঘর ক'রতে পারি!—এতদিন আমরা ভুল ক'রে খেলা-ঘরের বর-ক'নে সেজেই কাটিয়েছি—আজ সে স্বপ্নঘোর দূরে সরে গেছে, আজ আমরা দু'টি ভাই বোন পরস্পরকে যেন এই প্রথম চিনতে পারলুম—এই বিবাহ-সভায়—এই আমার কুশণ্ডিকার হোম শিখার দীপ্ত আলোয়! আমার ভাই নেই, আমার দাদা বলবার কেউ ছিল না, তাই ভগবানের মঙ্গলহস্ত এই দুঃখের ভিতর দিয়েও আজ নূতন ক'রে তোমাকে আমায় ফিরিয়ে দিলেন। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমার দাদা!

যে গাড়ীতে বর-ক'নে গেল, প্রকাশ সেই গাড়ীতেই তাদের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে বিভাকে রেলে তুলে দিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি।

সর্ব্বহারা মানুষের একটা অসহ্য কান্নার আবেগকে সবলে কণ্ঠরোধ ক'রে থামিয়ে পরের ট্রেনে সেও দেশ-ছাড়া হ'য়েছিল।

প্রকাশ ট্রেনের যে কামরাটিতে গিয়ে উঠেছিল, ট্রেন ছাড়বার একটু পূর্ব্বে মহাকলরবের সঙ্গে ছুটোছুটি ও হুটোপাটি ক'রতে ক'রতে একদল ছোক্‌রা সেই কামরায় উঠে পড়্‌ল'। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এতগুলো বাক্স, বিছানা, 'স্যুটকেস', 'ট্রাঙ্ক' প্রভৃতি গাড়ীর ভিতর এসে ঢুক্‌লো যে, প্রকাশ তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলে না যে,—তাঁরা এত লটবহর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

তাদেরই মধ্যে একটি ছোক্‌রা, মাথায় তার একরাশ উস্কো খুস্কো কালো চুল, একটু বুক চিতিয়ে, বাঁয়ে খানিকটা কার্ণিক খেয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে চেয়ে ব'ললে—এই সহজ ব্যাপারটা আর ধ'রতে পারলেন না ম'শায় ? ঐ সব 'ট্রাঙ্কের' গায়ের 'লেবেল্‌গুলোর' দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি ক'রলেই তো অধীনদের গন্তব্য স্থানটা কোথায় চট্‌ ক'রে জানতে পারতেন!

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়্‌ল'! সত্যিই ত' ট্রাঙ্কের গায়ের কাগজের লেবেল্‌গুলোতে ছাপার হরফে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে "Howrah to Jaipur." তার নীচেয় আরও এক লাইন ছাপা আছে—"The Eastern Cinema Syndicate Ltd." 'লেবেল' থেকে যে-টুকু পরিচয় পাওয়া গেলো তা'তে প্রকাশ বুঝতে পারলে যে, এরা একটি চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের লোক, কলিকাতা থেকে জয়পুরে চ'লেছে।

সেই বুক-চেতানো কার্ণিক-খাওয়া ছেলেটি এবার প্রকাশকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—মহাশয়ের কোথা যাওয়া হ'চ্ছে জানতে পারি কি ?

প্রকাশ কি ব'লবে ভেবে কিছু স্থির ক'রতে না পেরে ব'লে ফেললে—আমি ঠিক কোথাও যাচ্ছি নি।

প্রকাশের এই উত্তর শুনে সমস্ত গাড়ীখানি মুখরিত ক'রে একটা

হাসির হর্‌রা উঠে গেল! গোঁফ দাড়ি কামানো রোগা মতন একটি ফর্সা ছেলে জিজ্ঞাসা ক'রলে—সে কি ম'শায়? ট্রেনে চড়ে চ'লেছেন অথচ কোথাও যাচ্ছেন না কি রকম?

এই সময় ল্যাভেটরীর দরজা খুলে একটি লম্বা দোহারা চেহারা শ্যামবর্ণ ছোকরা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—ব্যাপার কি? সহসা অত অট্টহাস্যের রব উঠ্‌ল' কেন

ইনি গাড়ীতে উঠেই ল্যাভেটরীর মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিলেন, সুতরাং ব্যাপারটা কি হ'য়েছে কিছুই জানতেন না। সেই বুক-চেতানো কার্ণিক-খাওয়া ছেলেটি থিয়েটারী ঢংএ প্রকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হেসে ব'ললে যে—উনি যে কোথাও যাচ্ছেন না এই অসম্ভব কথাটা কি তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারো সিধু?

গাড়ীতে আবার একবার হাসির বোল উঠ্‌ল'। সিধু প্রকাশকে দেখেই একগাল হেসে ব'লে উঠ্‌ল'—আরে কেও? প্রকাশ যে! ব'লতে ব'লতে সিধু প্রকাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তার কাঁধে হাত দিয়ে পাশে ব'সে পড়ল'।

—তারপর? প্রকাশ, কেমন? আছিস্ কেমন? অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, ইস্কুল ছেড়ে পর্য্যন্ত আর বড়ো একটা কারো সঙ্গে দেখাই হয় না। কি ক'রছিস্ এখন? কোথায় চলেছিস্? বিয়ে-থা' ক'রেছিস্?

প্রকাশ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যখন সিধুকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে ভালই আছে, সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার এখনও ঘোচেনি, এম, এ, আর ল, প'ড়ছে, বিবাহ এখনও করেনি এবং করবার ইচ্ছেও নেই, আর তাই নিয়েই বাড়ীতে রাগারাগী হওয়াতে সে বাড়ী থেকে পালাচ্ছে, তার যাবার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, সে এখন একরকম নিরুদ্দেশের যাত্রী! সিধু তখন প্রকাশকে পরম উৎসাহে এক প্রগাঢ় আলিঙ্গন ক'রে ব'ল্‌লে—

ভালই হয়েছে! তুই চল্ আমাদের সঙ্গে জয়পুরে। আমরা সেখানে ফিল্ম্ তুলতে যাচ্ছি। মাস দুই তিন থাক্‌বো, তোফা থাক্‌বি আমাদের সঙ্গে—

গাড়ীসুদ্ধ সকলে ব'লে উঠ্‌ল'—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে বেশ হবে, চলুন চলুন, আমাদের সঙ্গে চলুন!

সেই বুক-চেতানো কার্ণিক-খাওয়া ছেলেটি এতক্ষণ এক দৃষ্টে প্রকাশের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েছিল, সে এবার দুই হাতে সজোরে এক তালি মেরে বলে উঠল'—বাস্! খোদা জুটিয়ে দিয়েছেন, ঠিক যেমনটি খুঁজ্‌ছিলুম আমরা সিধু! এ ভদ্রলোকের একেবারে Typical Cinema Face! প্রকাশ বাবুকেই আমাদের Hero সাজানো যাবে, কি বলিস্?

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন ক'রলে। সিধু উঠে সেই বুক চেতানো কার্ণিক-খাওয়া ছোক্‌রার পিঠে সাহ্লাদে তিন-চার চাপড় মেরে ব'ল্‌লে—ঠিক্ বলেছিস্ বাঁকা, তোর চোখ আছে স্বীকার করলুম!

তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেলো যে প্রকাশকেই তাদের ফিল্মে 'হিরো'র ভূমিকা নিতে হবে, অথচ, প্রকাশ তা' গ্রহণ ক'রতে সম্মত আছে কিনা এ কথাটা কেউই একবারও তাকে জিজ্ঞাসা করা দরকারই মনে ক'রলে না।

বাঁকা এগিয়ে এসে এবার প্রকাশের ডান হাতখানা বাগিয়ে ধ'রে বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়ে শেক্‌হাণ্ড্ ক'রে ব'ললে—আজ থেকে আপনাকে আমাদের দলে ভর্ত্তি ক'রে নেওয়া হ'লো।

হাতের ঝাঁকুনি থেকে প্রকাশ বুঝতে পারলে যে, এই বাঁকা ছেলেটির গায়ে বিলক্ষণ জোর আছে। সে তার মুখের দিকে চেয়ে কি একটা কথা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু সিধু তার আগেই ব'লল—ভয় নেই, তোমাকে আমরা অমনি খাটিয়ে নেব না, তুমি এ জন্যে বেশ মোটা টাকা পাবে।

গোঁফ দাড়ি কামানো রোগা মতন ফর্শা ছেলেটি ব'ললে—যখন এমন

অভাবিত রূপে আমরা আমাদের ছবির নায়ক পেলুম, তখন আমি প্রস্তাব করি যে, এঁর সম্মানের জন্য এসো একটু গাড়ীর মধ্যেই আনন্দ করা যাক্।

বাঁকা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—আমি ভুলুর এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি!

সিধু ব'ললে—তা' তো তুমি ক'রবেই। যে কোনও ছুতোয় এক-আধ পাত্র টানবার সুযোগ তুমি কবে না আর সমর্থন করো বলো? কিন্তু, কথা ছিল যে গাড়ীতে কেউ টানবো না, সেটা মনে আছে?

ভুলু ব'ললে—কিন্তু সে কথা তো আর টেঁকছে না সিধু, অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে আনন্দ প্রকাশের জন্য আমাদের একটু পান করা যে অবশ্য-কর্ত্তব্য দাঁড়িয়ে গেল!

ব'লতে ব'লতে একটা 'স্যুটকেস' খুলে ফেলে সে একটি হুইস্কীর বড় বোতল ও গোটা দুই তিন গ্লাস বার ক'রে ফেললে এবং বাঁকাকে হুকুম ক'রলে আইস্ ভেণ্ডর (ice vendor) এর কাছ থেকে এক ডজন 'সোডা' আনিয়ে নিতে।

বাঁকা তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল ক'রে ফেললে। একটি গেলাশে হুইস্কী আর সোডা ঢেলে ভুলু প্রথমেই প্রকাশকে দিতে গেলো, প্রকাশ হাত-জোড় ক'রে ব'ললে—ও রস আমি বঞ্চিত, আপনারা চালান স্ফূর্ত্তি ক'রে, আমার কোনো আপত্তি নেই।

সিধু প্রকাশের পিঠ চাপড়ে ব'ললে—বাঃ, বেশ! বেশ! তুমি দেখ্ছি এখনও সেই ভালোছেলেটি হ'য়েই আছো। আমরা দাদা, জানোই তো একেবারে জন্ম-বয়াটে! শহরে থাকলে অবশ্য পালা-পার্ব্বণ ছাড়া চলে না, কিন্তু ট্রেনে ক'রে বিদেশ যেতে হ'লে ওটা—আমরা ওটা—গাড়ী থেকেই প্রায় সুরু করি!—আর,—যতদিন না টাকায় টান পড়ে, বুঝ্লে কি না? ততদিন চালিয়ে যাই!—হাঃ হাঃ হাঃ! কি জানো ভাই, বিদেশ বিভুঁয়ে

চ'লেছি, একটু আনন্দ না-ক'রলে টেঁকবো কেমন ক'রে ? আর এই তো দেখ্‌ছ' দাদা মানুষের মুরদ, আজ আছে কাল নেই!

বাধা দিয়ে ভুলু ব'লে উঠ্‌ল'—

"এই তো জীবন, মানব জীবন
ফুল-ফোটা—ফুল-ঝরা।"

ক'দিনের জন্যই বা আসা! একটু হেসে-খেলে ফূর্তি ক'রে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো!

বাঁকা ব'ললে—যা ব'লেছো ভুলু, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট—এ সব তো নিত্যই আছে, তার মধ্যে যে ক'টা দিন ফাঁকি দিয়ে একটু আনন্দ ক'রে নিতে পারা যায়—সেইটুকুই আমাদের লাভ!

"—জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে,
পাত্রখানি নাও ভ'রে নাও নিবিড় অনুরাগে।"

এই হ'চ্ছে আসল দার্শনিকের মতো কথা।

বলা বাহুল্য যে, পাত্রের পর পাত্র হাতে হাতে ঘুরে তখন নিঃশেষিত হ'তে সুরু হয়েছে! সুরার উগ্র সুরভির তীব্র আঘ্রাণ চলন্ত ট্রেনের দম্‌কা বাতাসে পাশের গাড়ীতে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে গিয়ে পৌঁছচ্ছে!

৫

বাংলা দেশেরই কোনও একটি অখ্যাত পল্লীর একখানি পর্ণকুটীরে ব'সে বিভা নিবিষ্ট মনে কাকে পত্র লিখছিল, এমন সময় তার স্বামী নির্ম্মল একখানা টেলিগ্রাম হাতে ক'রে সেই ঘরে এসে ঢুক্‌ল'।

বিভা চট্‌ ক'রে কলমটা ফেলে দিয়ে মাথার কাপড়টা নাকের ডগা পর্য্যন্ত টেনে দিলে।

নির্ম্মল বিভার সেই চকিত সলজ্জ ভাব দেখে হেসে ফেলে ব'ল্‌লে—আচ্ছা আমার কাছেও তুমি এত লজ্জা করো কেন বলোতো? আমি তো তোমার শ্বশুরও নই, ভাসুরও নই বিভা!

বিভা এ কথার উত্তরে শুধু নীরবে নতমুখে ব'সে রইল' দেখে নির্ম্মল ব'ললে—দেখো, লজ্জা যদিও নারীর ভূষণ, কিন্তু সেটা বেশী মাত্রায় অভ্যাস হ'য়ে প'ড়লে ঐ ভূষণটাই আবার মেয়েদের বন্ধন হ'য়ে ওঠেনা কি? অন্ততঃ আমার সামনে তুমি অতবড়ো ক'রে ঘোম্‌টাটা টেনে দিও না বিভা, ওতে আমার বিশেষ একটু অসুবিধা হয়। তোমার ঘুমন্ত মুখখানি ছাড়া জাগ্রত মুখখানি ভালো ক'রে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমি এ ক'দিনের মধ্যে একটিবারও পাইনি! আজ মামাবাবু আর মামীমা বাড়ীতে নেই ব'লেই সাহস ক'রে দিনের বেলায় তোমাকে একটু ভালো ক'রে দেখ্‌তে এলুম! নইলে, জানোতো? আমাদের দেশে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গেও দিনের বেলা সাক্ষাৎ করাটা প্রায় ব্যাভিচারের মতই একটা অপরাধ?

বিভা এবারও নিরুত্তর রইল'। শুধু মাথার কাপড়টা তার নাসিকাগ্র-

ভাগ থেকে সরিয়ে নব-সিন্দুর-রঞ্জিত সুচারু সীমন্তের উপর তুলে দিলে। কিন্তু মুখখানি সে তখনও নীচু ক'রেই রইল।

"বাঃ, তুমি তো বেশ লক্ষ্মীমেয়ে!" শুধু এই একটি কথা বলেই রূপ-মুগ্ধ নির্ম্মল অনেকক্ষণ সেই অনবগুণ্ঠিত আনত মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ব'ললে—একবার মুখ তুলে আমার দিকে ফিরে চাও না! আমাদের এখনও শুভদৃষ্টি হয়নি মনে আছে? বিয়ের রাত্রে ছাঁদনা-তলায় তুমি কিছুতেই আমার দিকে চেয়ে দেখোনি। সবার অনুরোধ ঠেলে আমাদের শুভদৃষ্টির পরম লগ্নটিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলে। সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তোমার লজ্জাকে তো আমি সেই জন্যই এত ভয় করি! সে রাত্রে দারুণ লজ্জায় তুমি কিছুতেই আমার মুখের পানে তাকাতে পারনে না, তোমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করবার জন্য আমার ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার তোমার মুখের পানে চেয়ে অপমানিত হ'য়ে হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছিল!

বিভা এবার হঠাৎ মুখ তুলে দুই ডাগর চোখের পূর্ণ-দৃষ্টি নিয়ে নির্ম্মলের দিকে চাইতেই নির্ম্মলের মনে হ'ল যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সহসা বিদ্যুৎ বিভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল'! বিজন-প্রান্তর পথে নিঃসঙ্গ-পথিকের মতই সে প্রথমটা চমকে উঠেছিল, কিন্তু, ধাঁধাটা কেটে যেতেই সে দেখ্‌লে যে—একি!—জল ভ'রেছে আজ গগনের নীল-নয়নের কোণে!

বিভার সেই বড়ো বড়ো চোখ দু'টি একেবারে জলভারে টলটল' হ'য়ে উঠেছে দেখে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা ক'রলে—তুমি কেঁদে ফেললে কেন বিভা? আমি কি তোমাকে কিছু রূঢ়-কথা বলেছি?

আঁচলে চোখ দু'টো মুছে ফেলে একটু ধরা-গলায় বিভা ব'ললে—না।

—তবে?

বিভা নিরুত্তর।

—তুমি এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখছি কেমন যেন মন-মরা হ'য়ে রয়েছো ! কেনো বলোতো ? এই পাড়াগাঁয়ের এ খোড়ো মেটে বাড়ীতে এসে তোমার কিছু ভালো লাগ্‌ছেনা, না ?

বিভা তবুও নিরুত্তর।

—আমার কথার একটা কিছু জবাব দাও বিভা! অন্তত বলো যে তোমার কি অসুবিধে হ'চ্ছে এখানে ? নইলে আমার দ্বারা তার প্রতিকার করা সম্ভব হবে কেমন ক'রে ?···আচ্ছা, তোমার কি বাড়ীর জন্য বড়ো মন কেমন ক'রছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কিছু কথা বলবার সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে দেখে বিভা আবার মুখটি নীচু ক'রে খুব আস্তে ব'ললে—হুঁ !

—কার জন্যে মন কেমন ক'রছে বিভা ? বাবার জন্যে ? ছোট খুকীর জন্যে ?—

—বাবার জন্যে, নিভার জন্যে, প্রকাশদা'র জন্যে—সবার জন্যেই বড়ো মন কেমন ক'রছে আমার—

—আচ্ছা, তাহ'লে আজই আমি শ্বশুর মশাইকে লিখে দিচ্ছি, নিভাকে নিয়ে পত্রপাঠ তিনি এখানে চ'লে আসুন, কারণ, তিনচার দিনের মধ্যেই আমায় জয়পুরে চ'লে যেতে হবে। মনে ক'রছি, তোমাকে মামার বাড়ীতে কি বাপের বাড়ীতে ফেলে না গিয়ে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাবো। কথায় বলে—'স্ত্রীভাগ্যে ধন' ! আমার অদৃষ্টে দেখছি এটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল ! তুমি আমার ঘরে পা' দিতে না-দিতেই আমার জয়পুরের সেই কলেজের প্রোফেসারিটা লেগে গেছে ! এই দেখো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আজ টেলিগ্রাম করেছেন 'Join at once !' অর্থাৎ 'এখনি এসে কাজে যোগ দাও'—ওহো ; তাওতো বটে, তোমাকে আবার ইংরিজির মানে ক'রে বোঝাবার দরকার কি ? তুমি তো বেশ ভাল রকমই ইংরিজি

লেখাপড়া শিখেছো, আবার গান বাজনাও জানো শুনেছি! এখানে তো আর তা' শোনবার উপায় নেই। থাক্, জয়পুরে গিয়েই আমি তোমার গান শুনবো, কেমন?

—জয়পুর!

—হ্যাঁ, একটু দূর বটে; কিন্তু বেশ ভালো জায়গা।

—জানি, রাজপুতানার একটা নেটিভ্ ষ্টেট।

—হ্যাঁ, যাবে আমার সঙ্গে?

—যদি 'না' বলি তাহ'লে কি আপনি শুনবেন?

—নিশ্চয়, আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে নিয়ে যেতে চাইনে।

—আপনার কথা শুনে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হ'ল। জয়পুর বহুদূর হ'লেও আপনার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। দেখি, যদি বিদেশে গিয়ে সবাইকে ভুলতে পারি।

—কেন, বিভা, সবাইকে ভুলতেইবা হবে কেন? ছুটির সময় আমরা কলকাতায় আসবো; সবার সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। মাঝে মাঝে আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রেও সেখানে নিয়ে যাবো! তুমি তো আর নির্ব্বাসনে যাচ্ছোনা!

বিভা মনে মনে যদিও ব'ললে—এ আমার নির্ব্বাসনই বটে। কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথাই ফুটলনা! সে আবার হেঁট হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠির কাগজের পাশ থেকে কলমটা তুলে নিতেই নির্ম্মলের সে দিকে দৃষ্টি প'ড়ল, সে তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললে—তাইতো,—তুমি চিঠি লিখ্‌ছিলে,—তোমাকে তবে আর বিরক্ত ক'রবোনা, আমি যাই।

—চিঠি লেখা কিন্তু আমার শেষ হ'য়ে গেছে, শুধু নাম সইটুকু বাকী;

আর যদিই বা না-লেখা হ'তো—তাহ'লেও আপনি এসে পড়াতে আমি বিরক্ত হ'তে যাবো কেন?

—বাঃ, তোমার স্বভাবটি ভারি মিষ্টি তো! এই ব'লে নির্ম্মল হেঁট হয়ে বিভা যে চিঠিখানা লিখ্‌ছিল সেখানার দিকে একবার চেয়েই ব'লে উঠ্‌ল—

একি!—তাইত! ইস্‌ এতো আমি আগে কখনও দেখিনি! কী সুন্দর তোমার হাতের লেখা! যেন সারি সারি কুন্দকলি ফুটে উঠেছে! চিঠিখানা নিতে আমার এমন লোভ হ'চ্ছে!…এ চিঠি কে পাবে?

বিভা ততক্ষণে চিঠির নীচেয় তার নাম সই শেষ ক'রে নির্ম্মলের প্রশ্নের উত্তরে মুখে কিছু না ব'লে নীরবে তার হাতে শুধু সেই চিঠিখানাই তুলে দিলে।

নির্ম্মল খুশী হ'য়ে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন ক'রলে—সে কি?—তোমাদের সেই প্রকাশদা'?—সেই বিয়ের রাত্রে যে সুন্দর সুপুরুষ ছেলেটি খুব খাট্‌ছিল?—সে নিরুদ্দেশ? আজও পর্য্যন্ত তার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি?

—বাবা তো তাই লিখেছেন।

—তাইত! আহা! সে ছেলেটিকে কিন্তু আমার বড্ড ভালো লেগেছিল! আচ্ছা, কেন ব'লোতো সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলো? তাকে তো বেশ আমুদে ছেলে ব'লেই আমার বোধ হ'য়েছিল!…

কেন যে প্রকাশ এমন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—সে খবরটা বিভার কাছে আজ অবিদিত না থাকলেও, নির্ম্মলকে কিন্তু, কোনোমতেই সে কথাটা সে ব'লে উঠ্‌তে পারলে না।

নির্ম্মল ব'ললে—তাই বুঝি এই দু'তিন দিন তুমি একেবারে এতটা

মুস্‌ড়ে প'ড়েছো ? তা' কষ্ট হবার কথা বটে ! প্রকাশদা' তোমার কি রকম ভাই বিভা ?—

বিভা কোনও উত্তর দিলে না। সে চুপ ক'রে আছে দেখে নির্ম্মল ব'ললে—তোমার মামাতো ভাই ? না ?

—না।

—পিস্তুতো ভাই ?

—না।

—তবে ?—তোমার মাসীমার ছেলে বুঝি ?

—না, আমার মাসীও নেই, পিসীও নেই, শুনিছি এক মামা ছিলেন, তিনি নাকি অবিবাহিত অবস্থায়ই মারা গেছেন। প্রকাশদা'র সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ কিছু নেই বটে, কিন্তু—

বিভা হঠাৎ চুপ ক'রলে—মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকবার পর একেবারে অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—কিন্তু, তুমি কি বুঝ্‌তে পারবে ?—বাবার পরই তাঁর চেয়ে আপনার লোক আর আমাদের কেউ নেই। শিশুকাল থেকে —প্রকাশদা' ছাড়া আর কোনও নিকটতম আত্মীয়কেই আমরা জানিনি ! ব'লতে ব'লতে বিভা একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো !—

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশটিতে ব'সে নিজের কোঁচার কাপড়ে সস্নেহে বিভার চোখ দু'টি মুছিয়ে দিয়ে ব'ললে—

বুঝেছি বিভা, এই এক মামা আর মামী ছাড়া আমারও আর কোনও আত্মীয় নেই ! তোমার সম্পর্কে যদি আজ প্রকাশদা'কে পেয়েছি,— তাকে তো কিছুতেই হারাতে পারবোনা ! সে যে আজ তোমার মতো আমারও সবার চেয়ে আপন জন হ'ল। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে থাকবে ? তাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করে নিয়ে আসবো !

—সত্যি ?—পারবেন ?

—নিশ্চয় !

—আঃ ! তাহ'লে আপনি আমার যে কি উপকার ক'রবেন সে আমি ব'লে বোঝাতে পারবোনা !—

—অনেক সময় কিছু বলার চেয়ে না বলাটাই যে বেশী কথা বুঝিয়ে দিতে পারে বিভা ! তোমার আর কিছু ব'লতে হবেনা, আমার হৃদয় দিয়ে আমি তোমার হৃদয় অনুভব ক'রতে পারছি। আমার ইচ্ছে ক'রছে এখনি যদি কোথাও থেকে তোমার প্রকাশদা'কে ধ'রে এনে তোমার সামনে হাজির ক'রে দিতে পারতুম তাহ'লে তোমার বুকের ব্যথা মুছিয়ে দিয়ে ধন্য হ'য়ে যেতুম ? কিন্তু, তার তো কোনই উপায় নেই !

ক্ষণকাল চুপ ক'রে কি ভেবে নির্ম্মল উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—আচ্ছা, তুমি কি একটা কাজ ক'রতে পারোনা ?—প্রকাশদার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার খুবই মন কেমন ক'রছে—না ? আচ্ছা, যতদিন না তাকে পাওয়া যায় তুমি কেন আমাকেই তোমার সেই প্রকাশদা' ব'লে মনে ক'রো না। আমি আজ থেকে তোমার প্রকাশদা' হলুম ! কেমন ?

বিভা চ'ম্‌কে উঠে নির্ম্মলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—সে মুখে বিদ্রূপ বা বিরক্তির ছায়ামাত্র কোথাও নেই। প্রশান্ত সরল সহাস্য মুখ—দু'টি চ'খে—স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি ! বিভার মনটা যেন সে মহত্ব অনুভব ক'রে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করলে !

৬

—বামুন দিদি !

—কি নিভাদি' ?

—তুমি কিচ্ছু রাঁধতে জানোনা !

—সে কি দিদি ? কত বড়ো বড়ো লোকের বাড়ী আমি রাঁধুনির কাজ ক'রে এসেছি। সবাই আমার রান্নার সুখ্যাতি ক'রেছে, কারুর মুখে কখনো নিন্দে শুনিনি, আর তুমি এক রত্তি মেয়ে আমাকে অতো বড়ো শক্ত কথাটি ব'ললে ? রোসো, আজ কর্ত্তা বাড়ী এলে তাঁকে তোমার এই আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়ে আমার মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে চ'লে যাবো—

—তা' যেওনা, বড়ো ব'য়ে গেল ! কাল বাদে পরশু তো আমার দিদি আসবে। দিদি তোমার চেয়ে ঢের ভালো রাঁধে। তোমার রান্না আমার একটুও ভালো লাগে না। বাবাও তোমার রান্না কিছুই খেতে পারেন না ! দিদি শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবার পর যেদিন থেকে তুমি রেঁধে দিচ্ছ, বাবার পাতে সবই পড়ে থাকছে, তিনি কিছুই দাঁতে কাটছেন না। দিদি রাঁধলে তিনি সব চেটে পুটে খেতেন।

—তাই বুঝি তুমি অমনি ক্ষ্যাদেগিন্নীর মতো ঠিক ক'রে ফেললে যে, আমি কিচ্ছু রাঁধতে পারিনি ? বলে—কত পোলাও কালিয়া কোপ্তা কাবাব রেঁধে আমি নাম কিনে এলুম, আর তোমাদের এই ডাল-ভাত রাঁধতে এসে আমার হবে অপযশ ? পোড়া কপাল আর কি ' বড়ো-মেয়েটার জন্যে মন কেমন ক'রছে ব'লেই কর্ত্তার মুখে কিছু রুচ্ছেনা—নইলে রাঁধুক দেখি, কে কতো বড়ো রাঁধুনীর মেয়ে—আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পল্‌তার সুক্‌তুনি, শাকের ঘণ্ট—কি মাছের ঝোল—

আচ্ছা, দেখো—আমার দিদি আসুক আগে।

এই ব'লে নিভা অনেকক্ষণ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগ্‌ল' ; তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলে—আচ্ছা, বামুন দি' শ্বশুরবাড়ী গেলে কি সত্যিই আটদিনের আগে আসতে নেই ?

—না, তবে কাছাকাছি শ্বশুর-ঘর হ'লে আটদিনের ভিতরও আনাগোনা করে দেখেছি !

—আঃ, দিদিটার যদি কাছা-কাছি কোথাও বিয়ে হ'তো !

—সে তাঁর অদৃষ্ট ! কাছা-কাছি যে কোথাও বর পাওয়া গেলো না ! নইলে কর্ত্তা তো খুঁজতে কসুর করেন নি।

—আচ্ছা বামুন দিদি, তোমার বিয়ে হ'য়েছিল ?

—শুনেছি হ'য়েছিল।

—তোমার অজান্তে হয়েছিল বুঝি ?

প্রায় তাই। সে এতো ছোট-বেলায় হ'য়েছিল যে আমার কিছু মনে নেই।

—তোমাকেও কি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আটদিন থাক্‌তে হয়েছিল ?

—হয়ত' হ'য়েছিল, আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের খুব অল্প দিন পরেই আমি বিধবা হ'য়েছিলুম।

—আচ্ছা, তোমার বরও কি খুব ভালো রাঁধুনি ছিল ? তুমি বুঝি তার কাছেই রান্না শিখেছিলে ?

—দূর্‌ বোকা মেয়ে ! সে কেন রাঁধুনি হ'তে যাবে ? সে আমাদের গ্রামের জমীদারী সেরেস্তায় কাজ ক'রতো শুনেছিলুম, কিন্তু আমার সঙ্গে চেনা-পরিচয় হবার আগেই সে স্বর্গে পালিয়ে ছিল !

—তুমি তবে রাঁধুনী হলে কেন ?

—সে অনেক কথা ; আমাকে আজ রাঁধুনী হ'তে হ'য়েছে আমারই

দুর্ব্বুদ্ধির দোষে! নইলে, দেশে থাকতে পারলে আমার একটা পেট, হেসে-খেলে চ'লতে পারতো। আমার মা'ও তো আমাকে নিয়ে অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে কখনো কারুর দোরে দাসত্ব ক'রতে যেতে হয়নি। অল্প কিছু জায়গা জমি, একটি পুকুর আর একখানি কুঁড়ে ঘর এই সম্বল ক'রেই মা আমাকে রাণীর হালে মানুষ ক'রেছিলেন, ভালো ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু, আমি পোড়ারমুখী সৎপথে ঠিক থাকতে পারলুম না ব'লে সব হারালুম! সুখের প্রলোভনে ভুলে দুষ্টু লোকের মিছে কথায় বিশ্বাস ক'রে আমি আজ সব খুইয়েছি!

ব'লতে ব'লতে বামুন দিদির চোখ দু'টি জলে ভ'রে উঠ্‌ল' দেখে নিভা নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে ব'ললে—আহা! কেন তুমি দুষ্টু লোকের কথায় ঠ'কলে বামুনদি'?

নিভাদের বামুনদিদির মুখে এবার একটু মৃদু হাসের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেলো। কিন্তু, তখনই আবার সে কাতর হ'য়ে পড়ল'—দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ব'ললে—কেন যে ভুলেছিলুম, কেন যে ঠকেছি,—সে তুই ছেলেমানুষ দিদি, বুঝতে পারবিনি! শুধু এই টুকু জেনে রাখ্ যে, তাতে ভগবানের হাতও ছিল, মানুষে মানুষকেই ষোল আনা দোষী করে বটে; কিন্তু এর জন্য অনেকখানি দায়ী আমাদের সেই সৃষ্টিকর্ত্তা—

বামুন দিদির কথা শেষ হবার আগেই নিভা তার পিতার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

বাপের হাতে একখানি খোলা চিঠি র'য়েছে দেখে নিভা উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ও কার চিঠি বাবা? দিদির বুঝি?—পরশু তো বিয়ের আটদিন হয়ে যাবে, সেদিন দিদি আসবে তো ঠিক্, কি লিখেছে?—

মাষ্টার মশাই কন্যাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে ব'ললেন—না

মা, তোমার দিদি আর এখন আসবেন না। তোমার জামাইবাবু তাকে নিয়ে কালই জয়পুর চ'লে যাচ্ছেন। সেখানকার কলেজের প্রোফেসারী কাজটা তার হ'য়েছে। এই পয়লা তারিখ থেকেই কাজে লাগতে হবে। তাই সে এই চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, কালই তোমার দিদিকে নিয়ে জয়পুর চ'লে যাচ্ছে। তোমার জামাইবাবুর ইচ্ছে ছিল যে, তোমার দিদিকে এখন এখানে রেখে তিনি একলাই জয়পুর যাবেন, কিন্তু তোমার দিদি নাকি তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য জিদ্ করাতে সে বিভাকেও নিয়ে যাচ্ছে।

নিভা এ খবর শুনে কেঁদে ফেললে! মাষ্টার মশাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললেন—এই তো গ্রীষ্মের ছুটী এসে প'ড়লো ব'লে। সেই সময় তোমাতে আমাতে জয়পুরে যাবো তোমার দিদিকে দেখতে—কেমন ?—একথা শুনে নিভা চোখের জল মুছে ফেলে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠ্ল' !

৭

—ওগো, শুন্‌ছ' ?

শনিবার দিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে বিজয় দেখলে যে, তার স্ত্রী মণিকা যেন নির্জ্জীবের মতো স্থির হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে আছে, কিন্তু বিছানায় নয়,—ঘরের মেঝের উপর। সে নিদ্রিত কি অচেতন সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অনেকবার ডেকেও তার সাড়া না পেয়ে বিজয় যখন আদর ক'রে মণিকার গা ঠেলে তাকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রলে, সহসা জলে-ওঠা বারুদের স্তূপের মতো হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রোষানল ছিটকে তুলে মণিকা ব'লে উঠ্‌ল'—তোমরা কি আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতেও দেবে না ? সারা দিনটা তোমাদের সংসারে যেন কেনা-বাঁদীর মতো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সবে একটু চোখ বুজিচি, আর অমনি তোমাদের বুক চড়্ চড়্ ক'রে উঠ্‌ল'! এমন ক'রে আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রছো কেন ? আমাকে মেরে ফেলতে না পারলে আর তোমাদের মা'য়ে-পো'য়ের আশ মিট্‌ছে না—না ?

এই পর্য্যন্ত শুনেই বিজয় বুঝতে পারলে যে, আজ আবার শাশুড়ী বৌ'য়ে নিশ্চয় একপালা তুমুল ঝগড়া হ'য়ে গেছে, এবং সেই বাকযুদ্ধে পরাস্ত-পত্নীর সমস্ত অভিমানের ঝালটা এতক্ষণ বোধ হয় তা'রই উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রছিল !

বিনা বাক্যব্যয়ে বিজয় সে বজ্র বুক পেতে নেবার জন্য অন্যদিনের মতো আজও নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে। নইলে পারিবারিক শান্তি

রাখা দায়! অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে প্রশ্ন ক'রলে—মা বুঝি আজ আবার তোমাকে গালমন্দ দিয়েছেন?

—গাল! শুধু গাল দিলে তো কোনও কথাই ছিল না; কিন্তু অভদ্র ইতরের মতো সব অকথা-কুকথা বলার মানে কি?—আজ অক্ষয়বাবু এসেছিলেন বিকেলের দিকে—

ব'লতে ব'লতে মণিকা উঠে ব'সে গায়ের কাপড়-চোপড়গুলো ঠিক ক'রে নিয়ে সেদিনকার ব্যাপার যা' আছোপান্ত বিজয়কে শোনালে তাতে বিজয় কিছুতেই একটু না হেসে থাকতে পারলে না।

মণিকা স্বামীর মুখে সেই হাসি দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হ'য়ে রইল, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে যেন আপন মনেই ব'ললে—এ কথা শুনেও কি কারুর মুখে হাসি আসতে পারে?

বিজয়ের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। গম্ভীর ভাবে ব'ললে—ঘটনা যা ঘটেছে সেটা যে একটুও হাসির ব্যাপার নয়, এ কথা আমি অস্বীকার করি নে মণি! কিন্তু তোমাকেও তো আমি একটু চিনি, তোমাকে মা নষ্ট-চরিত্রের মেয়েমানুষ ব'লেছেন শুনে আমার হাসাই উচিত বটে, কিন্তু আমি সে কথা শুনেও হাসি নি মণি! অক্ষয় তোমার প্রেমে প'ড়েছে কিনা সেটাও মোটেই আমার বিবেচ্য নয়, বরং তুমি তার প্রেমে প'ড়লে আমাকে একটু ভাবিত হ'তে হ'ত বটে! আমি হেসেছি, এস্থলে আমার যা' কর্ত্তব্য সেইটে ভেবে! ব'লতে পারো কি, এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত? একদিকে মা—আর একদিকে স্ত্রী! দু'জনের মধ্যে যদি বনি-বনাও না হয়, তাহ'লে এই সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও সহজ পথ তুমি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারো কি?

মণিকা চুপ ক'রে রইলো।

বিজয় ব'ললে—নিজেকে সন্ন্যাসী রূপে কল্পনা ক'রতেই আমার হাসি

এসেছিল। দু' দু'টো মেয়ের বাপ হ'য়ে বসেছি, নইলে একবার 'রামকৃষ্ণ মিশনে' ঢোকবার চেষ্টা ক'রে দেখতুম; গেরুয়া পরাটাই দেখ্‌ছি এখন সব চেয়ে ভালো পেশা!

এবার মণিকা ব'ললে—তুমি কেন সন্ন্যাসী হ'তে যাবে? আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তাহ'লেই তোমার সংসার শান্তিতে থাকবে।

মণিকার কণ্ঠস্বরে অভিমানের যে চাপা ঢেউটা নিঃসাড়ে তরঙ্গ তুলছিল, বিজয় সেটা বেশ স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পেরে, মন মন সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে ব'ললে—হুঁ, এ একটা উপায় ঠাউরেছো বটে! মা কিন্তু সেদিন ব'লছিলেন যে, তাঁকে কাশী কিংবা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেই নাকি আমার সংসারে একটু বেশ শান্তি আসবে!—তারপর, অল্পক্ষণ কি ভেবে বিজয় যেন নিজের মনেই ব'লে উঠ্‌ল'—নাঃ, আমাকে দেখ্‌ছি চিরজীবনটাই এমনি উভয়সঙ্কটে প'ড়ে হাবিয়েই মরতে হবে!

—তার মানে?

এই ব'লে মণিকা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইলো।

বিজয় হেসে ব'ললে—মানে? তাও আবার খুলে ব'লতে হবে? আমার সংসারের এই অশান্তি রোগ দূর ক'রে শান্তি স্থাপনের জন্য তোমরা আমার পরম হিতৈষী দু'জন আমাকে দু'রকম 'প্রেসক্রপশান' দিলে,—আমি এখন কোন্ ডাক্তারের মতে চলি?—এ যে আবার এক বিষম সমস্যায় ফেললে আমাকে;—রীতিমত বৈদ্যসঙ্কট!

মণিকা চেয়েছিল আজ সে যা' হয় একটা হেস্তনেস্ত ক'রবেই, কিন্তু বিজয় ব্যাপারটাকে পরিহাসের ভিতর দিয়ে লঘু ক'রে আনবার চেষ্টা ক'রছে দেখে একটু যেন সতর্ক হ'য়ে উঠে ব'ললে—কেন, এর তো সোজা হিসেব প'ড়ে র'য়েছে। আমি পরের মেয়ে, তোমাদের ঘরে অশান্তি নিয়ে

এসেছি—অতএব আমাকেই বিদেয় ক'রে দেওয়া উচিত। আমার জন্যে তোমার মা'কে ত্যাগ করাটা তো ঠিক হবে না।

বিজয় মণিকার কথায় একরকম প্রায় সায় দিয়েই ব'ল্লে—না, তা'বোধ হয় হবে না; কিন্তু, তুমি এখানে একটা মস্ত ভুল ক'রছো যে মণি! তুমি যদি কাল বাপের বাড়ী চ'লে যাও এবং কিছুদিন আর না-ফেরো—তা'হলে তোমার, আমার এবং মা'র তিন জনেরই পাড়ায় অনেক রকম নিন্দে রটে যাবে যে! কেউ হয়তো ব'লবে—আমারই জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে তুমি পালিয়েছো, কেউ হয় তো ব'লবে—তুমি এমনি বে-আক্কেল যে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে ব'সে রইলে! কেউ ব'লবে—তোমার শাশুড়ী মাগীই যত নষ্টের মূল—অর্থাৎ, মা আমার এমনি পাজী যে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে টাকার পুঁটুলি বাঁধবার জন্যই বউকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে!

এইখানে মণিকা একবার যেন চমকে উঠ্‌ল' বিজয় সেটা লক্ষ্য ক'রে খুশী হ'য়ে ব'লতে লাগ্‌ল'—কিন্তু, মাকে যদি কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিই, তাহ'লে দেখো পাড়াশুদ্ধ লোক আমায় 'ধন্য' 'ধন্য' ক'রবে। আত্মীয় কুটুম্বেরা ব'লবে—হ্যাঁ সন্তানের উপযুক্ত কাজই ক'রেছে, এই বৃদ্ধ বয়সে মা-ঠাকরুণটিকে ওরা তীর্থবাসিনী ক'রেছে এই পুণ্য কার্য্যের ফলে হয়তো ওর মাতৃঋণই পরিশোধ হ'য়ে যাবে!—

মণিকা ব'ল্লে—তা' যদি তারা বলে তাহ'লে তো কিছু মিথ্যে বা ভুল বলা হবে না! সত্যিই তো তোমার মা কাশী কিংবা বৃন্দাবন যেতে চেয়েছেন ব'লেই তুমি তাঁকে পাঠাচ্ছো—

দুই চোখ কপালে তুলে চাপা-গলায় বিজয় ব'ল্লে—ভয়ানক ভুল—ভয়ানক মিথ্যে সেটা মণি! তুমি বুঝতে পারছো না?—এ কি আমি তাঁকে পাঠাচ্ছি?—এ যে তিনিই অভিমান ক'রে পালাচ্ছেন! এ ঠিক তোমার

ওই বাপের বাড়ী চ'লে যেতে চাওয়ার মতোই আর কি!—এতদিন এতো যত্ন ক'রে—কত অসহ্য দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেটিকে এত বড়োটি ক'রে তুলেছেন! কত সাধ-আহ্লাদ ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বড়ো আশা—আমি উপার্জ্জন ক'রবো, আর তিনি বউ-বেটা, নাতি-নাত্‌নি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার ক'রবেন—এই ছিল তাঁর এতদিনের দুঃখময় বৈধব্য-জীবনের একমাত্র ভবিষ্যৎ স্বপ্ন! কিন্তু এ স্বপ্ন আজ তাঁর ভেঙ্গে গেছে—বউ পেয়েই যে-দিন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি ছেলেকে হারিয়েছেন,—ছেলের সমস্ত মনটিই দখল ক'রে নিয়েছে ঐ বউ এসে!—এ ক্ষতি তিনি সইতে পারলেন না, বউ সেদিন থেকে তাঁর দু'টি চোক্ষের বিষ হ'য়ে উঠেছে—

মণিকা ধীরে ধীরে প্রশ্ন ক'রলে—সে কি আমার দোষ?

—সে কথা তো আমি বলি নি মণি!—দোষ যদি কারুর কিছু থাকে এতে—সে শুধু আমারই, আমি সেটা জানি! অধিকাংশ মা যে সন্তানের স্নেহ-ভালবাসার প্রতিযোগিতায় নববধূর কাছে প্রতিদিন পরাস্ত হ'য়ে ক্রমে তার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে ওঠেন, এমন কি বিদ্বেষপরবশও হ'য়ে ওঠেন, এও দেখা গেছে অনেক!

মণিকা ব'ললে—কথাটা মিথ্যে নয়! শাশুড়ী-বৌ'য়ে একটা আন্তরিক সদ্ভাব প্রায় দেখা যায় না ব'ললেই হয়!

বিজয় ব'লতে লাগল—যাঁরা বুদ্ধিমতী জননী, তাঁরা মনের আগুন বুকে চেপে রেখে হাসি-মুখে সংসার ক'রে যান, তাঁরা এই ব'লে তাঁদের মনকে ও পরিজনকে বোঝান যে, ছেলে যদি মা'র চেয়ে বউকে পেয়েই সুখে থাকে, থাক্ না! বাছা আমার যাতে ভালো থাকে সেই ভালো। আর যে সব মায়ের অন্তঃকরণ একটু কোমল ধাতুতে গড়া তাঁরা কিন্তু নিজের উপর অতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না, তাঁরা প্রতিবাদ স্বরূপ দিন-কতক সংসারে

ঝগড়া-ঝাঁটি কলহ-বিবাদ ক'রে শেষে বিজয়িনী বধূর হাতেই সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে কাশী কিংবা বৃন্দাবন প্রভৃতি সুদূর তীর্থে পালিয়ে যান, এ ঠিক তাঁহাদের তীর্থযাত্রা নয়, লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে, অভিমানে এ তাঁদের স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসন !—অনেকটা মনঃক্ষোভে বিবাগী হ'য়ে যাওয়া আর কি ! বুঝলে মণি !

মণিকা তার মনের মধ্যে এ কথা গুলোকে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে এবং কিছুতেই এটা অস্বীকার ক'রতে পারলে না ! শাশুড়ীর প্রতি তার ভিতরে ভিতরে যেন একটু সহানুভূতি ও অনুকম্পার ভাব জাগ্‌ছিল —এমন সময় বিজয় ব'লে ফেললে—কিন্তু, কি ক'রবো মণি উপায় নেই ! তোমার চরিত্রের প্রতি উনি যখন সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন—তখন তোমাদের আর এক সঙ্গে থাকা একেবারে অসম্ভব—

এ কথায় মণিকার মনের নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি হঠাৎ যেন আবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল'—সে ব'লতে যাচ্ছিল যে,—এই পূজোর পর যদি—

মণিকাকে তার মুখের কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে বিজয় ব'লে উঠ্‌ল'—আরে সে কথা আবার ব'লতে, পূজোর আগেই ব্যবস্থা ক'রে ফেলবো ।

মণিকা একেবারে অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—তা পারলে মন্দ হয় না—ওঁকে নিয়ে তো বাপু আমি আর এক দণ্ডও চ'লতে পারছি নি। দেখো-দেখি কী সব কথা ! রান্নাঘরে চা' ঢুকলে উনি সেদিন আর অন্ন ছোঁবেন না ! আর তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বেরুই ব'লে আমার তো আর খোয়ারের অন্ত নেই, সে তো জানই—

বিজয় হঠাৎ কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হ্যাঁ ভালো কথা অক্ষয়টা কি কাণ্ড ক'রেছে বলছিলে, আর একবার বলো তো শুনি !

মণিকা ব'ল্‌লে—আজ বিকেলে তুমি তখনও অফিস থেকে ফেরো নি, এমন সময় অক্ষয় এসে উপস্থিত! ব'ল্‌লে— একটু চা খাওয়াতে পারো মণি? কাজেই আমি তাকে ঘরের ভিতর বসিয়ে চা তৈরী করে আনতে গেলুম। আমি কি তখন জানি যে, সে পাগ্‌লা কবি আমার নামে মাসিক-পত্রে আবার একটা কবিতা ছাপিয়েছে। আর সেইটে আবার আমাকেই প'ড়ে শোনাতে এসেছে! চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই ব'ল্‌লে—'বোসো না একটু মণি, বিজয় না-আসা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গেই না-হয় একটু গল্প করি। তুমি তো হিসেব মতো তারই প্রতিনিধি—'অর্দ্ধাঙ্গিনী' যখন, তখন তোমার উপর আমাদের একটু দাবী আছে বই কি!

তারপর কথায় কথায় কবিতার আলোচনাই সুরু হ'ল। আমি একটু মজা করবার জন্য বললুম—"ও মাসের 'আহুতি' কাগজে আপনার যে কবিতাটি বেরিয়েছে আমার খুব ভালো লাগল!"—যদিও সেটা আমি এখনও পড়িনি; তোমার মুখেই শোনা যে আমাকে উদ্দেশ ক'রেই লিখেছে—!

তোমাদের কবি একেবারে একগাল হেসে ভয়ানক খুশি হয়ে ব'ললে—আমার রচনা আজ সার্থক হ'ল!—সত্যি বলছ' সে কবিতাটি তোমার ভালো লেগেছে মণি! আমার গা-ছুঁয়ে বলো—

তার এই বেয়াদপিতে আমি মনে মনে চ'টলেও, তুমি বাড়ী নেই ব'লে অতিথির উপর আর রূঢ় না হ'য়ে, হেসে ব'ললুম—অস্পৃশ্যতাবর্জন সম্বন্ধে আমি এখনও আপনাদের মতো মহাত্মাজীর চেলা হ'য়ে উঠতে পারি নি! নিজের কথায় বিশ্বাস ক'রাবার জন্য গা-ছুঁয়ে শপথ করাটা আমি নিজেকে অসম্মান করা হয় ব'লে মনে করি।

কবি তখন দুঃখিত হয়ে স্বীকার ক'রলেন যে তাঁর এ অনুরোধটা একটু অন্যায় ও অবিবেচকের মতোই হয়েছে এবং সে জন্য আমার কাছ থেকে

তিনি মাপ চেয়ে নিয়ে ব'ললেন—আচ্ছা, এ কবিতাটা তোমার কেমন লাগে শোনো তো! ব'লেই একখানা কাগজ বার ক'রে নিজের কবিতাটি সুর ক'রে প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেন। আমি তার সেই কাঁধ নাচিয়ে কবিতা পড়ার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলেছিলুম। কিন্তু, কবি তোমাদের এমন তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলেন যে, সেটা লক্ষ্যই করে'ননি।

সেই সময়, দোরের আড়াল থেকে মা যে সবই দেখছিলেন ও শুনছিলেন, আমি তা' একটুও টের পাই নি! কবিতা পড়া শেষ হ'তেই কবির কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—কেমন লাগল মণি, বলো?

আমি বললুম—স্তুতি শুনলে দেব-দেবীরাও প্রসন্ন হন, আমি তো একজন সামান্যানারী, আপনি এই স্বচ্ছন্দ কাব্যে আমার এমন সুন্দর বন্দনা ক'রেছেন—এ যদি আমার ভাল লাগ্‌ছে না বলি তাহ'লে যে মিছে কথা বলা হবে!

কবি একথা শুনে ভারি সন্তুষ্ট হ'লেন বোঝা গেলো! ব'ললেন—অনেক দিন তোমার গান শুনি নি, একটা গান শোনাও না! আমি বিরক্ত হ'য়ে বললুম—না, আমার শাশুড়ী পছন্দ করেন না! কিন্তু, তবু তিনি ওঠবার নাম ক'রছেন না দেখে আমি বড়ো মুস্কিলে পড়লুম। এ দিকে সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো, তখনও তোমার দেখা নেই। একবার উঠে আলোটা জ্বেলে দিলুম। রান্না তখনও সব বাকী, মেয়ে দু'টো এখুনি খেতে চাইবে—কি যে করি ভেবে পাচ্ছি নি, এমন সময় মা দোরের পাশ থেকে ডাকলেন—বৌ-মা, উনুনটা যে জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল! এ বেলা কি আর রান্না-বান্না কিছু চ'ড়বে না?—

—'এই যে যাই মা!' ব'লে আমি তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে একটা নমস্কার ক'রে ব'ললুম—ছেলেদের ডাক্ পড়েছে, আর আপনার সঙ্গে গল্প করবার সময় নেই। চ'ললুম্।—

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে আসবার পরও কবি কিছুক্ষণ একলাটিই তোমার ফেরার অপেক্ষায় ব'সে শিস দিচ্ছিলেন, তারপর গুন্ গুন্ ক'রে একটা গান গাইতে গাইতে চ'লে গেলেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও !—"

মণিকার মুখে অক্ষয়-সংবাদ সমস্ত শুনে বিজয় ব'ললে—ওটা নির্ঘাত তোমার প্রেমে প'ড়েছে দেখছি !

মণিকার সুন্দর মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল', ব'ললে—আমারও তাই সন্দেহ হয় বটে, অন্তত এবারকার কবিতায় সেটা বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠেছে—

—কই দেখি, দেখি ; পাগলাটা এবার কি কবিতা লিখেছে ?—

ব'লতে ব'লতে বিজয় যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল' !

মণিকা উঠে 'প্রতিভা' কাগজখানা এনে বিজয়ের হাতে দিয়ে ব'ললে—তুমি বেশ চ'টে উঠেছো দেখছি !

—তা, এটা কি বেশ খুশী হবার মতো কথা ? আমার স্ত্রীর নামে আর একজন প্রেমের কবিতা লিখবে—আর আমি—

বাধা দিয়ে মণিকা ব'ললে—তা অক্ষয়বাবুর এ কীর্ত্তি তো আর নূতন নয়। তোমার মুখেই তো শুনেছি যে এর আগে তিনি আরও ছ'টি মেয়ের প্রেমে প'ড়েছিলেন, তাই নিয়ে তোমরা ওকে কতো হাসি-ঠাট্টা করো—এবার আমাকে ধ'রে না হয় সাতটি হ'ল—

—আহা, সে যে অন্য লোকের স্ত্রী কিংবা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে প'ড়েছে শুনে আমরা তার সঙ্গে এতকাল হাসি-ঠাট্টা ক'রে এসেছি ! কিন্তু এবারে যে একেবারে নিজেরই স্ত্রী !

—বেশ হ'য়েছে! তখন অন্ত লোকের স্ত্রী বা কন্যার সম্মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে বয়স্তের সঙ্গে রহস্য করাটাই যেমন তোমাদের বেশী প্রলুব্ধ করেছিল তেমনি ভগবান তার শাস্তি দিয়েছেন—

বিজয় তখন 'প্রতিভা' কাগজখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে অক্ষয়ের কবিতাটি খুঁজে বার ক'রে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ ক'রেছিল, হঠাৎ ব'লে উঠ্ল'—এ কি! এ যে স্পষ্টই তোমার নাম করেছে দেখছি!—

"জোনাকী প্রদীপে জ্বলে যে হাসিটি
মৃদুলা ক্ষণিকা—
আঁখি কোণে আমি দেখেছি যে তব
সে প্রেম মণিকা!—
কবে তাহা হবে মম জীবনের
ধ্রুবতারা প্রিয়ে?
সে দিন পূজিব ও চরণ আমি
পরাণ-আহুতি দিয়ে!"

ইস্! একেবারে 'পরাণ-আহুতি' দিয়ে পূজা ক'রতে চেয়েছে তোমার!

হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ছন্দ পতন হ'য়েছে! তবে—মন্দ কি? তুমি তো দিতে পারলে না, যদি আর একজনের কাছে 'পরাণ-আহুতি'—পাই ক্ষতি কি?

—হ্যাঁ, এই যে দেওয়াচ্ছি আমি তাকে 'পরাণ-আহুতির' মজা কালই। কাল রবিবার, কেশবের আড্ডায় যখন আসবে, অকা'র এই বকামী আমি বার ক'রে দেবো তখন।

—আচ্ছা, সে কালকের ব্যবস্থা কাল হবে, এখন খেয়ে দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো, রাত অনেক হয়েছে।

—আজ আর আমি কিছু খাবো না।

—কেন, অক্ষয় কবির অক্ষয় কবিতা পড়েই আজ পেট ভ'রে গেলো নাকি ?

হেমদার বাড়ী খেয়ে এসেছি। বউদি' মাংস রেঁধেছিলেন। ব'ললেন—বিজয়-ঠাকুরপো ! তোমায় খেয়ে যেতেই হবে ভাই !—

—আর তুমি অমনি লক্ষ্মণ-দেবরের মতো পাত পেড়ে ব'সে গেলে ? বাড়ীর খাবারগুলো যে নষ্ট হ'বে এ কথাটা একবার ভাবা উচিত ছিল না ?

—আরে, সে কথা কি আমি বলিনি ? তা বউদি' ব'ললেন, মণিকার হাতের রান্না তো রোজই খাও, আজ বউদি'র ভোগ রাঁধাটা একটু মুখে দিয়ে দাও না ! রোজ তো আর এ সুযোগ ঘটবে না ! জানই তো আগুনের তাত আমার সয় না, উড়ে-বামুন-ঠাকুরটিই যা' করেন তাতেই পরিতৃপ্ত হ'তে হয়। তা' আজ তিনি দয়া ক'রে আসেন নি ব'লে আমাকেই এই কানা'য়ে ঠেলতে হয়েছে।

—কেমন খেলে ? তাঁর রান্নার তো খুব প্রশংসা শুনেছি !

—সে আর বোলো না ! একেবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ব'ললেই হয়

—দেখো, তুমি যেন দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের একজন হ'য়ে বোস' না !

—ছিঃ ! এ সব ঠাট্টা তোমার ভালো নয়। তুমি ভারি দুষ্টু হ'চ্ছ ! এক গ্লাস জল দাও। আমি শুয়ে পড়ি।

—এই যে দিই।

কিন্তু, মণিকা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনবার আগেই বিজয় শু-- পড়েছিল। মণিকা ডাকলে—ওগো, জল চেয়েই শুয়ে প'ড়লে যে ! আর প'ড়লে তো অমনি চোখ ব'জলে ? কি সাধা-ঘুম বাপু তোমার ! নাও, জল এনেছি, খাবে,—না, খাবে না ?

দু'বার তিনবার ডাকাডাকির পর বিজয় চোখ বুজেই বিছানা থেকে

একটু উঠে জলের গেলাসটা স্ত্রীর হাত থেকে আর নিজে না নিয়ে—তার হাতেই চমুঁক দিয়ে খানিকটা খেয়ে আবার শুয়ে প'ড়ল। এবং বিড়-বিড় ক'রে ব'ললে—হ্যাঁ, তোমায় ব'লতে ভুলে গেছলুম, হেমদাস আর কনক চাটুজ্যে সিধুর টেলিগ্রাম পেয়ে—আজ জয়পুর চ'লে গেল। বায়োস্কোপে ওদেরও কাজ হ'য়েছে।

বিছানায় মশারি খাটিয়ে দিতে দিতে মণিকা ব'ললে—যাক্! বেচারিদের তাহ'লে একটা হিল্লে হ'ল! এতদিন বেকার অবস্থায় ওরা বড়ো কষ্ট পাচ্ছিল।

—হুঁ। ব'লতে ব'লতেই বিজয়ের নাক ডেকে উঠ্ল।

কেশবের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেই দ্বিজেন দেখলে, ক্ষিতীশ এসে তার বৈঠকখানায় বসে চা খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রলে—কিরে ক্ষিতীশ, তুই কতক্ষণ এসেছিস্?

—আর ভাই, সন্ধ্যে থেকেই এসে বসে আছি, তুমি যে এ সময় বাড়ী থাকো না তা' কে জানে?

—সন্ধ্যার সময় আর কোন্ ভদ্রলোক বাড়ীতে ব'সে থাকে বলো? এই তো, তোমাকে যারা খুঁজতে যাবে তারা কি পাবে?

—তা যা' বলেছো, সন্ধ্যেটা বাড়ীতে ব'সে থাকবার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত সময় ব'লে মনে হয় না—

সেটা মনে হয় শুধু নিজের বাড়ীতে। অন্য বাড়ীতে—যেখানে একটা আড্ডা জমে—সেখানে সন্ধ্যেটা কিন্তু বেশ উপভোগ্য! তা যাক, তুই যখন এসে পড়েছিস একটা গান শোনা! চা দিলে কে তোকে?

—কেন? বাড়ীর ভিতর থেকে! আমাকে চাইতেও হয় নি! এসে বস্‌বার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা' পান সিগারেট্ সব এসে হাজির! আমি যে একটি 'মাতাল' সেটা তোমার বাড়ীর সবাই জানে কি না!

কেশবের আড্ডা ছেড়ে আজ এখানে পদার্পণ হ'ল কেন শুনি? আবার কোনও মামলা-মোকদ্দমায় ফেঁসে পড়ো নি ত?

—আরে, না না, ওই নীলাম্বরবাবু বড্ড ধ'রেছেন ভাই, তাই আসতে হ'লো, ওঁর মেয়েটিকে তুমি একবার দেখে আসবে চলো।

—আজ কাল কি ঘটকালিও সুরু ক'রেছো? শুধু গান গেয়ে বুঝি আর সংসার চ'লছে না?

—এটা আমি এ্যামেচার প্রফেশন্ হিসাবে মাঝে মাঝে করি!

Social Service কি না, তাই পয়সা নিই নে—Honorary worker, এটা আমার Voluntary কাজ।

—বেশ! বেশ; এরকম Social Service-এ কিছু না হ'ক অন্ততঃ গরদের জোড় আর রূপোর ঘড়া মারে কে?—তা সে মেয়েটিকে তুমি দেখেছো?

—নিশ্চয়! চমৎকার মেয়ে! বছর উনিশ বয়স—

—এঃ নেহাৎ ছেলেমানুষ যে!

—ওহে, না হে না, একবার দেখেই আস্‌বে চলো না, মেয়েটি আমাদেরই যোগ্য হ'য়ে উঠেছে! খুব বাড়ন্ত গড়ন, দেখলে পঁচিশ বছরের মেয়ে ব'লে মনে হয়! তোমার সঙ্গে ঠিক ম্যাচ ক'রবে!

—কি ক'রে জানলে?

—বিলক্ষণ! লেখাপড়া, গানবাজনা সবেতেই বেশ তৈরী মেয়ে! যেমনটি তুমি খুঁজ্‌ছ'—তা' ছাড়া ঠিক তোমরই মত রং, তোমারই মতো দেখতে, বেশ লম্বা-চওড়া healthy মেয়ে!—

—তোমার কি ধারণা দেহের দিক দিয়ে মিললেই মনের দিক দিয়েও ম্যাচ্‌ ক'রবে ক্ষিতীশ? স্বভাব, চরিত্র প্রকৃতি ও জীবন-যাত্রার অভ্যাস তো পরস্পরের বিভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই থাক্‌তে পারে। তা ছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছো যে, আমার একবার বিবাহ হয়েছিল—আমার একটি সন্তান রয়েছে। আমাকে চট্‌ ক'রে ভালোবাস্‌তে পারা অন্য মেয়ের পক্ষে একটু কঠিন।

—আরে রেখে দাও তোমার ভালোবাসা। কিছুদিন এক সঙ্গে ঘর ক'রতে ক'রতে ওটা ঠিক এসে যায় চাঁদ! জন্ম-এস্তক কতো দেখলুম—

—হ্যাঁ, তা' হ'য়ে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু সে উনিশ বছরের মেয়ের নয়, ন' বছরের মেয়ের।

—তুমি দেখছি বিলেত ঘুরে এসেও বাল্যবিবাহের কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে পারো নি।

—যে ভাবে ওটা এদেশে প্রচলিত হয়েছিল তাকে কিছুতেই কুসংস্কার বলা চলে না ক্ষিতীশ। ছোট্ট মেয়েটি বধূ হ'য়ে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেই একরকম প্রায় মানুষ হ'তো, কাজে কাজেই স্বামীর বংশের প্রকৃতি ও পরিবারের প্রচলিত ধারা ও পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার তারা বেশ সুযোগ পেতো, সেই জন্য সেকালের বিবাহ এখনকার মতো অসুখের ব্যাপার হ'য়ে উঠতে পারতো না।

—এখনকার বিবাহ যে অধিকাংশ অসুখের ব্যাপার হ'য়ে উঠছে তার প্রধান কারণ বয়স নয় হে, অর্থ! অর্থই সব অনর্থের মূল।

—সে কথা ঠিক, অর্থাভাবের চাপে বাল্য-বিবাহ দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে আসছে এ দেশে!—এখন এখানে যে সব বিবাহ হ'চ্ছে তা' আর তেরো বছরের বালকের সঙ্গে আট বছরের শিশুকন্যার নয়। পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবকের সঙ্গে আঠারো উনিশ বৎসরের তরুণীর মিলন, কিন্তু এ বিবাহ যদি আজও অভিভাবকদের খেয়ালের উপরই নির্ভর করে, তাহ'লে যারা বিবাহের পাত্র পাত্রী, তারা পরস্পরের মনের মতো হ'তে না পারলে শুধু অভিভাবকদেরই অভিসম্পাত দিয়ে শান্তি পায় না, তাদের চির-জীবনটাই অসুখী হ'য়ে পড়ে।—

—পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে শুনে চিনে ও পছন্দ ক'রে বিবাহ ক'রলেই যদি সুখী হ'তে পারতো দ্বিজেন, তাহ'লে তোমার য়ুরোপে এত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাচুর্য্য কেন?—

—সেটা তো জীবনের লক্ষণ! এদেশে সেটা নেই ব'লেই তো জাতটা মরে রয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের সুযোগ যদি এ দেশের

মেয়েদেরও থাকতো তাহ'লে আমার বিশ্বাস এখানেও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাচুর্য্য অন্য কোনো দেশের চেয়েই কম হ'ত না।

—তুমি দেখছি তাহ'লে এ দেশটাকে বিলেত ক'রে তুলতে চাও।

—ঠিক্ তা নয় ক্ষিতীশ, আমি চাই অন্যায়ের সমস্ত বন্ধন থেকে এ দেশটাকে মুক্ত দেখতে।—

—অর্থাৎ, তুমি চাও আমাদের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা আনতে ?

—যদি শৃঙ্খল মোচনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হওয়াটাই প্রয়োজন হয়, তা'হলে আমি সেটাকেও দোষের ব'লে মনে করি নে। কিন্তু, বন্ধন মুক্ত হ'লেই যে আমরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌বো এ রকম আশঙ্কা হবার কারণ কি তোমার ?

—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি স্ত্রী-স্বাধীনতা যে-যে সমাজে প্রচলিত আছে ব্যভিচার তাদের মধ্যে তত বেশী।

—আর আমরা স্ত্রীলোকদের অবরোধে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি ব'লে আমাদের মধ্যে বুঝি ব্যভিচার মোটেই নেই ?

—আছে, কিন্তু সে খুব কম। একেবারে নগণ্য ব'ললেই হয় !

—এটা তোমার মস্ত একটা ভুল ধারণা ক্ষিতীশ ! আমাদের সমাজের ব্যভিচারগুলো আমরা চাপা দিয়ে ঢেকে রেখে দিই ব'লে সেটা বাইরে প্রকাশ হ'তে না পেয়ে আজ আমাদের ভিতরটাকে শুদ্ধ পচিয়ে অন্তঃসার-শূন্য ক'রে তুলেছে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার প্রেমের বন্ধন নেই সেখানে বিবাহ-বন্ধনের জোরে তাদের একত্র বসবাস ক'রতে বাধ্য ক'রে তুমি কি মনে করো আমরা সমাজের কল্যাণ ক'রছি ? আমি তো বলি সেও একটা ব্যভিচার !—সে রকম মিলনে উৎপন্ন যে সব সন্তান তারা কখনও মানুষ হিসাবে বড়ো হ'তে পারে না। আমার মতো অধিকাংশ স্বামীরই স্ত্রী তাদের মনের মতো নয়। এবং অধিকাংশ স্ত্রীও তাদের স্বামীকে সহ্য

ক'রতে পারে না, কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার উপায় নেই ব'লেই সেই অমনোনীত পতি-পত্নীরা কোনও রকমে তাদের অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনটা একসঙ্গে টানাটানি ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছে। স্বামীর দলের মধ্যে যারা তা' পারে না তারা হয় প্রথম স্ত্রী থাকতেই আর একটা বিবাহ ক'রেছে নয় তাকে গ্রহণ ক'রছে না। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এ সম্বন্ধে একেবারে নিরুপায়। সামাজিক বিধি-বিধানের জোরে আদালতে এর কোনও প্রতিকার থাকলে আমাদের সমাজের এই সব শোচনীয় ইতিহাস আজ আর জনসাধারণের অবিদিত থাকতো না।

—এ সব তোমার কল্পনার দৌড় দাদা! নেহাৎ বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'চ্ছে। বিয়ে ক'রে আবার অসুখী হয় কে? তুমি কি ব'লতে চাও যে, হাজার হাজার বছর ধ'রে আমাদের সমাজটা এই অসুবিধার ভিতর দিয়েই তার অসাড় অস্তিত্বটাকে বজায় রেখে এসেছে?

—এই তুমি আবার একটা ভুল ব'লছো ক্ষিতীশ! হাজার হাজার বছর ধ'রে এ সমাজটা একই রকম ভাবে চ'লে আসে নি। কালের প্রয়োজন মতো বারে বারেই এর সংস্কার হ'য়েছে, পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, অদল-বদল হ'য়েছে—তবে এ টি'কে আছে। কিন্তু, আর বোধ হয় থাকে না! আমাদের সমাজের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলে দেখতে পাবে যে, বৈদিক যুগে এর যে অবস্থা ছিল, পৌরাণিক যুগে তা বদলে গিয়েছিল। আবার মনু ও স্মার্ত্ত যুগে তার পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু, তারপর আবার বহু শতাব্দী অতীতের কোলে মিলিয়ে গেছে, দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সামাজিক জীবন আর সে প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধির মধ্যে নিজেদের জাতীয় কল্যাণ খুঁজে পাচ্ছে না। বর্ত্তমান যুগ প্রতিদিন চাইছে কালোপযোগী

পরিবর্ত্তন, কিন্তু আমরা আজ এমনিই অধঃপতিত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি যে অসহায়-অনাথ বালক যেমন ক'রে তার মায়ের প্রাণহীন শব-দেহটাকে জোর ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, কিছুতেই সেটাকে দাহ করবার জন্য ছেড়ে দিতে চায় না—তেমনি ক'রেই সেকালের বিধি ব্যবস্থাগুলো যা এ কালের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হ'য়ে পড়েছে, তবু আমরা তাই আঁকড়ে ধ'রে পড়ে আছি। কিছুতেই সেগুলো ছাড়তে চাইছি নি! তাই এ যুগের ঋষিরা, যেমন—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, এঁরা তাঁদের কালধর্ম্ম ও যুগোপযোগী নব-বেদবিধি প্রণয়ন ক'রেও তা' প্রবর্ত্তন ক'রতে পারলেন না। হতভাগ্য মূঢ় জাতি মরবার জন্য যেন একেবারে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে!

—তা যদি বলো' তাহ'লে সে জন্যে দায়ী আমরা নই,—দায়ী আমাদের রাজ-শক্তি! কোনো নূতন পরিবর্ত্তনই কোনও দেশে কখনও জনসাধারণে ফস ক'রে মেনে নিতে চায় না, যদি রাষ্ট্রবল না তার পশ্চাতে চোখ-রাঙিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—এসো, হাতে হাত দাও, এ কথা তোমার জন্যে মানে ক্ষিতীশ!

ব'লতে ব'লতে দ্বিজেন ক্ষিতীশের ডান হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে খুব জোরে ঘন ঘন করমর্দ্দন ক'রতে লাগল'।

—উহুহুঃ! ছাড়ো' ছাড়ো'—লাগে! লাগে!—

ব'লতে ব'লতে ক্ষিতীশ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তাহ'লে নীলাম্বরবাবুকে কি ব'লবো? তার মেয়েটিকে দেখতে যাবে?

—জানো তো সবই, তবু কেন বার বার ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রছো? বাপ-মা'র খেয়াল মতো তাঁদের মনোনীত পাত্রীটিকে পিতামাতার অবাধ্য না হ'য়ে বিবাহ ক'রে কী অসুখীই না আমি হ'য়েছিলুম! ভগবান করুণাপরবশ হ'য়ে মাধুরীকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে টেনে নিয়ে আজ আমার অনাদর অবহেলা থেকে তাকে জন্মের মতো অব্যাহতি দিয়েছেন।

বিবাহের সাধ আমার একরকম মিটে গেছে ক্ষিতীশ। এখন ওই ছেলেটাকে কোনও রকমে মানুষ ক'রে তুলতে পারলেই সংসারের কাছে আমার সমস্ত দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত অবসর নিতে পাবো।

ক্ষিতীশ একটু ইতস্তত ক'রে মাথা চু'লকে ব'ললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো দাদা, রাগ কোরোনা। মাধুরীকে তো ভালোবাসতে পারোনি, কিন্তু, তার সন্তানের পিতা হ'তে তো তোমার বাধেনি ?—

একটু ম্লান হেসে দ্বিজেন ব'ললে—বন্ধু! দীর্ঘকালের উপবাসী ক্ষুধার্ত্ত যে সে কি খাদ্যাখাদ্যের বিচার ক'রতে পারে ? দারুণ তৃষ্ণায় মানুষ পঙ্কিল-জলও পান করে জানোনা ? তারই ফলে ঐ ছেলে! ওর জন্যে তাইত' আমার এত বেশী ভাবনা ?

—তা' সে ভাবনা তো একরকম চুকিয়েই ব'সে আছো। ছেলেটির তো শুনলুম একটি খাসা 'গভর্ণেস্' পেয়েছো! সে নাকি মায়ের মতোই আদর যত্নে তোমার মণিকে মানুষ ক'রছে ?

—সেকথা অস্বীকার ক'রলে অকৃতজ্ঞ হ'তে হবে!

—বটে! তাহ'লে কথাটা মিছে নয়! তা' দেখো ভাই, সাবধান! কৃতজ্ঞতা জিনিসটা খুব ভালো বটে, কিন্তু তাই থেকে যদি আবার সহানুভূতি জাগে, তাহ'লে প্রেমে প'ড়তে আর বেশী দিন লাগবে না! শুনিছি তোমার ছেলের অভিভাবিকাটির নাম নাকি রাণী। তিনি নাকি নিরাশ্রয়া একটি তরুণী-বিধবা !

—সেকথা ঠিকই শুনেছো, কিন্তু শোন নি বোধ হয় যে, সে একটি অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সে হয় ত' সংসার চালাতে পারে, কিন্তু, জীবন-সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা তার এতটুকু নেই ; তার উপর সে আবার সমাজ-পরিত্যক্তা !

—সে কি ! সমাজ পরিত্যক্তা মানে ?—

—মানে, কিছুদিন পূর্ব্বে মুসলমানেরা তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু, তারপর দিনই তিনি কোনও রকমে তাদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এসেই দেখ্‌লেন যে, সেই চব্বিশঘণ্টার মধ্যেই তাঁর সম্মুখে তাঁর জাতের, তাঁর সমাজের ঘরের ও বাইরের সমস্ত দ্বারই রুদ্ধ হ'য়ে গেছে! হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল অঙ্কিত রক্ত-পতাকা উড়িয়ে সনাতনীরা মেয়েটিকে সমাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—তুমি একে পেলে কোথা ?

—পরাণবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। জানো তো দেশের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ ক'রে খাটছেন। এ মেয়েটিকে তিনিই কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমি ছেলেটার জন্য একজন 'গভর্ণেস্' খুঁজছি শুনে তিনি এসে আমাকে বলেন। আমি তাঁরই অনুরোধে এঁকে আশ্রয় দিয়েছি।

—আশ্রয় দিয়েছি বোলো না, সে যখন তোমার ছেলে মানুষ ক'রছে তখন সে তো এখানে থাকবার অধিকার নিজে অর্জ্জন ক'রে নিয়েছে। এ তো তোমার দয়া বা অনুগ্রহ নয় !

—ভুলে যাচ্ছ' ক্ষিতীশ, যে তোমাদের দেশে সমাজ-বর্জ্জিতা মেয়ের বারাঙ্গনাবৃত্তি ছাড়া আর সমস্ত উপায়ই বন্ধ !

—তা, তোমার এখানে এসেই বা সে কোন্ গোঁসাই ঠাক্‌রুণ হ'য়েছে ? ছেলের ঝি বইত' নয়, তোমারও পরিচর্য্যা যে তাকে ক'রতে হয়না, এমন ত' বোধ হয় না! মাধুরীকে দেখতে পারতে না বটে, কিন্তু দু'বছর তো তাকে নিয়ে ঘর করেছ'—একটা স্ত্রী' থাকা তোমার কতকটা অভ্যাস হ'য়ে প'ড়েছে। তোমাদের স্বামী স্ত্রীতে ইদানিং দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা না থাকলেও, মাধুরী যে তোমাকে দূর থেকেই যত্ন করতো সে তো আমরা দেখে গেছি।

—হ্যাঁ, সেটা সে কর্ত্তব্য হিসেবেই ক'রতো। ব'লতো—অমনি কেন তোমার অন্ন মুখে দেবো ; সেটা গতরে পুষিয়ে দেবো!

এই সময় বেহারা থলে মাড়া কবিরাজী ঔষধ, একগ্লাশ জল এবং তারই মুখে ঢাকা ছোট্ট একখানি রেকিবিতে গুটি কতক লবঙ্গ এনে দাঁড়ালো।

দ্বিজেন আশ্চর্য্য হ'য়ে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ইয়ে কৌন্ ভেজা ?

—মায়ীজি অন্দরসে ভেজা।

দ্বিজেন একটু চমকে উঠ্‌ল'। বেহারার হাত থেকে জলের গ্লাশ ও ঔষধের থলটি নিয়ে তাকে বিদায় দিলে। ক্ষিতীশ হেসে উঠে ব'ললে—এই যে, এই ক'মাসের মধ্যেই তিনি একেবারে 'মায়িজী' হ'য়ে উঠেছেন দেখছি তাহ'লে আছো বেশ, কি বলো ?

দ্বিজেন একটু লজ্জিতভাবে হেসে ব'ললে—দূর্ হতভাগা!—ও বেটা নূতন বেহারা, জানে না, মনে ক'রেছে রানুই বুঝি বাড়ীর গিন্নী!

—হুঁ! আবার 'রাণী' থেকে 'রানু' হয়েছে দেখছি, লক্ষণ বড় ভালো ব'লে তো আমার বোধ হচ্ছে না! এ কবিরাজী ঔষধ খাওয়া হ'চ্ছে কিসের জন্য ? তুমি তো কবিরাজীতে বিশ্বাস ক'রতে না!

—হ্যাঁ, খোকার চিকিৎসা দেখে বিশ্বাস হ'য়েছে! খোকাকে যে কবিরাজ মশাই দেখেছেন, তিনি এখনও প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখতে আসেন, কালও এসেছিলেন। আমাকে ব'ললেন—বাড়ীর মধ্যে শুনে এলুম, রাত্রে আপনার ভালো ঘুম হয় না, দেখি একবার হাতটা! হাত টিপে নাড়ী দেখে কবিরাজ মশাই ব'ললেন—আমি গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিদ্রা না হ'লে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। নাড়ী বড় উত্তেজিত—বড় চঞ্চল। ঔষধটা আহারের পূর্ব্বে দু'বেলা নিয়মিত মধু দিয়ে মেড়ে লবঙ্গের সঙ্গে সেবন করবেন।

—তাহ'লে তোমার আহারেরও সময় হ'য়েছে ব'লে বোঝা যাচ্ছে। আমি তাহ'লে চল্‌লুম—নীলাম্বরবাবুকে—

বাড়ীর ভিতর থেকে এই সময় ঠাকুর এসে ব'ললে,—মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনাদের দু'জনেরই জায়গা ক'রবেন কি? দ্বিজেন কিছু বলবার আগেই ক্ষিতীশ ঠাকুরকে ব'ললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ—তাই ক'রতে বলোগে! অনেকদিন একসঙ্গে খাওয়া হয় নি, কি বলো দ্বিজু?

দ্বিজেন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে'ছিল। ব'ললে—মন্দ কি!

ক্ষিতীশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ঠাকুরটিও কি তোমার নতুন?

—না, ঠাকুরটা মাধুরীর আমলের পুরানো লোক। কিন্তু, মুস্কিল ক'রেছে যে খোকা! ও সেই প্রথম দিন থেকেই রাণুকে পেয়ে একেবারে 'মা 'মা' ব'লে ঝাঁপিয়ে তার কোলে গিয়ে উঠেছে! রাণুও তাকে দিনরাত নিজের গলার হার ক'রে রেখেছে। খোকা রাণুকে 'মা' ব'লে ডাকে ব'লে ঝি-চাকর-বামুন সইস-কোচম্যান, মায়-মালী-গয়লা-ধোপা-নাপতে সবাই একধার থেকে ওকে 'মা' ব'লতে সুরু ক'রেছে!

টুং টুং ক'রে ঘড়ীতে রাত্রি ন'টা বাজ্‌ল'।

ঠাকুর এসে ব'ল্‌ল'—আপনাদের খাবার দেওয়া হ'য়েছে!

ক্ষিতীশ উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্‌লে—চলো হে দ্বিজু, খেয়ে আসিগে, আর পরাণ চাচার এই কুড়িয়ে-পাওয়া পাড়াগেঁয়ে মেয়েটিকেও একবার দেখে আসিগে!

—সে আশা ত্যাগ ক'রেই খেতে চলো ক্ষিতীশ!

—কেন?

—রাণু কারুর সামনে আসে না।

—কেবল তুমি ছাড়া তো?

—না, আমাকেও সে আজ পর্য্যন্ত মুখ দেখায় নি। পরাণবাবুর সঙ্গে একগলা ঘোমটা দিয়ে সেই যে বাড়ীতে এসে ঢুকেছিল, তারপর আর তার চুলের টিকিটিও দেখতে পাই নি

—কিন্তু, এ বাড়ীতে তার অস্তিত্বটা প্রতিমুহূর্ত্তেই বেশ টের পাচ্ছো!—না?

—সে তো নিজের চোখেই দেখলে, অস্বীকার ক'রবো কেন?

—চ'লো, খেয়ে আসিগে, খিদে পেয়েছে। আর পারি তো এই রাণীমা'র ঘোমটার আড়ালও ঘুচিয়ে দিয়ে আসিগে—

—তা পারো তো, আমার কোনও আপত্তি নেই, কেন না, ঘোমটার আমি চিরদিন বিরোধী! কিন্তু, কোনো রকমে এতটুকুও অসম্মান যেন আমার খোকার মা'র না হয়, সেইটি ভুলো না।

—উঃ। খোকার মা'র জন্যে যে বড্ড দরদ দেখছি! তবু খোকাকে তিনি পেটে ধরেন নি! আর তুমিও এখনও তাকে চোখে দেখো নি। চোখে দেখলে না জানি কি কাণ্ড ক'রবে। হয় ত' তাঁর শ্রীচরণে দাসখতই লিখে দিয়ে ব'সবে—

—আঃ! ক্ষেন্তা, তোর ও বদস্বভাব কি এখনও গেলো না? যত সব বদরসিকতা! পঞ্চাশ বছর আগে ওসব আমাদের সমাজে চ'লতো বটে, এখন একেবারে অচল!

—আমি তো তোমাদের মতো একেবারে অতি-আধুনিক নই, আমার এ সাবেক চাল দাদা—বনেদী কাজ-কারবার।

—আচ্ছা, এখন খাবি চল্, সে ঝগড়া পরে হ'বে।

এই ব'লতে ব'লতে ক্ষিতীশকে টেনে নিয়ে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতর দিকে চ'লে গেলো।

৯

ক্ষিতীশ মহা আস্ফালন ক'রে খেতে গেলো বটে, কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে 'রাণীমা'র অবগুণ্ঠন মোচনের সাহস তার আর কিছুতেই হ'ল না। দু' একবার বাধ'-বাধ' গলায় ব'ললে—কই ? বউদি' কোথায় লুকিয়ে ব'সে রইলেন ? ও ঝি ! বউদি'কে ডেকে দাও, বলো, ক্ষিতীশবাবু তাঁকে প্রণাম ক'রবেন, একবারটি তিনি তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে আসুন—

কিন্তু ঝি এসে যখন ব'ললে—আপনার বউদি' এক বছর হ'ল স্বর্গে গেছেন, এ সংবাদটা যদি না পেয়ে থাকেন তাহ'লে শু'নে রাখুন।—ক্ষিতীশ একেবারে দ'মে গেলো ! সেই যে চুপটি ক'রে মুখ বুজে সে খেতে ব'সল' আর একটি কথাও কইতে পারলে না।

ক্ষিতীশ খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাবার পর দ্বিজেন একটা সিগারেট্ ধরিয়ে বাইরের বারন্দায় লাইটটা জ্বেলে দিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে একখানা মোটা বই খুলে প'ড়তে ব'সল'। বইখানা খোলা ছিল বটে, কিন্তু, তা'তে তা'র মন ছিল না। সে ভাবছিল রাণুর কথা ! আশ্চর্য্য এই মেয়েটির নিপুণ গৃহ-কার্য্য ! রাণুর এ বাড়ীত পদার্পণের পর থেকে তার এ গৃহিণীশূন্য গৃহের শ্রী ফিরে গেছে। ঘড়ীর কাঁটার মতো সংসারটি সুনিয়মে সুশৃঙ্খলে চলেছে। তার মাতৃহারা শিশুটি থেকে বাড়ীর চাকর দাসীটি পর্য্যন্ত সবাইকে এই আগন্তুক মেয়েটি যেন কী মন্ত্রবলে একেবারে নিজের একান্ত অনুগত ক'রে নিয়েছে। অন্তরাল থেকে একজন মানুষ যে আর একজন মানুষের প্রতি এতখানি লক্ষ্য রাখতে পারে, তার সুখ সুবিধা আরাম ও অভ্যাস সমস্তই এমন করে খুঁটিয়ে দেখে তার সেবা যত্ন ও তত্ত্বাবধান ক'রতে পারে এ তার

ধারণাই ছিল না। প্রতিদিন প্রতি কার্য্যে গৃহের সর্ব্বত্র সে এই দু'খানি অলক্ষ্য হস্তের সেবা যত্নের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'চ্ছিল। তাই আজকের ক্ষিতীশের পরিহাসটা স্মরণ ক'রে সে মনে মনে একটু পুলকিত না হ'য়ে থাকতে পারলে না! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যেন আপন মনেই ব'ললে—একেবারে নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে ভূত না হ'য়ে রাণু যদি একটু লেখা-পড়া জানা cultured মেয়ে হ'তো, তাহ'লে এ বাড়ীর যে আসনখানি অস্থায়ী ভাবে স্বতঃই তার অধিকারে এসে প'ড়েছে—সেখানে তাকে আমি হয়ত চির-জীবনের মতো স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে পারতুম!

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কচি গলায় ডাক শুনে দ্বিজেন চম্‌কে উঠ্‌ল'!

—বাবা! তুমি ওষুধ খাওনি কেন? মা তোমাকে ব'কে' দিতে এসেছে!

দ্বিজেন মুখ ফিরিয়ে দেখে খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো··· শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে এ যেন কোন র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনা এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে।

রাণুর মুখে আজ অবগুণ্ঠন নেই! আজ এই প্রথম সে এ মেয়েটির মুখখানি অনাবৃত দেখতে পেলে! ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সমস্ত আলোটা যেন সে মুখের উপর স্থির হ'য়ে প'ড়েছিল! উষার অরুণ আলোয় মকুলিত পদ্মের মতো সে মুখখানি শুভ্র সুন্দর নিষ্কলঙ্ক! ডাগর চোখের দীপ্ত কালো তারা দু'টি যেন ভ্রমরের মতো তার উপর খেলা ক'রছে!

দ্বিজেন সসম্ভ্রমে তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নত ক'রে রইলো।

রাণু ব'ললে—সত্যিই আমি আজ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলুম, খোকা মিথ্যে বলেনি। এই মাত্র মশারি ফেলে দিতে গিয়ে—ঘরে ঢুকে দেখে এলুম কবিরাজ মশা'য়ের ওষুধটা যেমন তেমনিই খলে মাড়া প'ড়ে

রয়েছে, মোটে স্পর্শ করেন নি—এর কারণ কি ? অসুখ অবহেলা করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয় !

দ্বিজেন অপ্রতিভ হ'য়ে ঈষৎ হেসে ব'ল্লে—মোটে স্পর্শ করিনি বলাটা ঠিক হ'ল না কিন্তু ; ঝুম্মন্ বেয়ারাটার হাত থেকে আমিই ওটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখেছিলাম।

—তারপর ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে ক'নে দেখবার গল্প ক'রতে ক'রতে বেমালুম খেতে ভুলে গেছেন বুঝি ?

—না, মিথ্যে কথা ব'লবো না। আমি ইচ্ছে ক'রেই খাইনি !

—কেন ? আমার মত অস্পৃশ্য একজন ওষুধটা গ্লাসে মেড়ে দিয়েছিল ব'লে না কি ?···ওষুধে কিন্তু দোষ নেই, আমি শুনেছি !

—আপনার এ অনুমানটা যে কতবড় মিথ্যে তা' আমার চেয়ে বোধ হয় আপনার একটুও কম জানা নেই !

—তবে ? না-খাওয়ার কারণটা কি শুনি ?

—ওষুধ খেয়ে কোনও ফল হবে না।

—সেটা ওষুধ না খেয়েই ঠিক ক'রে ফেলাটা একটু অবিবেচনার কাজ নয় কি ?

—তা বোধ হয় ব'লতে পারেন। কিন্তু ঘুম না-হওয়াটা যে আমার কোনো শারীরিক গ্লানি নয় এটা আমি খুব ভালো রকমই জানি !

—আমারও যে সে সন্দেহ হয়নি তা' নয়, কিন্তু মানসিক গ্লানির কোনও কারণ আপনার খুঁজে পেলুম না ব'লেই আমি শারীরিক গ্লানিকেই ওটার কারণ বলে নির্দ্দেশ ক'রেছিলুম ! আপনাকে প্রথম যেমনটি দেখে-ছিলুম, আপনার শরীর যেন দিন দিন তার চেয়েও খারাপ হ'য়ে প'ড়ছে ! খাওয়া-দাওয়া তো একেবারে নেই ব'ললেই হয়। আপনি বড়ো ভাবিয়ে তুলেছেন। একটা কিছু আশু প্রতিকার না ক'রে আর চুপ ক'রে থাকা

যায় না, তাই লজ্জা ঠেলে রেখে আজ আমাকে আপনার সামনে এসেই দাঁড়াতে হ'ল! কী আপনার মনের অসুখ জানালে হয় ত' একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রতে পারি।

—জানাবো। কিন্তু, তার আগে আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

—বলুন কি জানতে চান?

—আপনার জীবনের ইতিহাস আমি সমস্ত শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছি।

—সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বটে; কিন্তু, সে তো শুনতে মোটেই প্রীতিকর হবে না!

—তবু, বলতে যদি কোন বাধা না থাকে—

—থাকলেও সে আপনার কাছে নয়, কারণ, আপনি আশ্রয় দাতা, আপনার সে কাহিনী শোনবার যথেষ্ট অধিকার আছে!

—তা হ'লে আমি শুনতে চাই নে। অধিকারের দাবীতে নয়, অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার কৌতূহল পূর্ণ ক'রতে চান, তবেই শুনতে পারি।

—আচ্ছা! তাই হবে, একটু অপেক্ষা করুন, খোকা ঘুমিয়ে প'ড়ল', একে আগে শুইয়ে দিয়ে আসি।

রাণু চ'লে যেতেই দ্বিজেন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভাবতে বসল'—আজ কেন এ মেয়েটি হঠাৎ তার সামনে বেরিয়ে এলো? এতদিনই বা আসেনি কেন? এ কি বিচিত্র এর ব্যবহার!

একটু পরেই রাণু ফিরে এসে দাঁড়াতেই, দ্বিজেন উঠে গিয়ে ঘর থেকে আর একখানা চেয়ার এনে তার ইজিচেয়ারের সামনে পেতে দিয়ে ব'ললে, —এই খানে বসে আপনার গল্প সুরু করুন—

'গল্পই বটে!' ব'লে একটু মৃদু হেসে রাণু চেয়ার খানিতে গিয়ে ব'সল'।

দ্বিজেন ব'ললে—আপনার খাওয়া হ'য়েছে তো ?—

—আজ যে একাদশী, ও কাজটা থেকে আজ আমার ছুটী ;

—তবে আজ থাক্, আপনার কথা কাল শুনবো। সারাদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে আছেন,তার উপর আর আপনাকে বকিয়ে কষ্ট দেবো না।

—ও আমার গা' সওয়া হ'য়ে গেছে! আর কোনও কষ্টই হয় না। বরং এই দিনটিতেই আমি একটু বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি পাই! আজকের এই উপবাস সারাদিন আমাকে তাঁর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়! আঠারো বছর বয়সে যে দেব তুল্য স্বামীকে হারিয়ে আজ এই দশ বৎসর আমি জীবন্মৃত হ'য়ে আছি আজকের দিনটিতে আমি যেন তাঁকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি!

কি জানি কেন এ কথা শুনে দ্বিজেন যেন একটু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ল,' তার মুখখানি যেন হঠাৎ আগুন তাপে ঝল্‌সে যাওয়া কচি পাতার মতো একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেলো!

রাণু তার জীবন-কাহিনী ব'লতে সুরু ক'রলে।

ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ছিল সে। যখন ম্যাট্রিক প'ড়ছিল সেই সময় তার বিবাহ হয়, তখন তার বয়স চোদ্দ বৎসর পূর্ণ হয় নি। তাকে যিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁরই সঙ্গে তার বিবাহ হ'য়েছিল। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ ক'রেছিল। পিতা একজন নিঃসম্বল গায়কের হাতে তাঁর মাতৃহীনা একমাত্র আদরিণী কন্যাকে তুলে দিতে প্রথমটা অসম্মত হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু, পরে, কন্যার একান্ত ইচ্ছা আছে জেনে তারই সুখের জন্য মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি সেই দরিদ্র সঙ্গীত-শিক্ষককেই জামাতৃপদে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে দান ক'রে চ'লে গেছলেন।

কারণ, এই সর্ত্তেই তিনি আমার মনোনীত এক দরিদ্র গায়কের হস্তেই আমাকে সম্প্রদান ক'রেছিলেন, আমি তাঁর মুখের উপর দারিদ্রকে ভয় করিনা ব'লেছিলুম ব'লে! এটা আমাদের পিতাপুত্রীর একটা অভিমানের ব্যাপার। আমিও একগুঁয়ে জেদী মেয়ের মতো পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ তুচ্ছ ক'রে সেই নিঃস্বের কণ্ঠেই আমার বরমাল্য অর্পণ ক'রেছিলুম!

এই খানে দ্বিজেন প্রশ্ন ক'রলে—আপনার স্বামী কি অন্য কোনও কাজ ক'রতেন?

—না, সামান্য কিছু টাকা বাবা আমাকে দিয়ে গেছলেন, কিন্তু স্বামী আমার সেই টাকা নিয়ে কি একটা ব্যবসা ক'রতে নেমে সমস্তই লোক্‌সান্ দিয়ে ফেললেন। তখন, বাধ্য হ'য়ে কলকাতার ঘরবাড়ী সব বেচে আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশের পর্ণ-কুটীরে গিয়ে বাস ক'রতে লাগলুম। কিন্তু, তিনি বোধ হয় আমার দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রতে পারলেন না,—অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে একলা ফেলে রেখে তিনি হঠাৎ সেই অজ্ঞাত লোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তখন আমার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। গ্রাম সম্পর্কে আমার এক বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর ছিলেন, তাঁরই সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বৈধব্য-জীবনের ক'টা বৎসর—আমার এক রকম নিরুপদ্রবেই কেটে গেছলো। তারপর যখন আমার সেই দাদাশ্বশুর, যিনি আমার এক মাত্র অভিভাবক ছিলেন তাঁরও ডাক প'ড়ল, তখনও আমি নিজেকে কিন্তু, তেমন কিছু নিঃসহায় ব'লে মনে করিনি। একটা পেট—কোনও ঝিক্কাই ছিল না বটে, পড়া-বোনা খেলাই আর সেতার নিয়ে বেশ দিন কাটাচ্ছিলুম! পঞ্চাশের উর্দ্ধতন বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে কুড়ি বছরের ছেলেটা পর্য্যন্ত গাঁয়ের একাধিক পুরুষ আমার এই ক' বছরের বৈধব্য-জীবনের মধ্যে আমাকে তাদের

অগাধ ভালবাসা ও নিবিড় প্রেম জানাতে কসুর করে নি। তাদের মধ্যে যে কোনও এক জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে গেলে তারা যে আমাকে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে একেবারে রাজরাণীর মতো স্বর্গ-সুখে রাখবে—এ সব প্রলোভনও তারা দেখাতে ছাড়েনি! তাদের প্রেমের আতিশয্যে তারা বোধ হয় ভুলেই গেছল' যে, আমি ক'লকাতারই মেয়ে! আর সব চেয়ে মজা হচ্ছে কি জানেন, আমার প্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা শহরটা যে কি রকম তা' চক্ষেও কখনও দেখেন নি! অথচ আমাকে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে মহাসুখে রাখবেন বলে তাঁরা সব অকাতরে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন!

ব'লতে ব'লতে রাণী একটু হেসে উঠ্‌লো! তার গাল দু'টিতে সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট দু'টি টোল খেয়ে গিয়ে মুখখানি এমন সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌লো যে দ্বিজেন হঠাৎ ব'লে ফেললে—বাঃ কি চমৎকার!

রাণী সেটা বুঝতে পারলে না, মনে ক'রলে দ্বিজেন তারই কথায় সায় দিলে—তাই ব'ল্‌লে—

—হ্যাঁ, ভারি মজার! কিন্তু মজা ক্রমে জুজু হয়ে উঠ্‌ল', দাদাশ্বশুর মারা যাবার পরই গ্রামের জমীদার অন্নদা চাটুয্যে একদিন এক প্রেমপত্র লিখে পাঠালেন—

—সে কি! তিনি প্রাচীন হ'য়েছেন, তার উপর নিজে ব্রাহ্মণ, তার উপর সমাজের কর্ত্তা!

—সেই জন্যই ত' গ্রামের অসহায় সুন্দরী মেয়েদের উপর অত্যাচার করাটা, তাঁর পক্ষে খুব সহজ হ'য়ে উঠেছে!

—তারপর?

—চিঠির জবাব না পেয়ে দূতী পাঠালেন! দূতী যে জবাব আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলো, তারপর সেই গ্রামে বাস করা যে আমার পক্ষে

কত কঠিন হবে, এ কথা আমার মনে হ'য়েছিল, কিন্তু পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? আর স্থান কই! আছে কে?

—তাই ত'! অন্নদা চাটুয্যে এমন?—

—শুধু ওই প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার দীনজন প্রতিপালক বহু জনের অন্নদাতা অন্নদা চাটুয্যে কেন? অতি মহাশয় ও সদাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখুয্যে জেলার প্রধান উকীল, সুকৃত পুরুষ প্রসন্ন দত্ত পত্তনীদার, সেবক শ্রীরামকালী দাস জাতে কৈবর্ত্ত, ঠিকেদারের কাজ ক'রে কিছু পয়সা হয়েছে বেশী! অতুল পোদ্দার—সোনা রূপোর দোকানে হাতুড়ি পেটায়, সেও আমাকে কুৎসিত প্রস্তাব ক'রে—গহনা দেবার লোভ দেখিয়েছিল! ওই যে ব'ললুম—গাঁয়ের ছোট বড়ো সবজাতের লোকই আমাকে নষ্ট করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছিল। শেষে যখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে কি করি ভাবছি, সেই সময় খবর পেলুম বামুন পিসীরা দল বেঁধে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাচ্ছেন ৺পুরীতে রথ দেখতে। দিন কতকের জন্য রেহাই পাবো ভেবে আমি তাঁদের সঙ্গে যাবার সব ব্যবস্থা ক'রে ফেললুম। কাল ভোরে যেন বেরুনো হবে। আগের দিন রাত্রে আমি ব্যাকুল মনটাকে শান্ত করবার জন্য সেতারটা টেনে নিয়ে অন্তর বেদনার সুরগুলোকে একটু বাইরে মুক্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রছিলুম, রাত্রি যে কত হ'য়ে গেছ্‌লো, কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দরজা ভাঙার দুড়দাড়, শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি ঘরের ভিতর একেবারে চার পাঁচটা গুণ্ডা মুসলমান ঢুকে প'ড়েছে। চোখের পলক ফেলতে দিলে না তারা! চীৎকার ক'রে উঠতে না উঠতেই মুখে কাপড় বেঁধে শূন্যে তুলে নিয়ে চ'লে গেলো!

দরজা ভাঙার শব্দে এবং আমার এক আধবারের চীৎকারে আশে পাশের দু'চারজন উঠে বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মুসলমান গুণ্ডাদের লাঠির আস্ফালন দেখে পলায়ন ক'রলে। এমনি কাপুরুষ সব।

• এইখানে রাণী একটু চুপ ক'রলে, একবার চকিতে চোখ দু'টো আঁচলে মুছে নিয়ে তারপর ব'ললে,—আমায় তারা কোথায় নিয়ে গেলো জানেন ?

দ্বিজেন বিস্ময়াভিভূতের মতো উত্তর দিলে—হ্যাঁ।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কোথায় বলুন তো ?

—অন্নদা চাটুয্যে জমীদারের বাড়ী।

—এঁ্যা! বলেন কি ? তাহ'লে মুসলমানরা আপনাকে ধ'রে নিয়ে যায় নি ?

—গ্রামশুদ্ধ লোক তাই জানলে বটে, কিন্তু সেই মুসলমান্ গুণ্ডারা যে জমীদারেরই প্রতিপালিত পশুর দল তা কেউ জান্‌লে না। তাই পরের দিন শেষরাত্রে কৌশল ক'রে যখন অন্নদা জমীদারের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এলুম—গ্রামের কোথাও আমি এতটুকু দাঁড়াবার স্থান পেলুম না। এ নারী মুসলমানের উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে ভেবে সবাই আমাকে দেখে ঘৃণায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে 'দূর্ দূর্' ব'লে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়াতে লাগল'!

আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতুম, কিংবা জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতুম, কিন্তু, আমাদের গ্রামে মুসলমান কর্তৃক নারী হরণ হ'য়েছে—তার যোগে এ সংবাদ পেয়েই পরাণ বাবুর দল পরের দিনই, কলিকাতা থেকে গিয়ে হাজির হ'য়েছিলেন। তাঁরা আমাকে সে দুঃসময়ে আশ্রয় না দিলে যে আজ আমার কী হ'ত কে জানে ?

—আমি পরাণবাবুর মুখে আপনার অসমসাহসের কথা কিছু কিছু শুনেছি বটে, আপনি যে আপনার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সেই দুর্দ্দান্ত জমীদারের কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছিলেন সে বড় কম বাহাদুরী নয় !

—আঃ!—থামুন আপনি! ওই কথা শুনলে রাগে আমার সর্ব্বশরীর

জলে ওঠে! অন্নদা চাটুয্যে আমার দেহটাকে কলঙ্কিত ক'রতে পারেনি অতএব আমার 'সতীত্ব' অক্ষুণ্ণ আছে; এঁ্যা? আর যদি সে আর পাঁচজন অভাগিনীদের মতো আমারও এই শরীরটাকে কলুষিত ক'রতে পারতো তাহ'লেই আমার মতো অসতী আর হিন্দু-সমাজে খুঁজে পাওয়া যেতো না, না? স্ত্রীলোক এত সহজে অসতী হ'য়ে পড়ে না দ্বিজেনবাবু। বাইরেটাকে এত বেশী বড়ো ক'রে তুলেই আজ আমাদের জাতটাকে আপনারা এমন অন্তরে দীন ক'রে ফেলেছেন! আজ আমার কাছ থেকে একটা অপ্রিয় সত্য কথা শুনুন—বলপ্রয়োগে কোন নারীর উপর অত্যাচার ক'রলেই সে অসতী হ'য়ে যায় না! তারও সতীত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে।

—আমি নিজে সে কথা অস্বীকার করি নি বটে, কিন্তু জানেন তো আমাদের সমাজ—

—তাই তো ক'দিন ধ'রেই ভাবছি যে আমি ক্রিশ্চান হ'য়ে যাবো! আপনাকে আর এমন বিপদগ্রস্ত ক'রে রাখবো না। আপনি নিশ্চয় আমাকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছেন, তাই, কি ক'রবেন স্থির ক'রতে না পেরে রাত্রে আপনার ঘুম হ'চ্ছে না! কেমন? এই তো?—সত্যি ক'রে বলুন, আমার কাছে লুকোবেন না!

—সে কথা খুব সত্য বটে, কিন্তু সমাজের ভয়ে নয়, আমি আমার নিজের ভয়েই সশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছি!

—বুঝেছি এইবার। আমি ভেবেছিলুম আপনার দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেই নিরাপদে থাকবো, কিন্তু সেই খানেই দেখছি মস্ত ভুল করেছিলুম। না-দেখতে পাওয়াতে দেখবার আগ্রহ যেন আপনার উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিল, না?

—যথার্থই তাই! আমাদের জাতীয় জীবনে পুরুষদের কোনও অনুষ্ঠানের সঙ্গেই নারীদের প্রকাশ্য যোগ নেই বলে আমাদের কোনও

কাজই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারছে না। অসম্পূর্ণ আনন্দের এই অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে সমস্ত জাতটা উপবাসে মরতে বসেছে! পথে দৈবাৎ কোনও নারীকে দেখলে তাই কাঙালের মতো আমরা নির্লজ্জ হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি! দৃষ্টির পিপাসা একমাত্র নিয়ত দর্শনেই তৃপ্ত হয়—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তও হ'য়ে পড়ে! সেই সুযোগ না-পাওয়া পর্য্যন্ত অবরোধের বাইরে-আসা মেয়েরা আমাদের কাছে দ্রষ্টব্য রূপেই গণ্য হ'তে বাধ্য!

—হাঁ, তা' যা' ব'লেছেন, সে কথা খুবই ঠিক্, কিন্তু, কি জানেন? অবাধ মেলামেশার ফলটা সব সময় সুফলই প্রসব করে না!

—নাই বা ক'রলে? তাতে ক্ষতি কি? বাধা যে মনকে পঙ্কিল ক'রে তোলে। দিনের আলোয় শহরের রাজপথ দিয়ে সিঁদ-কাঠি হাতে চোর কি যেতে পারে? সে কেবল নিশীথ রাত্রের রুদ্ধ অন্ধকারে যত সঙ্কীর্ণ গলিপথ খুঁজে বেড়ায়! জানেন কি,—আপনাকে ভালো ক'রে একবার দেখবার জন্যে আমি চোরের মতো রাত্রের অন্ধকারে পা টিপে টিপে কতদিন খোকার বিছানার ধারে ঘুরে এসেছি!

হলের ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে রাত্রি চারটে বেজে গেলো! রাণী চ'মকে উঠে ব'ললে—'ওমা! এত রাত পর্য্যন্ত আপনাকে বকাচ্ছি, কাল সকালে উঠেই ত' আবার কাছারি যেতে হবে! চলুন, চলুন, উঠে পড়ুন, আপনাকে শুইয়ে তবে আমি একটু গড়াতে যাবো—

দ্বিজেন শান্ত ছেলেটির মতো উঠে পড়ল'! শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে রাণী মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আর আমাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্যে আর উঠবেন না ত?

দ্বিজেন অপরাধীর মত ব'ললে, আমাকে মাপ করো!

১৩

জয়পুরে 'কিং এডোওয়ার্ড মেমোরিয়াল হোটেলের' দু'তিনখানি বড়ো ঘর দখল ক'রে 'ইষ্টার্ণ সিনেমা সিণ্ডিকেটের' দল তাদের আড্ডা বসিয়েছিল।

ঠিক কোন্ জায়গাটাতে বেশ ভালো ছবি তোলা যেতে পারে তাই স্থির করতেই ওদের এক সপ্তাহের উপর কেটে গেছলো। নানাস্থান বারবার পরিদর্শন ক'রে শেষে শহরের বাইরে 'রামনিবাসবাগ' নামে যে প্রকাণ্ড রাজোদ্যান আছে, সেইটিই ছবি তোলার পক্ষে উপযুক্ত স্থান ব'লে তাদের অধিকাংশের মতে নির্দ্ধারিত হ'ল।

রামনিবাসবাগে ছবি তোলার আর একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, এই বাগানের মধ্যেই জয়পুরের সুন্দর 'যাদুঘর' ও পশুশালা ছিল। জয়পুরের এই যাদুঘরের বাড়ীটি স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে এত সুচারুরূপে গঠিত যে চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের উৎসাহী যুবকেরা তাদের ছবির মধ্যে এই বাড়ীর সৌন্দর্য্যটা ধ'রে রাখবার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পারলে না।

কাজে কাজেই তাদের ছবি তোলার মেলা ব'সলো ঐ যাদুঘরের ধারেই!

উদীয়মান সাহিত্যিক অনঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত '[illegible]' নামক নূতন উপন্যাসখানিকে চলচ্চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে ছবি তোলা হবে এটা বহু পূর্ব্বেই স্থির হ'য়েছিল, কিন্তু, তখনও পর্য্যন্ত ভূমিকা বিতরণ করা হয় নি। কারণ এই ভূমিকা বিতরণ নিয়ে দু'দিন আগে হোটেলের দলের মধ্যে মস্ত গণ্ডগোল বেধেছিল।

সিধু যদিও এই দলের নেতা হ'য়ে এসেছিল কিন্তু, ছবি তোলার

ব্যাপারে সেই কার্ণিক-খাওয়া বুক-চেত্তা বাঁকাই ছিল প্রধান। 'জন্মান্তর' অভিনয়ে নায়কের অংশে প্রকাশকে নামাতেই হবে—এই ছিল বাঁকার জিদ্; তাই সিধু তাকে সেদিন যতই বোঝাবার চেষ্টা ক'রলে যে সে হবার উপায় নেই, প্রকাশ কিছুতেই মেয়েদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় ক'রতে রাজি নয়,—বাঁকা ততই বলে—কেন? তাতে কি দোষ?

সিধু অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে প্রকাশকে এনে বাঁকার কাছে হাজির ক'রে দিয়েছিল।

প্রকাশ যে অবস্থার মধ্যে প'ড়ে এদের সঙ্গে জয়পুরে আসতে বাধ্য হ'য়েছিল তার সে অবস্থার যদিও এখনও কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি, তথাপি সে এই অল্পদিনের মধ্যেই এখানে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। এদের সঙ্গ যেন সে আর সহ্য ক'রতে পারছিল না। তাদের সেই প্রতিদিনের মদের আসর, অশ্লীল ইয়ার্কী ও অভদ্র পরিহাস এবং নিত্যই অন্তত এক চুমুক মদ খাবার জন্য প্রকাশকে সেই দলশুদ্ধ লোকের একে একে করজোড়ে মিনতি, পীড়াপীড়ি, অনুরোধ, জয়পুরে তার জীবন একেবারে দুর্ব্বহ ক'রে

প্রকাশ মনে করেছিল যে, প্রথম প্রথম দু' একদিন ব'লে শেষটা ওরা তার সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দেবে এবং সেও নিশ্চিন্ত হবে।—কিন্তু, এতদিনেও তাদের মধ্যে সে রকম কোনও লক্ষণ দেখতে না-পাওয়ায় সে শুধু বিস্মিত নয়, বিপদগ্রস্তও হ'য়ে উঠেছিল! কারণ, সঙ্গীরা নিজেরা এতদিন তাকে ব'লে ব'লে অকৃতকার্য্য হ'য়ে এইবার তাদের সঙ্গের প্রধানা অভিনেত্রী কুমুদ ও কুসুম প্রভৃতির দ্বারা তাকে সেই একই অনুরোধ করাতে আরম্ভ ক'রেছিল।

প্রকাশ একদিন সিধুকে গিয়ে ব'ললে,—দেখো, তোমরা যদি আমার উপর এই রকম অত্যাচার ক'রতে সুরু করো, তাহলে কিন্তু আমাকে

জয়পুর ছেড়ে পালাতে হবে। জানো তো আমি আজ পর্য্যন্ত কখনো ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশিনি। ট্রেণে আসবার সময় যদি জানতে পারতুম যে, তোমাদের সঙ্গে অভিনেত্রীরাও আছেন, তাহ'লে আমি কখনই জয়পুরে আসতুম না।

সিধু ব'ললে,—কেন? ওদের অপরাধ কি যে তুমি ওদের সঙ্গে মিশবে না? আমরা যেমন অনেকখানি পেটের দায়ে এবং কতকটা সখ মেটাবার জন্য এখানে অভিনয় ক'রতে এসেছি, ওরাও তো ভাই ঠিক তাই ক'রতেই এসেছে। আমাদের সঙ্গে মিশতে যদি তোমার না কোনও বাধা থাকে তাহ'লে ওদের বেলাও সেটা থাকা উচিত নয়।

প্রকাশ ব'ললে,—কিন্তু, ওরা যে বেশ্যা!

সিধু তার উদ্গত হাসিটা চেপে জোর ক'রে একটু বেশ রকম গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে,—কে ব'ললে? এই খানেই তো তুমি দেখছি ওদের সম্বন্ধে মস্ত একটা ভুল ধারণা ক'রে ব'সে আছো! ওরা ওদের শিক্ষা ও গুণপনার দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন ক'রতে এসেছে, ওরা তো আর ওদের দেহ-বিক্রয় ক'রে অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে আসে নি? অভিনেত্রীদের বেশ্যা ব'ললে তাদের শুধু অপমান করা নয়, তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।

প্রকাশ খানিকটা ইতস্তত ক'রে ব'ললে—ওরা তবে মদ খায় কেন?

সিধু ব'ললে,—মদ তো আমরাও খাই হে!

—তোমরা বওয়াটে ছেলে তাই মদ খাও।

—ওরাও বওয়াটে মেয়ে তাই মদ খায়।

—বাঃ! তাব'লে মদ খাবে? ওরা কখনই ভদ্র মহিলা নয়!

—কেন? কি অভদ্রতা ক'রেছে ওরা তোমার সঙ্গে?

—আমাকে মদ খেতে অনুরোধ ক'রেছে কেন?

—সে তো আমরাও ক'রে থাকি!

—তোমরা আমার বন্ধু, সেই সাহসে করো, কিন্তু ওরা কিসের জোরে—

বাধা দিয়ে সিধু ব'ললে, ঠিক ঐ কারণেই। আমরা তোমার বন্ধু, আবার ওরা আমাদের বন্ধু, সুতরাং ওদেরও তোমাকে বলবার অধিকার আছে বৈকি?

প্রকাশ খানিকক্ষণ নিরুত্তর থেকে ব'ললে,—কিন্তু, আমি এ সব পছন্দ করি নে!

সিধু এবার একটু মুচকে হাসতে হাসতে ব'ললে,—কিন্তু, পছন্দ যে ক'রতেই হবে দাদা!—তুমি হবে আমাদের ফিল্মের হিরো! আর ওদেরই মধ্যে একজন সাজবে হিরোইন্! নাটকের অভিনয়ে এক সময় তোমাকেই ঐ হিরোইন একজনকে হরণ ক'রতে হবে যে! তখন?

এ কথা শুনে প্রকাশের মুখ একেবারে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেলো! সে প্রায় কাঁদ'-কাঁদ' হ'য়ে ব'ললে,—না ভাই, সে আমি পারবো না! জানোই তো জীবনে কখনো আমি থিয়েটার করি নি, ওসব আমার আসে না। তবু তোমরা জোর ক'রে আমাকে সাজাতে চাইলে, সব দেখিয়ে-শুনিয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে ব'ললে, তাই আমি রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু তখন তো বলো নি যে মেয়েদের সঙ্গে আমায় অভিনয় ক'রতে হবে!'

—কেন, মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় ক'রলে কি তোমার জাত যাবে?

—তা আমি জানি নি। দেখো, তর্ক ক'রে তোমাদের আমি হয় তো বোঝাতে পারবো না। কিন্তু, ঠিক মদ খেতে আমার যেমন ঘৃণা বোধ হয়, এই সব মেয়েদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় ক'রতেও আমার ঠিক তেমনিই বিশ্রী লাগে। তবু যদি তোমরা বেশী পীড়াপীড়ি করো তা'হলে কিন্তু আমি কলকাতায় পালিয়ে যাবো তা' ব'লে রাখলুম।

সিধু তখন প্রকাশকে অভয় দিয়ে ব'ললে,—আচ্ছা, যাতে তোমায় না কিছু সাজতে হয়, আর মদ খাবার জন্যে যাতে তোমায় কেউ আর বিরক্ত না করে আমি সে ব্যবস্থাও ক'রবো। কনক চাটুয্যে নিজেই তার বইয়ের হিরো সাজতে চেয়েছিল, তাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি যেন হেমদাসকেও সঙ্গে নিয়ে চ'লে আসে। সাজ-সরঞ্জাম, সীন, সেটিং—এ সবের জন্য একজন ভালো আর্টিষ্টও আমাদের নিতান্ত দরকার।

এই ঘটনার দু' একদিন পরেই ভূমিকা বিতরণ নিয়ে গোলমালটা বেধেছিল। সিধু কিছুতেই বাকাকে বোঝাতে না পেরে যখন প্রকাশকে এনে তার কাছে হাজির ক'রলে, বাকা ব'ললে,—প্রকাশদা' ওসব ছেলে-মানুষী আপত্তি তোমার টেঁকবে না ভাই, মদ আর মেয়েমানুষ হ'চ্ছে পৃথিবীতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। এই দু'টো জিনিস মানুষকে স্বর্গ ক'রে তুলতে পারে। এ যদি তুমি উপভোগ না করো তা'হ'লে তোমার জীবনটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে কিছুতেই হ'তে দেবো না! লাইফ্! লাইফ্! বুঝলে? মানুষ হ'য়ে জন্মেছো যখন তখন মানুষের মতনই জীবনটাকে সার্থক ক'রে নাও। আরে! তোমরা সব ভালোছেলে হ'য়ে পড়েই তো এ জাতটাকে আজ মারতে ব'সেছো। পৃথিবীর তিন ভাগ লোক বিধাতার এই শ্রেষ্ঠদান কেমন মাথা পেতে নিয়েছে—তাই তারা স্বাধীন, তারা নির্ভীক, তারা দীর্ঘজীবী। ভয় ও সমস্ত সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে একটাকে দখল ক'রে আর অন্যটাকে উদার ক'রে ভক্তি ক'রতে শেখো ভাই। জীবনটা ভোগ ক'রে নাও। তোমাকেই আমাদের 'হিরোর' পার্টটা নিতে হবে।

প্রকাশ জোড়হাত ক'রে ব'ললে,—আমাকে মাপ করো ভাই, আমি ও পারবো না। কনক এসে তোমাদের হিরো সাজবে। সিধু তাকে

টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে। সে হেমদাসকে নিয়ে আজ কালের মধ্যেই এসে প'ড়বে।

প্রকাশের কথাটা বাঁকা যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারলে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিধুর মুখের দিকে চাইতেই সিধু হাসতে হাসতে ব'ললে,—তোমার হিরোর জোগাড় না ক'রে কি আর আমি প্রকাশকে রেহাই দিতে চেয়েছি মনে করো? তিন দিন আগে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি! খুব সম্ভব কালই কঙ্কা আর হেনা এসে হাজির হবে!

বাঁকা উৎসাহে একেবার লাফিয়ে উঠে সিধুর দু'হাত ধ'রে সজোরে করমর্দ্দন ক'রে ব'লে উঠলো,—বেঁচে থাক্ দাদা, যাদের সিদ্ধেশ্বর নেই তাদের কেউ নেই!

প্রকাশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

১১

স্বামীর সঙ্গে জয়পুরে এসে প্রথম দু'চার দিন বিভা বেশ একরকম ছিল। নূতন দেশে নূতন জায়গায় এসে নূতন বাড়ী ও নূতন অবস্থার মধ্যে প'ড়ে তার দিনগুলো যেন এক স্বপ্নের আবছায়ার ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এই নূতনের মোহ বেশীদিন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারল না। হঠাৎ তার সেই ছেড়ে-আসা ছোট বাড়ীখানি, স্নেহময় পিতা, আদরের ছোট বোন নিভা, সকলের জন্য মনটা কাতর হ'য়ে উঠল। অবিবাহিত জীবনের অসংখ্য স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গগতা জননীর কথা বার বার মনে প'ড়ে তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল, আর মনে প'ড়তে লাগল, আর একজনের কথা—মা' তার জীবিত থাকলে হয় ত, আজ সে অন্য একজনের পত্নী হ'তে পারতো না!

প্রকাশ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে পিতার পত্রে এ সংবাদ পেয়ে পর্য্যন্ত সে আর কিছুতেই মনকে দমিয়ে স্থির' হ'তে পারছিল না! সেই মনের আবেগ নিয়েই সে এককথায় জয়পুরে চ'লে এসেছে! তার কেবলই মনে হচ্ছিল, তার প্রকাশদা' আজ গৃহত্যাগী হয়েছে। বৃদ্ধ পিতামাতা—একমাত্র স্নেহের বোন—অগাধ বিষয় সম্পত্তি—এ সমস্তই হেলায় পরিত্যাগ ক'রে এই যে সে আজ বিবাগী হ'য়ে গেছে—এ কার জন্য? প্রকাশ যে তাকে কতখানি ভালবাসে তার এত বড় পরিচয় পেয়ে বিভার বুকখানা যতবারই আনন্দে ও হর্ষে স্ফীত হ'য়ে উঠতে চাইছিল, ততবারই কিন্তু একটা অপরাধের অপরিসীম লজ্জায় ও অনুতাপে তা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছিল। সে কেবলই ভাবছিল—এ তারই দোষ। এই যে তার প্রকাশদা' আজ কাউকে কিছু না ব'লে একেবারে দেশ ছেড়ে চ'লে গেছে এ শুধু তারই উপর অভিমান ক'রে।

'মনে প'ড়তে লাগ্‌ল' তার সেই ফটো তোলার দিনের কথা! সেই যেদিন প্রকাশদা'কে সে বোধ হয় শেষবারের মতো চা ও হালুয়া তৈরি ক'রে খাইয়ে এসেছে। একটি একটি ক'রে সেদিনের প্রত্যেক কথাই সে স্মরণ ক'রে আলোচনা ক'রছিল। প্রকাশ সে দিন বলেছিল সে বিদ্রোহী হবে। মানুষের মিথ্যা বংশ-মর্য্যাদা ও কৃত্রিম আভিজাত্য গর্ব্ব যাতে আর নির্দ্দোষ নর-নারীর বুকের উপর দিয়ে তাদের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার রথচক্র অবাধে চালিয়ে যেতে না পারে সে তাই দেখাবে! ডেকেছিল সে তাকেও সাহায্য ক'রতে—কিন্তু—ছিছি; সে পোড়ারমুখী মিথ্যা মর্য্যাদা ও তুচ্ছ মান রক্ষা করবার জিদ্‌ নিয়েই তো সেদিন প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে!···

একটা কথা মনে ক'রে বিভা হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো!—আত্ম-হত্যা করে নি তো? নইলে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলো কোথায়? আমার কাছ থেকে এতখানি নিষ্ঠুরতা প্রকাশদা' নিশ্চয়ই আশা করে নি। তার প্রাণে এতবড় নিদারুণ আঘাত দিয়েছি যে, সে বেচারি সহ্য ক'রতে না পেরে আজ দেশত্যাগী হয়েছে। আহা! তার দোষেই আজ এমন সর্ব্বনাশটা হ'ল! হ্যাঁ, এ তারই তো দোষ! নইলে প্রকাশদা' তো তার বাবার অমতেও তাকে বিবাহ ক'রতে চেয়েছিল। আমার জন্য যে সব ছাড়তে চেয়েছিল, তুচ্ছ একটা পারিবারিক মান অপমানের ঘটনা নিয়ে তার সে অগাধ ভালোবাসাকে আমি পায়ে ঠেলেছি। আমার জীবনের সব দুঃখ, সব দৈন্য, সকল অভাব ও গ্লানি, যে মানুষটি তার গভীর অতুল প্রেমের নিবিড়তায় ঢেকে দিতে পারতো সেই দেবতার আমি অপমান করেছি!···বিভার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল। · কেন সে প্রকাশকে 'না' ব'লবার আগে একবার তার বাবাকে গিয়ে প্রকাশের বিদ্রোহী হবার

প্রস্তাবটা জানালে না? আপশোসে, অনুতাপে, অনুশোচনায় তার হৃদয় যেন বিকল হ'য়ে পড়্‌ল'! তার মনে হ'তে লাগ্‌ল'—কবে কোন্‌ পাড়ার কোন্‌ মেয়ে পিতৃগৃহের সঙ্গে শ্বশুরকুলের বিবাদ হ'তে অসঙ্কোচে পিতামাতাকে পরিত্যাগ ক'রে তার স্বামীরই অনুবর্ত্তিনী হয়ে'ছল! তারও কি সেই রকম করাই উচিত ছিল না? সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্যই তো তাই! হ্যাঁ, পত্নী বই কি!—প্রকাশদা'ই তো তার প্রকৃত স্বামী! ছেলেবেলায় মা তো প্রকাশের সঙ্গে তার সত্যিই বিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিয়ে মন্ত্র-তন্ত্রহীন—কিন্তু মায়ের কল্যাণ কামনা ও শুভাশিস তো তার মধ্যে ছিল। সেই যে এক দিন বিকেল বেলা এক ছড়া ফুলের মালা নিয়ে তিনি হাসতে হাসতে আমার গলা থেকে খুলে প্রকাশদা'র গলায় পরিয়ে দিয়ে উলুধ্বনি ক'রে বলেছিলেন—মা' তোদের মালা বদল ক'রে বিয়ে হ'য়ে গেলো—প্রকাশ আজ থেকে আমার সত্যিকারের জামাই হ'ল!...তারপর মা যতদিন জীবিত ছিলেন প্রকাশদা'কে বরাবর জামাই ব'লে ডেকেই আদর যত্ন ক'রে গেছেন!

আজ আমার কাণ্ড দেখে তিনি উপর থেকে না জানি আমায় কি ধিক্কারই দিচ্ছেন! জগতের আর কেউ এ-কথা জানুক বা না জানুক্ তিনি তো জানছেন মেয়ে তাঁর বিচারিণী!...

এই সব মানসিক অপরাধ ও কল্পিত অন্যায়ের তীব্র অনুভূতি বিভার অন্তরটিকে যখন একেবারে কাতর ক'রে তুলেছে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা শেষ ক'রে বিমল যেন সেদিন একটু হাসতে হাসতেই বাড়ী ফিরে এলো।

তার মুখেচোখে বেশ একটা প্রসন্নতার ভাব দেখা যাচ্ছিল। বিভা গান বাজনা ভালোবাসে ব'লে সে আজ একটা ভালো 'আমেরিকান অর্গ্যান' কিনেছে, সন্ধ্যার মধ্যেই সেটা বাড়ীতে এসে পড়বে, এই খবরটা

দিয়ে বিভাকে খুশী করবার লোভে সে একখানা ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে আজ শীগ্‌গির এসে পৌছেচে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে সে যখন নববিবাহিতা পত্নীর সেই বিষণ্ণ ম্লান মুখ, সেই অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ এবং সেই সজল চোখের-কোণ ভ'রে একটা সকাতর বিহ্বল দৃষ্টি দেখ্‌লে, নির্ম্মলের মনের মধ্যে কি যেন একটা করুণ কাহিনীর ঈষৎ অস্পষ্ট আভাস জেগে উঠ্‌ল! সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের সে প্রসন্ন ভাব অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। বিভার প্রতি গভীর সহানুভূতিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল'!

আমেরিক্যান অর্গান কেনার কথাটা আর নির্ম্মলের বলা হ'লো না। অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

কি হয়েছে বিভা? প্রকাশদা'র সম্বন্ধে কি কোন দুঃসংবাদ—

বিভা যেন চম্‌কে উঠ্‌ল'! সে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—কি—কি শুনেছেন আপনি তাঁর সম্বন্ধে?

নির্ম্মল ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে থেকে ব'ললে,—আমি ত কিছু শুনি নি বিভা? আজকে হঠাৎ তোমার এই কাতরতা দে'খে আমার সন্দেহ হচ্ছিল বুঝি বা—

—ওঃ! না, আর নূতন কিছু দুঃসংবাদ শুনি নি এখনও!···

ব'লতে ব'লতে বিভা যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়্‌ল'। মুহূর্ত্তকাল কি ভেবে সে একেবারে নির্ম্মলের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে ব'ললে,—আমাকে মাপ করুন। আমি কিছুতেই কোনও মতেই আপনার এখানে থাকতে পারবো না!

বিভার মুখে সহসা আজ এই কথা শুনে নির্ম্মলের মনে বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রইল না! বিভা যে কেন আজ তাকে এ কথা ব'ললে তার কোনও সঙ্গত হেতু খুঁজে না পেলেও এটুকু সে বুঝতে পারলে

যে, এই মেয়েটির মন আজ যে কোনো কারণেই হোক্ একান্ত সংক্ষুব্ধ হ'য়েছে; কিন্তু আক্ষেপ হলো তার এই কথাটা ভেবে যে, এতখানি সহৃদয় ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে এই মেয়েটির কাছে কোনও প্রতিদানই পেলে না! একটু ভারি গলায় সে ব'ললে,—বেশ ত', তা সে জন্য এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? আমি তো সে অধিকার আজও পর্য্যন্ত দাবী ক'রি নি বিভা! তোমার এ মাপ চাওয়া কি নিতান্ত বাহুল্য হ'য়ে প'ড়ছে না?—

বিভাকে আস্তে আস্তে ধ'রে তুলে পাশের একখানি সোফার উপর বসিয়ে দিয়ে নির্মল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে ব'সে ব'ললে, —তুমি শান্ত হও। আমার কথা বিশ্বাস করো—আমার কাছে তোমার কোনও আশঙ্কা নেই! তোমার অন্তরের আসনখানি আমি কোনও দিনই জোর ক'রে আমার জন্য বিছিয়ে নিতে চাইবো না! স্বীকার করি বটে আমি ভালোবাসার ভিখারী, কিন্তু দস্যুবৃত্তি ক'রে তা ছিনিয়ে নেবার লোভ আমার একটুও নেই! তোমাকে বিবাহ করেছি ব'লেই সেই চেলী-টোপর আর গাঁট-ছড়ার দোহাই দিয়ে আমি তোমার কাছে থেকে কিছু পেতে চাই নে বিভা! কেননা, আমার কাছে সে পাওয়ার কোনও মূল্য নেই! মন্ত্র ও ধর্মের জোরে, আত্মীয়ের শিক্ষা ও সংস্কারবশে, পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের ভয়ে—স্বামীকে দেবতা ব'লে মেনে নিয়ে আমার কাছে তুমি যদি আত্মসমর্পণ ক'রতে তাহ'লে আমি শুধু লাঞ্ছিত নয়, দুঃখিতও হতুম!... আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল যে, আমি তোমাকে ভালোবেসে আমার আপনার ক'রে নিতে পারবো। আজ তোমার এই মর্মান্তিক কথা শুনেও সে বিশ্বাস আমি হারাই নি বিভা! তুমি যদি মনে করো আমাদের মধ্যে সত্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব—বেশ ত! তাতে ক্ষতি কি?—আমরা তো পরস্পরের বন্ধু

হিসাবেও একত্র বসবাস ক'রতে পারি! তাতে বোধ হয় তোমার কোনও আপত্তি থাক্‌তে পারে না।...

বিভার চোখে মুখে যেন একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল'।

নির্ম্মল সেটা লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন মনে তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে,—কেমন? তা' হ'লে এই ঠিক রইলো—কি বলো বন্ধু?

বিভা সেই প্রসারিত হাত দু'টির উপর তার হাত দু'খানি তুলে দিতে আর দ্বিধাবোধ ক'রতে পারলে না! এই মানুষটির অন্তরের ঐশ্বর্য্য ও মহত্বের কাছে তার মাথাটি শ্রদ্ধায় আপনিই নত হ'য়ে প'ড়্‌ল'!

১২

জয়পুরের আড্ডায় এসে প্রকাশকে দেখে কনক ও হেমদাসের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না! প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তারা যখন জানতে পারলে যে, সে কেমন ক'রে এখানে এসে প'ড়েছে, কনক নিঃসাড়ে এক সময় বেরিয়ে গিয়ে চুপি চুপি প্রকাশের বাপকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে চ'লে এলো।

শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুদ্বয়ের শুভাগমনকে স্মরণীয় ক'রে তোলবার জন্য পরের দিন সন্ধ্যা থেকেই 'কিং এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হোটেলের' সব চেয়ে বড়ো ঘরখানিতে একটি মস্ত আসর বসেছিল। হাসি, গল্প, আমোদ প্রমোদ এবং সুরা ও সঙ্গীতের স্রোতে হোটেলের সে ঘর যেন সেদিন মর্ত্যালোকে ইন্দ্রসভা হ'য়ে উঠেছিল।

আজকের আসরে অভিনেত্রীরাও উপস্থিত ছিল। তাদের উপর ভার প'ড়েছিল গান পরিবেশণের। কুসুম, কুন্দ, বিনি, সকলে মিলে তখন একসঙ্গে কোরাস্ গাইছিল—

"এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
যারে ভালোবেসেছি!—"

কনক ও হেমদাস জয়পুরে আসাতে প্রকাশের সবচেয়ে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়েছিল। কারণ, এতদিন সে যেন এদের মধ্যে থেকেও নিতান্ত একলাটি ছিল, এইবার তার দলের আর দু'জন এসেছে ব'লে তার অনেকখানি ভরসা বেড়েছিল। কিন্তু, সেদিন রাত্রে সে যা' দেখ্‌লে তাতে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। তারা এসে যে এদের সঙ্গে এমন ভাবে দলে

ভিড়ে যাবে এটা সে মোটেই আশা করে নি। হেম আর কনকও যে মদ খায়—প্রকাশ সে খবর জানতো না, তাই, পাত্রের পর পাত্র মদ্য তারাও বেশ নির্ব্বিকারভাবে পান ক'রে যাচ্ছে দেখে সে খুবই আশ্চর্য্য বোধ ক'র্ছিল। কিন্তু, তারপর যখন সে দেখলে যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এরা একেবারে সম্পূর্ণ উদার—তখন বিস্ময়ের চেয়ে লজ্জাতেই সে অধিকতর অভিভূত হ'য়ে প'ড়্ল'!

কোরাস্ গানের গোল থামিয়ে আসরে তখন একলা কুমুদিনী গাইছিল—

"কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে,
হৃদ মোর উঠ্ল' কাঁপি চরণের সেই রণনে!
কোয়েলা ডাক্ল' আবার
যমুনায় লাগ্ল জোয়ার
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দু'নয়নে!"

কনক চাটুয্যে কুমুদের কটি বেষ্টন ক'রে তার কণ্ঠের সঙ্গে নিজের সুরা-জড়িত কণ্ঠ মিলিয়ে ধ'রলে—

"আজি মোর শূন্য ডালা
কেমনে গাঁথব মালা
কেমনে নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে!"

হেমদাস তখন একপাত্র সুরা নিয়ে কুসুমকে এক এক চুমুক খাওয়াচ্ছিল এবং নিজেও তাই থেকে এক এক চুমুক পান ব'রতে ক'রতে একটুখানি নাচবার জন্য কুসুমের পায়ে হাত দিয়ে তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রছিল!

কুসুমের তখন বেশ একটু গোলাপী নেশা হয়েছে। স্ফুর্ত্তি ক'রে সে হেমদাসের মুখে একটা চুমো খেয়ে দুই মৃণাল বাহুর লীলায়িত ভঙ্গীর সঙ্গে গানের শেষ কলিটা গাইতে গাইতে উঠে প'ড়্ল'—

"—হয় তুমি থামাও বাঁশী
নয় আমারে লও হে আসি ;
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারি নে।"

সোমের মুখে সে যখন তাল-ফেরতা দিয়ে নাচের তেহাই মেরে ঘুরে দাঁড়ালো, ঘরের ভিতর সমবেত কণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি উঠ্‌ল',—"হায়! হায়! মরে যাই! কেয়াবাৎ! জিতা রহো বাঈজী! বহুৎ আচ্ছা!"

কুসুম বাঈজীদের ঢংএই ঈষৎ নত মস্তকে সকলকে অভিবাদন ক'রে আবার নাচ সুরু ক'রলে এবং হেমদাসকেও তার সঙ্গে নাচবার জন্যে টেনে তুলে নিলে।

হেমদাস উঠে প'ড়েই কনক চাটুয্যেকে ব'ললে,—কঙ্কা, একখানা ইংরিজি গৎ বাজাতো ভাই, আমি মিস্ কুসুমিকার সঙ্গে খানিকটা ওরিয়েণ্টাল ষ্টাইলে ওয়াল্‌ট্‌জ্ নেচে নিই!

কনক তখন নেশায় ভরপুর। সে অমনি টলিত চরণে উঠে প'ড়ে ব'ললে,—খবরদার! এবার আমি আর মিস লোটাস নাচবো!—পল্‌কা! পল্‌কা!... ওরিয়েণ্টাল ওয়াল্‌ট্‌জ্ কি? খোৎ!...এসো তো কুমুদ! সিধু, ধর্ তো ভাই হারমোনিয়মটা!—গোড়ায় একটু 'কেক-ওয়াক' দেখিয়ে দিই।

সিধু তখন সবে সোডাটি মিশিয়ে একটি গেলাস 'নিনি'র মুখের কাছে ধ'রে মৃদু কণ্ঠে ব'লছিল,—"একটু প্রসাদ ক'রে দাও না প্রাণ!" এমন সময় কনক তাকে পিছু ডাকাতে সে চটে উঠে ব'ললে,—নাচ্‌বি তো

নাচনা বাবা! অতো চেঁচামেচি ক'রছিস কেন! আমার এখন হাত-জোড়া; বাজাতে পারবো না।

'বিনি' ওরফে বিনোদিনী ব'ললে,—কুচপরোয়া নেই কনকবাবু, আমি বাজাচ্ছি, আপনি নাচুন। কিন্তু কুমি কি—থুড়ি! আপনার মিস্ লোটাস্ কি পল্‌কা নাচ জানে? ওকে টানাটানি ক'রছেন কেন?

'হাঃ হাঃ' 'হোঃ হোঃ' ক'রে একগাল হেসে কনক ব'ল্‌লে—আরে ছাই, আমিও কি জানি না কি? তোমাদের সব তিনের পা—চারের পা সাধা আছে, বাড্‌লা নাচতে গেলেই বিদ্যে ধ'রে ফেলবে। কিন্তু, ইংরিজী নাচ ব'লে তালে তালে যদি হাত-পা ছুঁড়ে যেতে পারি—ব্যাস্! আনাড়ী ব'লে ধরে আর কোন্ মিঞা?—কি বলিস্ হেমা? তুই বেটারছেলে যেমন ওয়াল্ট্‌জে ওস্তাদ—আমিও তেমনি পল্‌কায় কম্‌তি যাবো না? কি বলিস্? এঁ্যা?—

হেমদাস আপত্তি ক'রে ব'ললে,—আমি তা' ব'লে তোর মতো একেবারে আনাড় নই! মাসখানেক ম্যানুয়েল ব'লে সেই ইটালীয়ান ছোঁড়াটার কাছে কিছু কিছু তবুও শিখে ছিলুম।

এ কথার জবাবে হেমদাস ইংরাজি নাচের যে কি শিখেছে সেইটে কনক একটা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী ক'রে এমন অশ্লীল উত্তর দিলে যে, সে ঘরে আর উপস্থিত থাকতে প্রকাশের ঘৃণা বোধ হ'তে লাগ্‌লো! সে নিঃশব্দে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। যেতে যেতে শুনতে পেলে, ঘর শুদ্ধ লোক সেই কুপরিহাসটাকে খুব বেশী ক'রেই উপভোগ ক'রে তখনও পর্য্যন্ত হাসছে এবং কেউ কেউ সেই অশ্লীল কথাগুলো আবার পরস্পরের কাছে পুনরাবৃত্তি ক'রছে।

হেমদাস একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে,—কি বাবা, আমাকে বুঝি মাতাল

মনে ক'রে যা' মুখে আসছে ব'লছো! কোন্ ব্যকুফ্ বলে আমি মাতাল? আমি আল্‌বৎ নাচতে পারি।

সিধু হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো,—তোরা সব তর্ক ক'রবি, না, আমোদ ক'রবি? সব বেটা মাতাল হ'য়ে পড়েছে দেখছি! বোস্ বেটারা চুপ ক'রে! আর নেচে ঢলাঢলি ক'রতে হবে না! বিনি! ডিয়ার! তোমার সেই প্রাণ-মাতানো গজলখানা ধরো তো ভাই, বেটারা সব 'মদনভস্ম' হ'য়ে যাক্!

"বেশ বেশ! উত্তম প্রস্তাব!—

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,

বিশ্বময় দিয়াছো তারে ছড়ায়ে।

পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণমন উলসি

হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে!"

রাজি আছি বাবা ভস্ম হ'তে!

ব'লতে বলতে কনক চাটুয্যে কুমুদের গলা জড়িয়ে ধ'রে আসরে ব'সে প'ড়ল'।

হেমদাস তখনও ওয়ান্টিড্ নাচটা নেচে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রছিল, হঠাৎ কনকের মুখে রবীন্দ্র-নাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে কবির উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার জানিয়ে ব'ললে,—হাঁ বাবা!—কবি বটে! বিশ্বকবি! কবি-সম্রাট! এ সব শুনে মনে ক'রতুম ভক্তরা যেন একটু বাড়াবাড়ি ক'রছে, কিন্তু বাবা! যেদিন পড়লুম যে কবি লিখেছেন—

"অসীম ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান—"

ব্যাস্, ভক্তি হ'য়ে গেলো! সেদিন থেকে আমিও একেবারে গোলাম! মহাকবির শ্রীচণের পাদুকা হয়ে আছি!

বিনি ততক্ষণে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গজ্‌ল স্থুরু ক'রে দিয়েছে—

"বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌ নে আজি দোল্‌
আজো হায় ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল্‌!

—"হায়। হায়! হায়! হায়! কেয়া তোফা!" ঘরশুদ্ধ লোকের প্রাণে যেন একটা নাচের ঢেউ এসে লাগ্‌ল! কেউ ব'সে ব'সেই তালে তালে দুলতে লাগ্‌ল'! কেউ পা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল! কেউ তালি দিতে লাগ্‌ল, কেউ তুড়ি দিতে লাগ্‌ল, কেউ বা শিস্‌!

হেমদাসের আর বসা হ'লো না। মদের গেলাস হাতে ক'রেই গজলের তালে তালে কুসুমের হাত ধ'রে টেনে তুলে নৃত্য স্থুরু ক'রে দিলে!

কুসুম ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো নাচিয়ে! কুসুমের সুঠাম নৃত্য-ভঙ্গীতে উত্তেজিত হ'য়ে খুশী ও নেশায় প্রমত্ত যুবকের দল তখন সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগ্‌ল'—

"আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশি দিন রে!
কবে সে ফুল্‌ কুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে—"

সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে গানের সেই গণ্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে কিন্নরকণ্ঠী কুমুদের মিহি গলা শোনা যেতে লাগ্‌ল—

"ফাগুনের মুকুল জাগা দু'কুল ভাঙা আসবে ফুলেল্‌ বান্‌
কবি, তুই গন্ধে ভুলে ডুব্‌লি জলে কূল পেলি নি আর রে!"

গান যখন খুব জমে উঠেছে সেই সময় কার্ণিক-খাওয়া বুক-চেত্তা বাঁকা ব'ললে,—ডিনার রেডি! উঠে পড়ো সব, আর না! অনেক রাত হ'য়েছে, কাল সকালে উঠে Shootingএ যেতে হবে মনে থাকে যেন!

জনকতক লোক তৎক্ষণাৎ উঠে প'ড়্ল, কারণ, তাদের খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল, কিন্তু, সিধু, কনক, হেম, প্রভৃতি উঠ্তে চাইলে না। মিনতি ক'রে ব'ললে,—আর একটু দেরী করো দাদা! এই যে বোতলটা খুলেছি এটা শেষ ক'রেই উঠবো! মাল আর বেশী নেই, দু' চার গেলাস হবে!

বাঁকা ব'ললে,—কাল সকালে উঠ্তে পারবি তো? যে রকম মাতাল হ'য়ে পড়েছিস সব, শেষটা ছবি তোলা না কাল বন্ধ হয়!

হেমদাস ব'লল—আরে কাল সকালের ভাবনা আজ রাতে কেন? সে কাল ভাবা যাবে।—তুই বেটা আমাদের চেয়েও মাতাল হ'য়ে পড়েছিস্ দেখ্ছি!

সিধু ব'ললে,—তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাও গে দাদা! কাল সকালে আমরা তোমার অনেক আগেই উঠ্বো, কিন্তু, বোভাই দাদার, খোঁয়াড়ী ভাঙার ব্যবস্থাটা ক'রে রেখো, নইলে কোনও কাজই ক'রতে পারবো না। আর, পারো তো নীচে থেকে খানকতক গরম কাটলেট ভেজে পাঠিয়ে দাওগে!

বাঁকা ব'ললে—আচ্ছা, এক ব্যাচ আমি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর না হয় তোরা ব'সবি, কিন্তু একটু শীগ্‌গির শেষ ক'রে নে! মাংসটা জুড়িয়ে যাবে!

বাঁকা চ'লে গেলে সিধু ব'ললে,—ও না থাকলে যে আমাদের কি দুর্দশা হ'তো সে আমিই জানি। বাজার করা, হিসেব রাখা, বামুন ঠিক করা, চাকর যোগাড় করা, জিনিস পত্র সামলানো, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আবার ছবি তোলার হাঙ্গামা—সমস্তই ও একলা ক'রছে! ছোঁড়াটা অসাধারণ খাটতে পারে!

কনক চাটুয্যে এ কথা শুনে একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেললে!

সিধু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—কি হ'ল দাদা? কান্না কেন?

কনক চাটুয্যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ব'ললে,—আমার রেণুকে মনে প'ড়ছে! রেণুর মতো স্ত্রী আর হয় না! সেও আমার সংসারেরর সব কাজ করে! একলা, মাইরা বলছি! সেই রেণুকে আমি বাড়ীতে ফেলে চ'লে এলুম! আসবার সময় সে কতো ব'লেছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য! আমি পাষণ্ড! নিষ্ঠুরের মতো তাকে সেখানে রেখে চ'লে এলুম।···ও হোঃ হোঃ হোঃ! রেণু আমার!···

কনক ক'কিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল'! সিধু বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে,—আঃ থামঃ,—কি মাতলামো ক'রছো? স্ত্রীকে রেখে তুমিই কেবল একলা এসেছো বুঝি? আমরা স্ত্রীকে ফেলে আসিনি?

রোরুদ্যমান কনক ব'ললে,—তোমরা আমার রেণুকে দেখনি, তাই অমন কথা ব'লছো! সে রকম মেয়ে পৃথিবীতে আর দু'টি আমি দেখলুম না!—রং তো নয়, যেন ঈহুদি কি লেড়্‌কী! তার সেই টানা-টানা ডাগর চোখ দু'টি মেলে যখন সে আমার মুখের দিকে চায়, মনে হয়—তখন কি মনে হয় জানিস্? মনে হয়—যেন—"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—"

বাধা দিয়ে হেমদাস একটি পরিপূর্ণ মদের গ্লাশ তার মুখের কাছে ধ'রে ব'ললে—নে নে শালা আর এক পাত্র টেনে নিয়ে তোর বক্তৃতা বন্ধ কর্! তোর 'ওয়াইফো ম্যানিয়া' হবার উপক্রম দেখ্‌ছি!

সিধু ব'ললে,—উপক্রম কি রকম? এ তো দেখছি রীতিমত set-in ক'রেছে! চিকিৎসা করানো দরকার!···কই, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো! বাঁ-পায়ের ক'ড়ে আঙুলে ক'রে আমাকেও এক গ্লাশ হুকুম করো না হেম-দা।

—তা দিচ্ছি ভাই, কিন্তু এবার 'র' খেতে হবে। সোডা ফুরিয়ে গেছে।

—আরে রেখে দাও তোমার সোডা! সিদ্ধেশ্বর ঘোষ এখনও এতটা invalid হ'য়ে পড়ে নি যে, without soda এক পাত্র মাল টানতে পারবে না, তুমি দাও বন্ধু, সোডা নেই ভালই হ'য়েছে! পান্সে লাগবে না! ও খাঁটি জিনিসে আবার ভেজাল কেন?

কনক তখন ঝিমুতে ঝিমুতে গান ধ'রেছে—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে
শ্মশান ক'রেছি হৃদি,
ওমা, শ্মশান বাসিনী শ্যামা
তুই নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি!"

সিধু তার গান শুনে ব'লে উঠলো,—বাহবা! বহুৎ আচ্ছা ভাই! বিরহ-তাপে আর নিদান-কালে এই সুরই ভালো। এই বার দাদা, একটু প্রাণ ভ'রে মায়ের নাম করো, শোনা যাক! ও খেমটা ওয়ালী বেটীদের গান আর বরদাস্ত ক'রতে পারছি নে।

ভেলরাম মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল,'—Shut up you fool! তারা এখানে নেই, শুতে গেছে ব'লে সেই advantage নিয়ে তাদের absence-এ তুমি যা' তা' ব'লবে মনে করেছো। সেটি হ'চ্ছে না সোণার চাঁদ! তারা অবলা সরলা গোপের বালা! তাদের defend করবার জন্য অন্তত একজন gallant knight এখানে উপস্থিত আছে স্মরণ থাকে যেন।

সিধুও আস্তিন গুটিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল,'—What? What do you think of me! you silly drunken dog! Come on—

সিধু versus হেম-এ একটা মুষ্টিযুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল, কনক টলতে টলতে তাদের মাঝখানে এসে পড়ে ব'ললে—দাঁড়াও বাবা, আমি হচ্ছি তোমাদের umpire ! যতক্ষণ না One-Two-Three ব'লবো কেউ এক-পা নড়তে পারবে না !—six yards off please !

যুদ্ধাভিলাষী দুই বন্ধু টলিত চরণে তৎক্ষণাৎ পায়ে পায়ে জমী মাপতে মাপতে পিছু হেঁটে যখন six yards সরে যাবার চেষ্টা ক'রছে ঠিক সেই সময় বাঁকা এসে ব'ললে,—চল্‌রে, আর না, এই বেলা খেয়ে নিবি আয়, হোটেলের আলো নিবিয়ে দেবার সময় হয়েছে !—

সে একরকম প্রায় জোর ক'রেই তাদের হাত ধ'রে টেনে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গেলো !

রামনিবাসবাগের যাদুঘরের পাশে পরের দিন সকাল থেকেই খুব ভিড় জমে গেছলো !

ধীরাদের যেখানে ছবি তোলা হ'চ্ছিল যাদুঘরের যাত্রীরা সবাই সেখানে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে ক্যামেরার সামনে সেই "জন্মান্তরের" অভিনয় দেখছিল। সেদিন কি একটা ছুটির বার। ইস্কুল কাছারী সব বন্ধ ছিল ব'লে যাদুঘরের যাত্রীদের ভিড় একটু বেশী হ'য়েছিল।

ধীরা বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে,—এ যে regular nuisance হ'য়ে উঠল' ! রোজ যদি এতগুলি ক'রে দর্শক অনির্দ্দিষ্ট উপস্থিত থাকেন তাহ'লে কিন্তু ছবি তোলা এখানে impossible হ'য়ে উঠবে।

কনক চট্টো ব'ললে site change করা ছাড়া আর উপায় নেই ! এ একটা public place, ভিড় তো এখানে হবেই, তোমাদের যেমন বুদ্ধি !

হেমদাস ব'ললে,—তোমরা এক কাজ ক'রতে পারো, ভিড়টাকে utilise ক'রে নিতে পারো ! যদি তোমাদের ফিল্মে কোথাও crowd scene থাকে তাহ'লে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, shot ক'রে নাও।

ধীরা ব'ললে,—Crowd scene আছে third part-এ যেন কি !

হেমদাস ব'ললে,—তা হোকই না, ওই crowd scene-টা তুলে নিয়ে রাখ, পরে ফিল্ম develop করবার সময় adjust ক'রে নিলেই হবে। শুধু একটু joining-এর অপেক্ষা বই ত' নয় !

ধীরা ব'ললে,—সে situation-টাতে এ crowd খাপ খাবে না ! তোলা useless !

সিধু ফিল্মে বৃদ্ধ মহারাণার ভূমিকা নিয়েছিল। মাথায় বাবরীচুল

এবং মুখে পাকা গালপাট্টা ও চাপ-দাড়ি প'রে সে অভিনয় করছিল। হঠাৎ ক্যামেরার সামনে থেকে সে ছুটে পালিয়ে এলো।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেলো যে, ভিড়ের মধ্যে সে নাকি তার বাবার বিশেষ বন্ধু ভবনাথ বাবুকে স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

বাঁকা ব'ললে,—তাঁরা এখানে এলেন কোত্থেকে? দেখতে ভুল করিস্ নি তো?

সিধু ব'ললে,—না, ঠিক তাঁরাই? তাঁরা জয়পুরে বেড়াতে আসবেন শুনে এসেছিলুম।

বাঁকা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে জন্য কোন ভয় নেই, ভবনাথ বাবুরা সিধুকে চিনতে পারবেন না! সিধু যা make-up ক'রেছে, তাতে দলের লোকেরাই তাকে চিনতে পারছে না!

সিধু তবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না, ব'ললে,—না না, তোমরা বুঝছো না! যদি হঠাৎ চিনে ফেলেন তাহ'লেই সর্ব্বনাশ! অমনি বাবাকে গিয়ে ব'লে দেবেন! আর বাবাকে জানো তো! তিনি এ সব মোটেই পছন্দ করেন না! বায়স্কোপ তো দূরের কথা—জীবনে আজ পর্য্যন্ত কখনো তিনি থিয়েটার দেখতে যান নি।

কনক ব'ললে,—সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

সিধু ব'ললে, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য সেটা ঠিক ব'লতে পারিনি, কিন্তু, তিনি শুনলে আর রক্ষে রাখবেন না। হয় ত' আর আমার মুখদর্শনই করবেন না।

বাঁকা ব'ললে,—ও মুখ তিনি যত না দেখেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল!···নে, যা এইবার ক্যামেরার সামনে,—ঐ তাঁরা চ'লে যাচ্ছেন। আর ভয় নেই!

সিধু পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলে, ভবনাথ বাবু সত্যই স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে চ'লে গেলেন! তখন একটু সতর্ক হ'য়ে সে আবার অভিনয় ক'রতে নামলো।

বাঁকা নিজে সেজেছিল একজন শালুম্বা সর্দ্দার, আর কনক সেজেছিল একজন শক্তাবৎ যুবক।

এই দুঃসাহসী শক্তাবৎ যুবক মহারাণার মহল থেকে তাঁর একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা যোধবাঈকে হরণ ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল। গড়খাই পার হ'য়ে দুর্গপ্রাকার প্রায় যখন অতিক্রম ক'রেছে তখন বৃদ্ধ শালুম্বা সর্দ্দার বীরসিংহ তাকে দেখতে পেয়ে বাধা দেন। দু'জনে ভীম অসিযুদ্ধ হয়। বৃদ্ধের অমিতপরাক্রমের কাছে বীরত্বাভিমানী শক্তাবৎ যুবক ইন্দ্রসিংহ পরাস্ত ও বন্দী হ'য়ে মহারাণার কাছে তাঁর কন্যা সহ আনীত হয়।

আজ এই দৃশ্যই অভিনীত হচ্ছেন। রাজকুমারী যোধবাঈ সেজে-ছিলেন শ্রীমতী কুসুমিকা। সবাই ব'লছিল কুসুমকে যা মানিয়েছে—চমৎকার! শুধু ওকে দেখবার জন্যই এ ফিল্মে অন্ততঃ তিরিশ week পিকচার প্যালেসে লোক ধ'রবে না।

ছবি তুলতে তুলতে বেলা প্রায় প'ড়ে এলো। প্রকাশকে এরা ছবি তুলতে আসবার সময় হোটেল থেকে ধ'রে এনেছিল বটে, কিন্তু, সে পালিয়ে গিয়ে যাদুঘরের ভিতর ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছবি তোলার ভিড়ের মধ্যে ছিল না।

পাখীর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রকাশ সাপের ঘরে ঢুকেই দেখলে, একটি যেন বাঙালী বাবু আর একটি বাঙালী মেয়ে সেদিন জয়পুরের যাদুঘর দেখতে এসেছেন। তাঁরা পিছন ফিরে নিবিষ্ট মনে কি একটা পাহাড়ী সাপ দেখছিলেন। পিছন থেকেই মেয়েটীকে দেখে প্রকাশের যেন বড্ড চেনাচেনা ব'লে মনে হ'চ্ছিল। তাই সে একটু বিশেষ কৌতূহলী হ'য়ে

কাছে এগিয়ে মেয়েটির মুখ দেখবার চেষ্টায় যেই ঘুরে দাঁড়ালো, প্রকাশের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।.. এ কি! এ যে অবিকল বিভার মতো? সেই কি?—বিভা!

বিভা তার কণ্ঠ-স্বরে চম্‌কে মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলে সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রকাশ-দা'—

এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আনন্দের আতিশয্যে বিভা প্রথমটা এমনই অভিভূত হ'য়ে পড়'ল যে, তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না!

বিভার সঙ্গে ছিল নির্ম্মল। সে প্রকাশকে দেখেই চিনতে পারলে, এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিই বিবাহের রাত্রে তাকে খুব খাতির যত্ন ক'রেছিল এবং পরের দিন তাদের ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিল। এই তো বিভার প্রকাশ-দা'!

নির্ম্মল এগিয়ে এসে হৃদ্যতার সঙ্গে প্রকাশের করমর্দ্দন ক'রে ব'ললে,—এই যে প্রকাশবাবু! আপনিও জয়পুরে এসেছেন দেখছি! ভালই হয়েছে, আমার স্ত্রী ত' আপনার জন্য একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসেছেন। দেশে থাকতেই কলকাতা থেকে চিঠি এসেছিল, তাতে উনি খবর পেয়েছিলেন যে, আপনি নাকি নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন। বাস্, সেই দিন থেকে ওঁরও মনের অ[illegible] আমি কোনও উদ্দেশ পাচ্ছিনি। আপনাকে খুঁজে বার ক'রে দেবো এই লোভ দেখাতে তবে উনি আমার সঙ্গে জয়পুরে এসেছেন। কাল ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিলেন। আজ আমাদের কলেজ বন্ধ ছিল, তাই জোর করে ওঁকে এই যাদুঘরে টেনে এনেছি, যদি মনটা একটু সুস্থ হয়। আপনি শোনেন নি বোধ হয় যে, বিয়ের পরই ওঁর পয়েতে এখানকার কলেজে আমি একজন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হ'য়ে এসেছি।

নির্ম্মলের কথা শুনে বিভা একেবারে লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিল।

সে মুখটি নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটি কথাও কইলে না। তার সমস্ত রাগ-অভিমান গিয়ে প'ড়ল' প্রকাশের উপর! কেন সে বিভার সন্ধানে জয়পুরে এসেছে? ছি ছি, এই বুঝি প্রকাশ-দা'র মনের জোর?

নির্ম্মল প্রকাশের হাত ধ'রে ব'ললে—আসুন—চলুন, আমাদের বাড়ীতে। আজ সেই খানেই আহারাদি ক'রতে হবে। আমার নিমন্ত্রণ নিন্।

প্রকাশ কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল প্রায় এক রকম জোর ক'রেই তাকে টেনে এনে গাড়ীতে তুললে।

বাড়ীতে পৌঁছে প্রকাশকে সম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে নির্ম্মল বিভাকে ডেকে ব'ললে,—তোমার উপর অতিথির ভার রইলো। আমি একবার ঝাঁ ক'রে বাজারটা ঘুরে আসি। দেখি যদি এই বেলা গিয়ে অতিথি-সেবার যোগ্য কিছু সংগ্রহ ক'রে আনতে পারি।

নির্ম্মল বাড়ীর বাইরে পা দিতে-না-দিতেই বিভা ব্যাকুল হ'য়ে প্রকাশকে ব'ললে,—তোমাকে আমি হাত জোড় ক'রে, মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, তুমি দয়া ক'রে এখনি এ বাড়ী ছেড়ে যেখানে হয় চ'লে যাও! এখানে আর এক দণ্ডও তোমার থাকা হবে না প্রকাশ-দা,'—আমার অনুরোধ রাখো। পারো তো আজই রাত্রে একেবারে জয়পুর ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যেয়ো, লক্ষীটি!

বিভার রকম দেখে প্রকাশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। অনেকক্ষণ কিছু ঠিক ক'রতে না পেরে সে শুধু ধীরে ধীরে ব'ললে,—কিন্তু, তোমার স্বামী—তিনি এমন আগ্রহের সঙ্গে আমাকে আহ্বান ক'রে নিয়ে এলেন, আর—

অধৈর্য্য হ'য়ে বিভা ব'ললে,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি' প্রকাশ-দা,'

তুমি এখানে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তার চেয়ে বেশী অপমান আমায় করো না। তুমি যাও—যাও, এখনি চলে যাও—

প্রকাশ থতমত খেয়ে উঠে প'ড়ল'। ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললে—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, কিন্তু, তোমার স্বামীকে—

বাধা দিয়ে বিভা ব'ললে,—সে তাঁকে যা' বলবার আমি ব'লবো, কিন্তু, আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, আমি এখানে থাকতে তুমি আর কখনো জয়পুরে আসবে না—

বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো প্রকাশ ব'ললে—না, আর আসবো না!

—আজই জয়পুর ছেড়ে চলে যাবে? যাবে? বলো?

—যাবো।

প্রকাশ দরজায় পা' বাড়াতেই বিভা ছুটে এসে প্রকাশের পায়ের উপর মাথাটা লুটয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে প্রণাম ক'রে উঠে ব'ললে,—বাড়ী যাও, মা বড়ো কান্নাকাটি ক'রছেন, তোমার বাবা খুবই কাতর হ'য়ে পড়েছেন। উমারও দুশ্চিন্তার শেষ নেই; ও দিকে নিভা আর আমার বুড়ো বাপকে দেখবারও তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই, আমি যে তোমারই ভরসায় তাদের রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে এসেছি! আর, তুমি কি না এই রকম ছেলেমানুষী ক'রে বেড়াচ্ছো!

—আমাকে মাপ করো!

অপরাধীর মতো নত মুখে প্রকাশ চ'লে গেলো। তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তপ্ত বায়ু বিভার বুকটা যেন দগ্ধ ক'রে দিয়ে গেলো! সে ঘরের মেঝের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো!

বিভার ব্যবহারে বিস্মিত ও ব্যথিত হ'য়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রকাশ ধীরপদে হোটেলে ফিরে আসতেই দ্বারবানের কাছে শুনলে, একজন বুড়া বাবু অনেকক্ষণ থেকে তার জন্য উপরে অপেক্ষা ক'রছেন!

প্রকাশ জিজ্ঞাসা ক'রলে,—কে তিনি? আমার সঙ্গে কি দরকার?

দ্বারবান ব'ললে,—তা' সে জানে না, বাবুটি কলকাত্তাসে-আস্‌ছেন!

প্রকাশ চম্‌কে উঠল্‌'! বাবা এসেছেন না কি? একছুটে সে উপরের ঘরে গিয়ে দেখে যা' ভেবেছে ঠিক্‌ তাই! কর্ত্তা নিজে এসে হাজির!

প্রকাশ গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রতেই কর্ত্তা উঠে তার দুই হাত ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ললেন,—আমার অপরাধ হ'য়েছে খোকা! বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্‌! আর কখনো তোর প্রতি এমন অন্যায় আচরণ করবো না, চল্‌ বাবা বাড়ী চল্‌। লক্ষ্মী ধন আমার!

ইষ্টার্ণ সিনেমা সিণ্ডিকেটের দল তখনও রামনিবাসবাগ থেকে ফেরে নি। প্রকাশ চট্‌ পট্‌ তার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'ল।

কেশবের আড্ডায় এ রবিবার বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেলো। সবাই মিলে ক্ষিতীশ ও অক্ষয়কে প্রচণ্ড ভৎর্সনা ক'রছিল। যে কারণে এই উত্তেজনার উদ্ভব হয়েছিল সেটা যদিও এ-দেশে অন্তত কিছুকাল পূর্ব্বেও মোটেই একটা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত না, কিন্তু এখনকার লোকেরা তাকে একটা গর্হিত কাজ ব'লেই গণ্য ক'রতে শিখেছে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে,—প্রিয়নাথ ব'লে যে ছেলেটিকে বন্ধুরা সব আদর করে 'প্রিয়ধন' ব'লে ডাকতো, সে একটি মেয়েকে ইংরিজি পড়াতো। মেয়েটির বাপ নেই, শুধু বিধবা মা আর একটি মাত্র বড় ভাই আছেন। ভাইটি আবার একটু ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পক্ষপাতি। স্বর্গগত পিতার বেশ দু'পয়সার সংস্থান ছিল, তার উপর নিজেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। বাল্য-বিবাহের তিনি অত্যন্ত বিরোধী, তাই ভগ্নীটির বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও তিনি তার বিবাহ দেন নি। সযত্নে তাকে উচ্চ শিক্ষিতা ক'রে তুলছিলেন। মেয়েটি মিশনারী ইস্কুলে পড়তো। বাড়ীতেও তার পড়াশুনা দেখবার জন্য একজন মাষ্টারের প্রয়োজন হওয়ায় বন্ধুবর প্রিয়নাথের উপর মেয়েটিকে পড়াবার ভার পড়ে। শিক্ষকের নয়নে তখন যৌবনের মোহাঞ্জন মাখানো, ছাত্রীও সে-দিন এক স্বপ্ন-রাজ্যের ললিতা তরুণী। সুতরাং এস্থলে সর্ব্বত্র যা হ'য়ে থাকে এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। গুরু-শিষ্যার মধ্যে পঠন-পাঠনের ব্যপদেশে প্রেমের দেবতার পুষ্প-আসনখানিও ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছ্‌লো।

প্রিয়নাথ পত্নীবন্ত জেনেই মেয়েটির দাদা নিশ্চিন্ত মনে তার উপর ভগ্নীর শিক্ষার ভার দিয়েছিল, কিন্তু রূপে গুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠা হয়েও

প্রিয়নাথের পত্নী স্বামীকে তাঁর ছাত্রীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। শেষে অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, প্রিয়নাথের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গেই ভগ্নীর বিবাহ দিতে অগ্রজকে বাধ্য হতে হ'ল।

সম্প্রতি অক্ষয়ের বাড়ী থেকেই এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয়েছে। অক্ষয় নাকি হয়েছিল বর-কর্ত্তা এবং ক্ষিতীশ গেছ্‌লো 'নিত-বর' হ'য়ে! শুধু দ্বিজেন ছাড়া দলের আর কেউ এ খবর জানতো না। তাই কেশব যখন তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে বলছিল—ক্ষিতীশের কথা ছেড়ে দাও, ওটা একেবারে নেহাৎ রেওভাট! ওর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, তাই এই বিয়েতে ও বরযাত্রী হয়ে যেতে পেরেছিল, কিন্তু, তুমি কি ব'লে, বিয়েটা সমর্থন করলে অক্ষয়-দা'? তোমার মাথার চুল পেকে গেছে। তোমাকে আমরা দলের মধ্যে প্রবীণ ব'লে জানি, আর তুমিই হ'লে কিনা এই অন্যায় কাজটার কর্ম্মকর্ত্তা!

অক্ষয় এ-কথার উত্তরে কিছু বলবার পূর্ব্বেই ক্ষিতীশ নিজের দোষ স্খালনের জন্যে তাড়াতাড়ি ব'ললে,—আমার অপরাধ নেই ভাই, আমি এ ব্যাপার কিছুই জানতুম না। অক্ষয়-দা' আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিল যে, সেদিন সন্ধ্যের পর যেন অতি অবশ্য-অবশ্য আমি তার বাড়ীতে যাই। কেন, কি বৃত্তান্ত, আমাকে কিছুই বলে নি। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড!

কেশব ব'ললে,—দ্বিজেনকেও তো যেতে বলেছিল, কিন্তু ও তো যায় নি।

দ্বিজেন ব'ললে,—ওর যাওয়ায় এবং আমার না-যাওয়ায় একটু প্রভেদ আছে কেশব। আমি অক্ষয়দা'কে জেরা ক'রে ব্যাপারটা কি, পূর্ব্বাহ্নে জানতে পেরেছিলুম, তাই আর যেতে মন সরে নি। ক্ষিতীশ বেচারা না-জেনে গেছ্‌লো।

কেশব ব'ল্লে,—বেশ, গেছ্‌লো না-হয় না-জেনেই, কিন্তু, জেনে—চ'লে এলো না কেন? সে বিবাহে যোগ দিলে ও কি ব'লে?

ক্ষিতীশ অপরাধীর মতো ব'ললে,—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে, আমি স্বীকার ক'রছি, কিন্তু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সে বিবাহে যোগ দিয়েছিলুম under protest!

ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠ্‌ল'। যে ব্যাপারটা ক্রমশ খুব গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল, এই ফাঁকে সেটা একটু হাল্‌কা হ'য়ে গেলো। অক্ষয় এই সুযোগে প্রশ্ন ক'রলে—আচ্ছা, তোমরা যে এতো ক্ষেপে উঠ্‌ছো তার কারণটা কি? আমার তো মনে হয় এই বিবাহে সহায়তা ক'রে আমি জীবনে একটা খুব বড়ো সৎকাজ করেছি!

দলের মধ্যে একজন ব'লে উঠ্‌লো—হ্যাঁ, খুবই সৎকাজ ক'রেছো! একজন নিরীহ নির্দ্দোষ স্ত্রীলোকের মর্ম্মে শেল-বিদ্ধ করার চেয়ে পুণ্যকাজ কি কিছু আছে?

অক্ষয় ব'ললে—অবশ্য প্রিয়ধনের স্ত্রী এতে একটু দুঃখিতা হ'তে পারেন সে কথা মানি, কিন্তু তোমরা কেবল সেই দিকটাই দেখ্‌ছো, এর যে আর একটা দিক আছে সে কথাটা একবার কেউ ভেবে দেখ্‌ছ' না। এ মেয়েটিকে প্রিয়ধন যে প্রাণের অধিক ভালোবেসেছে। আর মেয়েটিও প্রিয়ধনকে তার প্রিয়তমের পদে অভিষিক্ত ক'রে নিয়েছে, পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ করার সুযোগ কি এ হতভাগ্য দেশে সহজে ঘটে? বিশেষ আমাদের এই হিন্দু-সমাজে? দু'টি মনের মানুষের এই তো সার্থক পরিণয়! প্রিয়ধন পূর্ব্বে যে বিবাহ ক'রেছিল সে তো প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি। অল্পবয়সে অভিভাবকের অনুরোধে সে একটা বিবাহ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও সে পত্নীকে তো প্রিয়ধন ভালোবাসতে পারে নি। সুতরাং সে স্ত্রী বর্ত্তমানে

প্রিয়ধন যদি অন্য একটি মনোমত পত্নী গ্রহণ ক'রে থাকে তাতে অন্যায়টা কি ?

দ্বিজেন ব'ললে,—সেটা তোমার এই প্রেমের উত্তাপে টাকগ্রস্ত মাথায় হয় ত' প্রবেশ ক'রতে পারে যদি কোনওদিন দেখো যে, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসতে না পেরে অন্য একজনকে তাঁর মনোমত পতি ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন !

অক্ষয় ধীর প্রশান্ত হাস্যের সঙ্গে ব'ললে,—সে স্বাধীনতা তোমাদের বৌদি'কে আমি অনেকদিন থেকেই দিয়ে রেখেছি। আমাকে তোমরা অতটা সঙ্কীর্ণ মনে কোরো না দ্বিজ !

ক্ষিতীশ ব'ললে,—তা' তুমি দেবে না কেন বলো, তুমি নিজে এখনও মনের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ' যে ! এই বুড়ো বয়সেও কত যে মেয়ের প্রেমে প'ড়লে তার সংখ্যা হয় না।—

"আর কত যে প্রেমের কবিতা লিখলে তারও সংখ্যা হয় না। সেদিন দেখি আমার স্ত্রীর নামেও একটা প্রেমের কবিতা লিখে মাসিকপত্রে ছাপিয়েছে।"—ব'লেই বিজয় কেশবকে ডেকে ব'ললে—নাঃ ! সত্যি ব'লছি ভাই, এ বুড়োর পাগলামী যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর একে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ক্ষিতীশ ব'ললে—কথাটা যদি পাড়লে দাদা, তা'হলে বলি শোনো—সেদিন ওঁর বাড়ীতে গিয়ে তো দেখলুম উনি প্রিয়ধনের পুনর্বিবাহের বরকর্ত্তা হয়েছেন, কিন্তু, বৌদি'র মুখখানি সায়াহ্নের কমলিনীর মতো ম্লান !

জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তিনি এত বিষণ্ণ কেন ? বউদি'র দুইচোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল'। তিনি ব'ল্লেন,—ঠাকুরপো, প্রিয় বাবুর পরিত্যক্তা স্ত্রী সুষমাকে তোমরা দেখো নি, কিন্তু, আমি দেখেছি। সে পাড়াগেঁয়ে

মেয়ে বটে, আমাদের মতো হাল-ফ্যাশানের নয়, কিন্তু সে নারীরত্ন, এই বাঁদর তার কদর বুঝলে না, বাইরের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আবার একটা বিয়ে ক'রতে যাচ্ছে। কিন্তু, সেই পোড়াকপালীর জন্যে আজ আমার সমস্ত মনটা একান্ত কাতর হ'য়ে রয়েছে! তার কথা ভেবে আজ আর আমি চোখের জল কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিনি!—আমি ব'ললুম,—তবে কেন আপনার বাড়ী থেকে এ বিয়ে হ'তে দিচ্ছেন বৌদি'? অক্ষয়দা'কে ব'লে-ক'য়ে এটা বন্ধ ক'রে দিলেন না কেন?—এ কথার উত্তরে বৌদি' কি ব'ললেন জানো? ছল-ছল চোখদু'টি আমার দিকে তুলে ধ'রে ব'ললেন,—হায় রে অদৃষ্ট! কাকে ব'লে-ক'য়ে নিষেধ ক'রবো ভাই! শীগ্‌গিরই যে তোমাদের আবার একবার বরযাত্রী হবার জন্য এ বাড়ীতে আসতে হবে!—আমি ব'ললুম—আপনার হেঁয়ালী বুঝতে পারলুম না বৌদি'! একটু স্পষ্ট ক'রে খুলে বলুন!—বৌদি' ব'ললেন,—কেন, তোমরা কি কিছু শোনো নি? আমারও যে কপাল পুড়েছে সে খবরটা বুঝি এখনও পাও নি। উনিও যে এই আসছে বোশেখ মাসে আর একটা বিয়ে করবেন স্থির করেছেন!

আমি তো শুনে অবাক! বললুম—সে কি বৌদি'? আপনি যা ব'লছেন তা' কি সত্য? অক্ষয়দা'র মতো প্রৌঢ় পাত্রের গলায় মালা দিতে প্রস্তুত হয়েছে সে কোন্ অভাগিনী?—বৌদি' গম্ভীর ভাবে ব'ললেন—আমাদের নীচেকার ভাড়াটেদের মেয়ে অমিয়া! তোমাদের বন্ধু তাকে রবিবাবুর কাব্য পড়ান। তার নামে প্রেমের কবিতা লেখেন! আমি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—বলেন কি বউদি'? সে যে আমাদের অক্ষয়দার মেয়ের বয়সী—আর দেখতে তো একেবারে রক্ষেকালীর বাচ্চা! বউদি' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললেন—তাতে কি হয়েছে?—আমার কপাল-দোষে কম বয়সের কালো মেয়েদেরই যে উনি বেশী পছন্দ করেন!

বউদি'র দুর্ভাগ্যের প্রতি যে সহানুভূতিটুকু ধীরে ধীরে জমে উঠ্‌ছিল সকলের মনের কোণটি ভ'রে, এ কথায় তা' যেন হঠাৎ কর্পূরের মতো উপে গিয়ে, ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির সাড়া প'ড়ে গেলো! বিজয় যেন হাঁফ্ ছেড়ে ব'ল্‌লে—যাক্—বাঁচা গেলো! তা'হলে আমারটিকে ওঁর বেশী পছন্দ হয় নি! মণিকার বয়সটা নেহাৎ কম নয়, এবং রংটাও ঠিক্ কালো বলা চলে না! কথাটা শুনে আমার অনেকটা ভরসা হ'লো! একটা স্ত্রী নিয়ে ঘর করি ভাই, তারও উপর এসে পড়েছিল ওই প্রেম-অবতার কুর্ম্মকবির নজর! কাব্য-স্রোতের প্রবল টানে তাকে এ কেরাণীবাট থেকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছ্‌লো আর কি! মণিকা ইদানিং কথায় কথায় ব'লতে আরম্ভ করেছিল যে,—তোমরা যাই বলো কিন্তু, আমার অক্ষয় কবি আমাকে সত্যিই ভালোবাসে!

অক্ষয় গম্ভীর ভাবে ব'ললে,—শ্রীমতী মণিকা সত্য কথাই বলেছেন। প্রেম যে অন্তর্যামী। তাই তিনি আমার মর্ম্মের অন্তর্গূঢ় কথাটি ঠিকই জেনেছেন! আর, সে প্রাণের রক্ত-লেখা একমাত্র জগদীশ্বর জানেন, আমি নিজে কিছু ব'লতে চাই নি।

কেশব রেগে উঠে ব'ললে,—তুমি থামো; প্রেমের এমন ক'রে আর অমর্য্যাদা কোরো না। যে লোক আজ একজনকে, কাল আর একজনকে ভালোবেসে বেড়াচ্ছে, তার মুখে আর 'প্রেম' কথাটা মানায় না!

অক্ষয় এবার একটু উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললে,—তুমি পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের কারবারী—প্রেম-তত্ত্বের তুমি কি জানো?—ওরে মূর্খ, কবি বলেছেন "আর বসন্তে সেটাই সত্য!" যাকে যাকে—যখনই ভালোবেসেছি, তখন তাকে সত্যই ভালোবেসেছি—তার মধ্যে এতটুকুও ফাঁকি ছিল না।

দ্বিজেন এবার ধমক্ দিয়ে ব'ললে,—তুই চুপ্ কর্ ব'ল্‌ছি—আর হাড় জ্বালাস্‌নি; ভালোবাসাটা অতো সস্তার খেলো-জিনিস নয় যে যখন তখন

যাকে তাকে বিলোনো চলে। সত্যিকারের ভালোবাসা মানুষের জীবনে সে একবারই বাসতে পারে, আর সে একজনকেই, তোর মতন অমন পাঁচবার পাঁচজনকে নয়।

—ভুল, ভুল! দ্বিজ, তোমার ও ধারণাটা মস্ত ভুল! মানুষ তার নব নব পরিচিতদের—বার-বারই ভালোবাসতে পারে, কিন্তু, তা' সার্থক হয় জীবনে হয় ত' একবার!

—তার মানে?

—মানে, সে যখন তার ভালোবাসার প্রতিদান পায়, তখনই তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে।

—সে সম্ভাবনাও তো তার বার বারই ঘটতে পারে অক্ষয়! যতবার যতজনকে সে ভালোবাসবে ততবার তাদের প্রত্যেকের কাছেই তো সে প্রতিদান পেতে পারে!

—এইখানে তুমি আবার ভুল ক'রলে দ্বিজ! ভালোবাসার প্রতিদান যে মুহূর্তে পাওয়া যায় সেই মুহূর্তেই আর একজনকে ভালোবাসবার প্রয়োজন নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তাই ব'লছিলুম, যতদিন না সে সৌভাগ্য কারুর ঘটে, ততদিন সে ক্রমাগত একজনের-পর-আর-একজনকে ভালবেসে তার প্রেমের প্রতিদান খুঁজে বেড়ায়!

—তোমার মুণ্ডু খুঁজে বেড়ায়! যে যথার্থ ভালোবাসে সে প্রতিদান যদি পায়—ভালোই, না পায় যদি—তা'তেও কিছু এসে যায় না তার, সে শুধু নিজে ভালোবেসেই আনন্দ পায়।

অক্ষয় এবার হেসে উঠে ব'ললে,—ওটা তোমার মুখে মানায় না দ্বিজ, ও-কথাটা বরং আমি ব'ললে শোভা পেতো, কেন না ওটা নিছক কাব্যের কথা! বাস্তব জগতে ওটার অস্তিত্ব বিরল! যে ভালোবাসে সে প্রতিদান চায় না—এতবড় মিছে কথা আর নেই। আর ওই যে ব'ললে,—সে

কেবল নিজে ভালোবেসেই আনন্দ পায়!—ওটাও একেবারে নেহাৎ গাঁজাখুরি দাদা! যদি ব'লতে যে—সে শুধু নিজে ভালোবেসেই দুঃখ পায়;—তাহ'লে বরং তোমার কথা মেনে নিতে পারতুম! ভালোবেসে তার প্রতিদান না-পেয়ে সুখী হ'য়েছে এমন কোনও ভাগ্যবান লোককে তো আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নি! বরং সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ হতাশ প্রেমিক—হয় পাগল হ'য়ে গেছে, নয়, অধঃপাতে গেছে, কিংবা—আত্মহত্যা ক'রেছে!—এমন বহু ঘটনাই তো আমরা জানি!

এই সময় নিঃশব্দে প্রিয়নাথ ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো। তার মাথার চুলগুলো সব উস্কো-খুস্কো, মুখ চোখ একেবারে বসে গেছে, যেন তিনচার-দিন সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে এসেছে! তার সেই বিবর্ণ বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খল চেহারা দেখে সকলে শুধু বিস্মিত নয়, অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো!

কেশব প্রথমে কথা কইলে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—কি হ'য়েছে তোমার প্রিয়ধন? তোমায় এ রকম দেখ্‌ছি কেন? ব্যাপারটা কি? তোমাকে তো ঠিক নব-বিবাহিতের মতো দেখাচ্ছে না!

প্রিয়ধন তবু চুপ ক'রে আছে দেখে অক্ষয় জিজ্ঞাসা ক'রলে—তোমার কি কোনও অসুখ ক'রেছে প্রিয়ধন?

ধরা গলায় একটা অস্পষ্ট 'না' ব'লে প্রিয়ধন একপাশে ব'সে প'ড়লো।

সঙ্গীরা কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে প্রিয়ধনকে তারা যখন অতিষ্ঠ ক'রে তুললে—সে তখন একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললে—সুষমা আত্মহত্যা ক'রেছে!

কথাটা শুনে সকলে যেন একসঙ্গে শিউরে উঠ্‌লো! প্রায় সমস্বরে সবাই ব'লে উঠ্‌লো—এ্যাঁ! বলো কি প্রিয়?

প্রিয়ধন এবার কম্পিত কাতর স্বরে ব'ললে,—হ্যাঁ, আমি এইমাত্র

দেশ থেকে ফিরে আস্‌ছি ! আমার বিয়ের খবর পেয়ে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে সুষমা পুড়ে মরেছে—আর—তাকে বাঁচাতে গিয়ে—আমার ছোট ভাইটাও বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে !

আড্ডাঘরের সমস্ত হাসি ও স্ফূর্ত্তির আলো যেন হঠাৎ একটা দমকা বাতাস লেগে একসঙ্গে নিভে গেলো !

১৫

প্রকাশ তার পড়বার ঘরে ব'সে নিবিষ্ট মনে একখানা পত্র লিখছিল, উমা ঘরে ঢুকে ডাক্‌লে—দাদা!

প্রকাশ সে ডাক শুনতে পেলে না। উমা আর একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—দাদা কি ক'রছো?

প্রকাশ এবার উমার গলা পেয়ে চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি তার চিঠি-খানার উপর একখানা ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়ে ব'ললে—একি। তুই এমন সময় বাইরে এলি কেন? এখনি কে এসে পড়বে; যা, বাড়ীর ভিতর পালা।

উমা একটু মৃদু হেসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে ব'ললে—এ সময় কেউ এসে পড়বার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে কোনও গোপনীয় পত্র লিখতে পারতে দাদা?

প্রকাশ একবার চকিতের ন্যায় টেবিলের উপরের ব্লটিং চাপা চিঠি-খানার দিকে চেয়ে নিয়ে ব'ললে—গোপনীয় পত্র লিখছি কে ব'ললে?

উমা আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি হেসে ব'ললে—কেন মিছে আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রছো দাদা, আমরা তোমাদের মুখ দেখলে তোমাদের মনের কথা সব বুঝতে পারি!

প্রকাশ একটু শুষ্ক হাসি হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ব'ললে—ও সব ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না উমা, ও তুই ভোলাকে বলিস্—সে বিশ্বাস ক'রবে।

ভোলা হ'চ্ছে প্রকাশের মামাতো ভাই। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় সে তার পিসীমার কাছেই মানুষ হচ্ছিল। অবিনাশ বাবুই এখন

তার অভিভাবক। প্রকাশের চেয়ে সে বয়সে ছোট। আই-এ পড়ে। উমা এই-ছেলেটিকে তার আপন দাদার মতই ভালোবাসে। উমা যা বলে ভোলানাথ তাই শোনে। তাই দাদার চেয়ে ভোলাদা'র সঙ্গেই উমার বনে বেশী। প্রকাশ সেটা জানে ব'লেই যখন-তখন ভোলানাথকে খেলো করবার চেষ্টা ক'রে উমাকে রাগিয়ে দিতো।

উমা প্রকাশের কথার উত্তরে গম্ভীর ভাবে ব'ললে—ভোলাদা' তো বিশ্বাস ক'রবেই; সে তো আর তোমার মতো অবিশ্বাসী নয়,—মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে ক'রতে পেলেনা ব'লে মনের দুঃখে কোনও দিন বুড়ো বাপ-মা'কে ফেলে সে বাড়ী ছেড়ে পালায় নি!

প্রকাশের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠ্‌লো; অপ্রতিভের মতো সে ব'ললে—আমি বুঝি সেই জন্যে চ'লে গেছ্‌লুম মনে করেছিস্?

—তবে কি মনে করবো তুমি কাউকে কিছু না ব'লে জয়পুরে হাওয়া খেতে চ'লে গেছ্‌লে?

—আমি বায়োস্কোপে ছবি তোলাতে গেছ্‌লুম। বাবাকে ব'লে গেলে কি তিনি যেতে দিতেন? তাই না-ব'লে পালিয়ে গেছ্‌লুম।

—দেখো, বার-বার মিছে কথা বোলো না ব'লছি। পুরুষদের উপর আমার অশ্রদ্ধাটাকে আর এমন ক'রে বাড়িয়ে তুলোনা দাদা।

—কেন, পুরুষদের চেয়ে কি মেয়েরা বেশী শ্রদ্ধার যোগ্য ব'লে মনে করো? তারা কি কেউ মিছে কথা বলে না ব'লতে চাও?

—তারা কেউ মিছে কথা বলে না, এমন কথা কেন বল্‌বো? আমার তো মাথা খারাপ হয়নি! তবে, এ কথা ঠিক যে, পুরুষদের মতো তারা হৃদয়হীন বা কপট নয়। মিছে কথায় কাউকে ভুলিয়ে রাখে না তারা!

—আর, আমি যদি তাদের হৃদয়হীনতা ও কপটতার একাধিক প্রমাণ দিতে পারি?

—তাহ'লে আমিও প্রমাণ করে' দেখাবো যে সে হৃদয়হীনতা ও কপটতাটুকু তারা পুরুষদের কাছেই শিখেছে! শুধু কি তাই? তোমরা এদেশের মেয়েদের গারদে বন্ধ রেখে একেবারে অমানুষ ক'রে দিয়েছো! চারিদিক থেকে তাদের এমন করে বেঁধে রেখেছো যে তারা একটু নড়চড়বার পর্য্যন্ত অবকাশ পায় না!

—এই এতো বজ্র-বাঁধনের মধ্যে থেকেও তারা যা ভেল্কী দেখায়—খোলা থাকলে না জানি কি সর্ব্বনাশই ক'রতো।

—এটা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা দাদা। পৃথিবীর সাড়ে তিনভাগ অংশে মেয়েরা সব স্বাধীন। তাদের দেশে মনুসংহিতাও নেই, আর রঘুনন্দনের স্মৃতিও নেই! অথচ, সে দেশের মেয়েরা আমাদের চেয়ে কত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ!

—সে কথা মনেও ভেবো না। বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু তুমি জানো না, ওদের অবস্থা তোমাদের চেয়েও খারাপ। একটি মনের মতো স্বামী সংগ্রহ করবার জন্যে ওদেশের মেয়েদের প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রতে হয়।

—তাকি এ দেশেও ক'রতে হয় না দাদা? তবে, এ দেশে সে প্রাণান্ত চেষ্টাটা মেয়েদের পরিবর্ত্তে মেয়েদের বাপেরাই ক'রে থাকেন এই যা তফাৎ! তার ফলে হয় এই—যে—পিতার নির্ব্বাচিত পতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ ক'রতে না পারলেও অনেক মেয়েকেই বাধ্য হ'য়ে সতী সেজে থাকতে হয়।

প্রকাশ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে—কিন্তু, আমার ভগ্নীপতি নির্ব্বাচনে আশা করি বাবার কোনও ত্রুটী ছিল না।

উমা একটু করুণ হেসে ব'ললে—না থাকবারই কথা বটে, কারণ কোনও মাষ্টার মহাশয়ের পুত্রকে বিবাহ করবার জন্য তো আমি ক্ষেপে উঠিনি!

প্রকাশের মুখখানি আবার রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। ধরা-গলায় সে ব'ললে—সেটা কি আমার একটা মস্ত অপরাধ হয়েছিল ?

উমা সজোরে ঘাড় নেড়ে ব'ললে—না দাদা, একটুও না ; তোমরা যে পুরুষ মানুষ। তোমাদের ইচ্ছামতো পত্নী নির্ব্বাচনের অধিকার আছে যে! ওইটেই অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারতো—যদি, আমি কোনও মনোমত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতুম। কারণ, স্ত্রীলোকদের নাকি সে স্বাধীনতাটুকুও থাকা পাপ !

প্রকাশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—কে ব'লেছে পাপ ! সেকালে তো এ দেশের মেয়েরা সবাই স্বয়ম্বরা হতো।

উমা ব'ললে—হ্যাঁ, তা' হতো—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, দাদা যে, এটা 'সেকাল' নয়—এ কাল ! এ কালে মেয়েরা স্বামী কী—তা' জানবার বা বোঝবার আগেই তোমরা তাদের এক একটি স্বামীর হাতে গছিয়ে দাও ! ফলে, আমার মতো কত অভাগী স্বামীকে জানবার অবকাশ পাবার পূর্ব্বেই বৈধব্যকে বরণ ক'রে বসে !

—সেই জন্যই তো বাবা তোর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুইই তো তাতে সকলের চেয়ে বেশী আপত্তি করেছিলি !

—যে বন্ধন থেকে ভগবান আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আমি আবার তাই যেচে প'রতে যাবো দাদা ? আমি এতটা বোকা নই ! তা'ছাড়া, আর একটা কথা কি জানো ?—দীর্ঘ কালের সংস্কার এ দেশের মনকে এমন ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে সহজ সত্যটুকুও আর আমাদের কিছুতেই উপলব্ধি হয় না ! আচারকে আমরা এত বড়ো ক'রে দেখতে শিখেছি যে মানুষের আসল যে ধর্ম্ম—অর্থাৎ তার মনুষ্যত্বটুকু একেবারে হারিয়ে ব'সে আছি! তাই এ দেশে মানুষের পরিবর্ত্তে অমানুষের ভীড়ই বেশী ! তারা মুখে বিধবা-বিবাহ সমর্থন ক'রলেও কাজে দেখাতে সাহস করে না !

তাদের সংস্কারে বাধে! তাই, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষের আবার বিবাহ করাটা আজ এখানে যেমন সহজ হ'য়ে গিয়েছে—বিধবার বিবাহ দেওয়া বা করা ততটা সহজ নয়। তোমরা মুখে আমাদের প্রতি যতই সহানুভূতি দেখাও না কেন, আমরা যদি সত্যই আবার বিবাহ ক'রে সংসার পেতে ব'সতুম, তোমরা তা'হলে কিছুতেই আমাদের মনে মনে ক্ষমা ক'রতে পারতে না। সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—আমাদের অন্তরে অন্তরে ঘৃণা ক'রতো! এই জন্যই, আমার মতো স্বামী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিধবাদেরও পুনরায় বিবাহিত হ'তে সাহসে কুলোয় না। সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাটাই তারা সুবিবেচনার কাজ ব'লে মনে করে।

প্রকাশ চুপ ক'রে কি ভাবছিল, উমা ব'ললে—কিন্তু, আমার কি মনে হয় জানো দাদা? এ দেশের বিধবাদের এই রকম অসহায় অবস্থায়—আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হ'য়ে—পরের আশ্রয়ে—পরের অনুকম্পার উপর নির্ভর ক'রে, নিজের অন্তরাত্মাকে নিয়ত ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত হ'তে দিয়ে বেঁচে থাকার হীনতা—বোধ হয় দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করার চেয়েও অনেক বেশী লজ্জাকর!

প্রকাশ এবার সচকিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—তাই যদি তোর অভিমত, তবে কেন তুই দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মতি দিলি নি?

উমা বিরক্ত হ'য়ে উঠে ব'ললে—আঃ! ওই বড়ো তোমাদের দোষ! তোমরা তর্ক ক'রতে ব'সে তার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার এত বেশী এনে ফেলো যে তোমাদের সঙ্গে কোনও বিষয় আলোচনা করা আমাদের দায় হ'য়ে ওঠে! আমার নিজের কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও—শুধু এইটুকু মনে করো যে যাদের অন্তরে স্বর্গগত স্বামীর একটা অস্পষ্ট ছায়া পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগ ঘটেনি, সেই সব বালবিধবারা এই সংসারের শত

প্রলোভনের মধ্যে কেমন ক'রে তাদের 'স্বামী'নামক সেই অজ্ঞাত মানুষটিকে শুধু ধ্যান ক'রে বেঁচে থাকতে পারে? এত বড়ো একটা অন্যায়—অস্বাভাবিক—অসম্ভব ব্যাপারকে যারা ধর্ম্ম ও সমাজ-শৃঙ্খলার অজুহাতে জোর ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায় সে জাতির সভ্যতা যত বড়ো প্রাচীনই হোক আমি তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার কিছুতেই অনুমোদন ক'রতে পারছিনি!

প্রকাশ নতমস্তকে শুধু ধীরে ধীরে ব'ললে—আমারও তোর সঙ্গে একমত উমা!

একটা প্রসন্নহাস্যে উমার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো! সে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ব'ললে—আমি তা' জানি দাদা, সেই সাহসেই তোমার কাছে একটু মনখুলে দু'টো কথা ব'লে মনটা একটু হাল্‌কা ক'রে নিলুম। বাবার কাছে এ সব কথা ব'ললে কি রক্ষে ছিল?—তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হ'তেন। তাঁরা যে যুগের মানুষ তাতে তাঁদের ধারণা যে স্ত্রীলোকদের এ সব বিষয়ে চিন্তা বা আলোচনা করাও পাপ! আমি সেই জন্য সাধ্য মতো কখনও তাঁকে আঘাত দিই নি! কিন্তু, তোমার প্রতি তিনি এই যে অবিচার ক'রেছেন—তাঁর এই অন্ধ আভিজাত্য গর্ব্বের অপরাধ আমি যে কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারছিনি দাদা!

প্রকাশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে ব'ল্‌লে—যাক্‌গে! যা হবার হ'য়ে গেছে, তাই নিয়ে দুঃখ ক'রে আর কোনও ফল নেই বোন্‌! ওঁরা ছেলে মেয়ের বিবাহটাকে যেন পুতুল খেলা ব'লে মনে করেন! এ যে রক্ত মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ নিয়ে কারবার—এর সঙ্গে যে তাদের জীবন-মরণের সমস্যা জড়িয়ে আছে—সে কথাটা তাঁদের মনেই থাকে না! নিজেদের খেয়াল মতোই চলেন! রোস্‌না, আমিও এর শোধ নেবো, আমি চিরকুমার থাকবো, কখনই আর বিবাহ করবো না।

—আর কাউকে বিবাহ ক'রতে পারলে তো ক'র্‌বে!

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উমার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসির আভাস দেখা গেলো! সে আবার ব'ল্লে—আচ্ছা দাদা, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলোতো—তুমি কি বিভাকে কখনো ভুলতে পারবে ?

প্রকাশ চুপ ক'রে রইলো।

উমা ব'ললে—বুঝেচি দাদা, আর তোমাকে মুখে কিছু ব'লতে হবে না, শুধু একটা কথা আমাকে বলো—জয়পুরে বিভার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

প্রকাশ ঘাড় নেড়ে জানালে হয়েছিল, এবং এ কথাও ব'ললে যে, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। তারপর, সেই দেখার শেষ পর্য্যন্ত যা ঘটেছিল তা'ও সে একে একে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছোট বোনটির কাছে না ব'লে থাকতে পারলে না!

উমা সব শুনে একটু হাসলে।

প্রকাশ লজ্জিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হাস্‌লি যে উমা ?

উমা ব'ললে—তোমাকে উপহাস করবার জন্য হাসি নি দাদা—হাসলুম বিভার ছেলেমানুষীটা ভেবে! সে মনে করেছে তোমাকে জয়পুর থেকে সরিয়ে দিলেই সে যেন তার অন্তর থেকেও তোমাকে সরাতে পারবে!—মানুষ এমন ভুলও ক'রে! কিন্তু, দোহাই তোমার দাদা, তুমি তার উপর—একটুও রাগ করো না যেন! সে কৃপার পাত্রী! বিকারের রোগী যেমন ব্যাধির প্রকোপে কত কি বলে—কত কি করে—এও ঠিক তাই! তোমার প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার উত্তেজনাতেই সে এত বড়ো নিষ্ঠুর হ'তে পেরেছিল, নইলে এ কাজ সে কিছু'তেই ক'রতে পারতো না! তুমি নিশ্চয় তাকেই অনুযোগ ক'রে চিঠি লিখতে বসেছিলে! না দাদা ?—

বিস্ময়-বিহ্বলের মতো উমার মুখের পানে নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে প্রকাশ ভাবতে লাগলো…এ কেমন করে তা' জানতে পারলে !

দাদার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল উমা সেটা অনুমান ক'রে ব'ললে—আমি কেমন করে তা' ধরতে পারলুম ভেবে তুমি আশ্চর্য্য হয়েছো না ? কিন্তু, আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই দাদা। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে—আমরা মেয়ে মানুষ, তোমাদের মুখ দেখে আমরা তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারি !

প্রকাশ হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলে…তুই কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি উমা ?

উমা হেসে ফেলে ব'ললে—কেন ? সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—নইলে এতো কথা তুই শিখ্‌লি কেমন ক'রে ? আমার কিন্তু ভয়ানক সন্দেহ হ'চ্ছে।

—আচ্ছা, ধরো যদি বলি হ্যাঁ বেসেছি। তা' হ'লে কি তোমরা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে ?—

—নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি তোর ভালোবাসা যাতে সার্থক হয় আমি তার উপায় করবো !

—ঈষ্‌! তাই না কি ? বেশ ! তোমাকে আমি অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি। কিন্তু, অতটা অনুগ্রহ বোধ হয় আর তোমাকে ক'রতে হবে না দাদা ! কারণ, যে ভালোবাসতে পারে, সে কারুর সাহায্য না নিয়েই তার ভালোবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতেও পারে ! আচ্ছা, তুমি কি মনে করো দু'জন স্ত্রী-পুরুষ যারা পরস্পরকে ভালোবেসেছে তাদের সে ভালোবাসার সার্থকতা নির্ভর করে শুধু একটা সামাজিক বন্ধন স্বীকার করে নেওয়ার উপর ? আমি তা' মনে করি না ! এবং আমার বিশ্বাস বিভাও তা' মনে করে না ! সে তোমাকে ভালো-

বেসেছে এবং যে মুহূর্ত্তে জানতে পেরেছে যে তুমিও তাকে ভালোবেসেছো। সেই শুভক্ষণেই তার ভালোবাসা তাকে চরম সার্থকতা এনে দিয়েছে! নইলে, তুমি যখন পিতার বিনা অনুমতিতেই তাকে বিবাহ ক'রতে প্রস্তুত হয়েছিলে, তখন সে কিছুতেই অন্যের গলায় মালা দিতে পারতো না! ভালবাসার একটা মস্ত গুণ কি জানো ভাই? সে মানুষকে ত্যাগের শক্তি এনে দেয়! কামনা তখন তার কাছে তুষানল না হয়ে দাহ-হীন হোম-শিখা হ'য়ে ওঠে! সে তোমাকে অন্তর লোকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে ব'লেই তোমার সঙ্গে বাইরের সম্বন্ধটাকে সে অতো সহজে প্রত্যাখান ক'রতে পেরেছিল। এই বৃহৎ ত্যাগকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সে তোমাকে এবং নিজেকে পিতৃদ্রোহীতা থেকে রক্ষা ক'রেছে! কিছু মনে ক'রো না দাদা, বৃহৎ ত্যাগ' ব'ললুম বটে, কিন্তু, তোমাদের মতন দেহের সম্বন্ধটাকে আমরা কোনওদিনই প্রেমের ক্ষেত্রে বড়ো বলে মনে করি নি! ভালোবাসা এই দেহটাকে বাদ দিয়েও সার্থক হ'য়ে ওঠে!

—তা' মানি উমা, কিন্তু, এ কথাও তো তুই অস্বীকার ক'রতে পারবিনি—বোন্, যে, তাদের ভালোবাসাটুকু সার্থক হ'লেও, মিলনটা অসম্পূর্ণ-ই থেকে যায়।

—জানি দাদা, সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রতে না পারলে—প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে নিজেকে দান ক'রতে না পারলে—অন্তরে বাহিরে একাত্ম হ'তে না পারলে ভালোবেসে যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না!—কিন্তু, মিলনের এই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ত তাদের ভালোবাসাকে যে নিবিড় ক'রে [illegible]লে! এই অসম্পূর্ণ মিলনের অতৃপ্তি, এই অন্তর-বাহিরের অ[illegible]কুলতা-এতো বেশ!—প্রেমকে এ কেমন চিরনবীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখে! একি তোমাদের ভালো লাগেনা ভাই?

—না উমা, আমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের জাত নই, যে ধরণীর মতো সহিষ্ণু হ'বো! আমরা সহজেই অধীর হ'য়ে পড়ি! ধৈর্য্য ধ'রে আজীবন অপেক্ষা ক'রতে তোমরা যেমন অভ্যস্ত, আমরা তা' নই, তাইতো দেখিস্‌নি—জগতে হতাশ প্রণয়িণীদের চেয়ে হতাশ প্রেমিকেরাই—কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে পড়ে অনেক বেশী—কিন্তু, সে যাই হোক্‌, তুই যে আমায় বড্ড অবাক্‌ করে দিচ্ছিস্‌ আজ উমি? আচ্ছা, আমি যে বাবার বিনা অনুমতিতেও বিভাকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিলুম এ খবর তুই কি ক'রে জান্‌লি?

—হাত গুণে!

—তামাসা রাখ্‌! সত্যি ক'রে বল্‌। বিভা ছাড়া আর তো কেউ এ কথা জানে না।

—তবে আর জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন? তোমার প্রশ্নের উত্তর তো ওইখানেই পাচ্ছ!

—বিভা ব'লেছে?

—সে ছাড়া আর কেউ তো ওকথা জানে না ব'ল্‌লে?

—কবে ব'লেছে?

—বিয়ের রাত্রে!

—ও।

প্রকাশ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগলো, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলে—আর—আর একটা কথা—বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর আমিও জান্‌তুম না, কিন্তু তুই কি ক'রে জান্‌লি উমা?

উমা হাসতে হাসতে ব'ললে—কি ক'রে জান্‌লুম যদি বলি, শুনে তুমি খুব খুশী হবে, কিন্তু আমাকে কি দেবে বলো,—অমনি বল্‌ছিনি!

প্রকাশ ব'ললে—তুই যাকে ভালোবেসে ধন্য হ'য়েছিস্‌ তাকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াবো!

—সে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়া আসবে না, তোমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রবে।

—বেশ! আমিই না হয় তোর নিমন্ত্রণ বহন ক'রে নিয়ে যাবো!

—আমার ব'য়ে গেছে তাকে তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াতে! আমার আপন কুটীরে যেদিন তাকে আবাহন ক'রে এনে খাওয়াবার সুযোগ হবে সেইদিন আমি তাকে আমার হৃদয়ের রঙীণ লিপি পাঠাবো।

—তুই যে কবি হয়ে উঠেছিস্ দেখ্ছি!

—আমার পূর্ব্বেও অনেকে হ'য়েছেন—মীরাবাঈ, জেবউন্নিসা প্রভৃতি—প্রেমের ঐ তো একটা মস্ত দোষ! অনধিকারীকেও সে কবির আসনে টেনে নিয়ে গিয়ে বসায়, অরসিককেও রসজ্ঞ ক'রে তোলে!

—আচ্ছা, তোমার ত' আপন কুটীর ছেড়ে আপন প্রাসাদ রয়েছে উমি। শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি তো এখন সবই তোর।

—পাগল হ'য়েছো দাদা, আইনের চক্ষে সে সব সম্পত্তি আমার বটে, সমাজও তাই স্বীকার ক'রবে, কিন্তু, আমার মন যে তাতে সায় দেয় না ভাই! যে স্বামীকে আমি কোনওদিন পাই নি, যার স্মৃতিটি পর্য্যন্ত আমার স্মরণে নেই, তার সম্পত্তিটা আমি ফাঁকি দিয়ে নিতে চাইনি। তবে, নেহাৎ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, এই লটারীর টাকা পাওয়ার মতো আর কি!—তখন ওটার যাতে সদ্ব্যয় হয়, সেইটুকুই শুধু দেখবো, আমি ভোগ ক'রবো না কিছু!

—তাইত' উমা! তুই যে আমাকে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে দিলি! বাড়ীর ভিতর এই উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে আজন্ম আবদ্ধ থেকেও কবে যে তুই চুপি চুপি আমাদের ছাড়িয়ে এতটা এগিয়ে গেছিস্ কিছুই টের পাই নি ত? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আজ তোকে আর ছোট বোনটি ব'লে মনে হ'চ্ছে না—'দিদি' ব'লে ডাকতে ইচ্ছে ক'রছে!

—আচ্ছা বেশ, তাহ'লে—দিদি যা ব'লে শোনো—ও চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও। বিভাকে তুমি কিছু লিখো না; সেই লিখবে। জয়পুর থেকে নিশ্চয় চিঠি আসবে—তুমি সেই চিঠির অপেক্ষা ক'রে থাকো। বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর বিভাই আমাকে দিয়েছিল। তোমার নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়ার সংবাদে ব্যাকুল হ'য়ে সঠিক সংবাদ জানবার জন্য সে আমাকে পত্র লিখেছিল!

—ও!

—আচ্ছা দাদা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সর্ব্ব দেশেই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিগর্হিত, তা' জানো তো?

—জানি।

—তবে?

—কি তবে?

—বিভা—?

—বিভা কি পরস্ত্রী?

—নয়ত' কি? সে কি নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী নয়?

—না, আমার স্ত্রী! নির্ম্মল তো আমার স্ত্রীকে বিবাহ ক'রেছে!

—উমা তার আঁচলটা গলায় দিয়ে প্রকাশের পায়ের কাছে ঢিপ্ ক'রে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম ক'রে উঠে ব'ললে—ধন্য ছেলে তুমি! বিভা পোড়ারমুখী জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক্! তারপর সে খুশী হ'য়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলো। যেতে যেতে ব'লে গেলো—কিন্তু, সে নিমন্ত্রণের কথাটা যেন ভুলো না দাদা—

উমা চলে যেতেই প্রকাশ যে চিঠিখানা লিখ্‌ছিল সেখানা ব্লটিং প্যাডের ভিতর থেকে বার ক'রে আর একবার পড়ে দেখলে, তারপর একটু ভেবে সে কুচি কুচি ক'রে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

১৬

দ্বিজেন সে দিন একটু আগেই কোর্ট থেকে ফিরে এসেছিল।

আগে সে সকলের শেষে আদালত থেকে বাড়ী ফিরতো এবং উকীলের ধড়া-চূড়া খুলে, মুখ-হাত ধুয়ে, কিছু জলযোগ ক'রেই আবার আড্ডা দিতে বেরিয়ে যেতো। ফিরে আসতো অনেক রাত্রে। কিন্তু রাণী আসবার পর থেকে তার রাজ্যে সে নিয়ম আর নেই।

এখন সে কোর্টের কাজ মিটে গেলেই আদালতে আর এক দণ্ডও অপেক্ষা ক'রতে পারে না। সমস্ত মন তার বাড়ী ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

একমাত্র রবিবার ছাড়া আজকাল আর কোনও দিনই সে বাড়ী থেকে বেরুতে চাইতো না। বাড়ীতে খানিকটা ছেলেটিকে নিয়ে 'কম্পাউণ্ড' খেলা ক'রতো, খানিকটা তার বাইরের ঘরটিতে ব'সে বই প'ড়তো, সেই সময় এক একদিন অবকাশ থাকলে রাণী এসে একটু গল্প ক'রে যেতো।···রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে সে তার 'গ্রামোফোন' নিয়ে বসতো। পাঁচ সাতখানা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—গান—গৎ—বাঁশী—বেহালা—শানাই—সবরকম শুনে শুয়ে পড়তো।

নিজে গাইতে না জানলেও গানবাজনার সে ছিল একান্ত অনুরাগী। আজ আদালত থেকে বাড়ী ঢুকেই শুনতে পেলে তার ঘর থেকে আমেরিকান অর্গ্যানটার মিঠে আওয়াজ সমস্ত বাড়ীখানাকে ়া যেন একটা করুণ সুরে একেবারে ছেয়ে ফেল্‌ছে!

দ্বিজেন মনে ক'রলে বোধ হয় ক্ষিতীশ এসে বাজাতে ব'সেছে। সে নির্ব্বিকার চিত্তে তার কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকে আদালতের ধড়া-চূড়ো

খোলবার উপক্রম ক'রছিল, এমন সময় বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর থেকে নারীর কোমল কণ্ঠে সঙ্গীতও ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো! দ্বিজেনের আর পোষাক ছাড়া হ'ল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগ্‌লো, কে যেন মর্ম্মস্পর্শি আকুল সুরে গাইছে—

"—বড়ো বেদনার মত বেজেছ' তুমি হে আমার প্রাণে
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে!"—

গান শুনতে শুনতে কখন যে সে তন্ময় হ'য়ে ধীরে ধীরে পা'য় পা'য় তার অজ্ঞাতসারে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকে পড়েছিল তা' সে নিজেই বুঝতে পারে নি। সাপুড়ের সাপ খেলাবার বাঁশী যেমন ক'রে বেজে উঠে জঙ্গলের ভুজঙ্গকেও অবলীলায় সামনে টেনে নিয়ে আসে, আজ তেমনি ক'রেই যেন দ্বিজেনকে এই গানের সুর ও-ঘর থেকে এ-ঘরের ভিতর টেনে এনেছিল।—যে কলকণ্ঠের অনুরণন্ সে দিন শীত-শেষের অপরাহ্ন বেলাকে নববসন্তের সন্ধানে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, তা' এই চির-বিরহীর ব্যাকুল হিয়াকেও সহজেই সেখানে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আস্‌তে পেরেছিল।

অর্গ্যানের সামনে দেওয়ালের গায়ে যে খুব বড় বাদামী আয়নাখানা ঝুলানো ছিল, তারই ভিতর হঠাৎ এক সময় এই মুগ্ধ শ্রোতার নিশ্চল প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পেয়ে রাণী চম্‌কে উঠে গান বন্ধ ক'রে দিলে। অর্গ্যানের ডালাটি আস্তে আস্তে চাপা দিয়ে সে মিউজিক্ টুলটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল,' এবং ধরা-পড়ার লজ্জাটুকু গোপন করবার চেষ্টাতেই যেন মরিয়া হ'য়ে দ্বিজেনের দিকে ফিরে ব'ললে—এ রকম চুপি চুপি এসে গান শোনা কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়!

দ্বিজেন মৃদু হেসে ব'ল্‌লে—রোজ এ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে কিছু জান্‌তে না দিয়ে—একলাটি ব'সে গান গাওয়া কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী অন্যায়!

রাণী এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে ব'ললে—কখন এসেছেন? আজ এতো সকাল সকাল ফিরলেন যে!

দ্বিজেন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, সে ব'ললে—ভাগ্যে আজ একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলুম, তাই তো আমারই ঘরে লুকানো একটা নূতন সম্পদ আবিষ্কার ক'রতে পারলুম। রোজ রোজ গ্রামোফোনের নাকী সুর শুনে শুনে আমার কাণ টন্‌টনিয়ে উঠেছিল। আজ আছাড় মেরে সেটা ভেঙে ফেলতে হবে। এমন সুন্দর গান গাইতে পারো তুমি—তা' তো জানতুম না!

রাণী এই আশঙ্কাই ক'রেছিল। সে তার অন্তরের উদ্বেগকে সুমধুর হাস্যের আড়ালে গোপন ক'রে ব'ললে—অমন কাজ কক্ষনো ক'রবেন না! গ্রামোফোনটা ভাঙলে যাও বা একটু সুর কাণে পোঁচোচ্ছিল তা' থেকেও শেষটা বঞ্চিত হবেন।

দ্বিজেন ব'ল্‌লে—বারে! বাড়ীতে আমার এমন আসল গলার সুর থাক্‌তে আমি বুঝি ঐ কলের গানের নকল গলা শুনে শুনে মরবো?

রাণী ব'ল্‌লে—ঐ তো আপনাদের দোষ! আপনারা বড্ড বেশী লোভ করেন। এতদিন তো ঐ কলের গান শুনেই বেশ বেঁচে ছিলেন, আর আজ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই জিনিসই একেবারে মারাত্মক হ'য়ে প'ড়্‌ল!' বড়ো অস্থির-চিত্ত আর অকৃতজ্ঞ আপনারা!

দ্বিজেনের মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেলো। সে শুধু ব'ললে—প্রতিদিন কলের গান শুনে বেঁচে থাকাকে যদি তুমি বেঁচে থাকা বলো রাণু, তা হ'লে আর আমি কিছু ব'লতে চাই নি!

দ্বিজেন চুপ ক'রে রইল। রাণীও অনেকক্ষণ কিছু ব'ললে না। কি যেন সে আপন মনে ভাবতে লাগল'। তারপর, হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলে—আপনার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ সে-টা মনে আছে কি?

—তোমাকে আমার তুর্দ্দিনে বন্ধুর মতো কাছে পেয়েছি—শুধু এই জানি আমি।

—না, ও রঙীন দৃষ্টিতে নয়; সহজ ভাবে সাংসারিক বুদ্ধিতে বিচার ক'রে দেখবেন, আমি আপনার চাকর—আপনি আমার মনিব! আমি আপনার শিশুপুত্রের পরিচারিকা হ'য়েই এখানে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি একরকম মণির ঝী।

—কিন্তু, আমি তো তোমাকে একদিনের জন্যও এ বাড়ীর পরিচারিকা ব'লে মনে করি নি। তুমি আসতেই এখানকার গৃহকর্ত্রীর আসনখানি কি জানি কেমন ক'রে তোমার পায়ের তলায় আপনিই বিস্তৃত হ'য়ে গেছে! আমার মণির ঝী নও তুমি, তুমি যে মণির মা!

—অযোগ্যাকে এই অযাচিত সম্মান দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ! সাধ্য মতো আমি এর দাম চুকিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু, আমার জীবনের ইতিহাস তো আপনার অবিদিত নয়!—রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল: ব'ললে—ভুলে যাচ্ছেন কেন, যে, গান গাইবার দিন আমার চ'লে গেছে। তবুও যে মাঝে মাঝে গান গাই, জানবেন, সে আমার আনন্দের অভিব্যক্তি নয়.........!

দ্বিজেন ভারি গলায় শুধু ব'ললে—আমাকে ক্ষমা করো।

ক্ষণকালের মধ্যেই আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে রাণী ব'ললে—এ কি! আপনি যে এখনও আদালতের ঐ আরদালীর পোষাকটা ছাড়েন নি দেখছি! যান, যান, চট ক'রে ও চোগা চাপকান্ খুলে কাপড় ব'দলে আসুন। আমি ততক্ষণ আপনার জলখাবারটা নিয়ে আসি।

রাণী চ'লে গেলো। কিন্তু, দ্বিজেনের আর কাপড় ছাড়তে যাওয়া হ'ল না। সেই ঘরেই একখানা আরাম কেদারায় ব'সে প'ড়ে সে ভাবতে লাগলো ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব নানা কথা। রাণীর ব্যবহার,

কথাবার্ত্তা; তার আলাপ-আলোচনা ও আচরণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় সে উল্টেপাল্টে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো— যে দ্বিজেনের প্রতি তার মনোভাব কি ?—অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক দিক থেকে বিচার ক'রেও সে কিছুতেই নিজের মনকে বোঝাতে পারলে না যে, রাণী তার জন্ম যা কিছু ক'রেছে সে কেবল দ্বিজেন তার আশ্রয়দাতা বলে' কৃতজ্ঞতায় উপকারের বিনিময়ে ও নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরে! তার মাতৃহারা শিশুকে সে যে জননীর স্নেহে বুকে তুলে নিয়েছে—এর না হয় ওই রকম কোনও কারণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার নিজের সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধেও এই নিঃসম্পর্কীয়া অনাত্মীয়া নারী যে এতখানি সজাগ ও সতর্ক—এর কারণ কি ? আচ্ছা, যদিই এগুলোকে তার কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত ব'লেই ধরা যায়—তা' হ'লেও, এই যে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই মেয়েটির একান্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, এই যে তার নিত্য নিজের হাতে নানা সুখাদ্য প্রস্তুত ক'রে সযত্নে তাকে খাওয়ানো—সে যা' যা' ভালোবাসে বেছে বেছে সেই সব ফলের জেলি, জ্যাম প্রভৃতি তৈরি ক'রে দেওয়া, এই যে তার ঘরখানিকে প্রতিদিন পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা—এই যে তার জন্য পশমের জুতো মোজা থেকে আরম্ভ ক'রে—গেঞ্জী,কম্ফর্টার, নেকটাই, প্রভৃতি সমস্ত বুনে দেওয়া, হরেক রকমের ফুলকাটা ও নামলেখা রুমাল তৈরি ক'রে দেওয়া, তার টেবিলের জন্য সূচী-শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রং-বেরংয়ের টেবিলক্লথ প্রস্তুত ক'রে দেওয়া, তার জামায়, কাপড়ে, উড়নীতে ও বিছানার চাদরে সুন্দর হরফে তার নামটি তুলে দেওয়া— অযাচিত ভাবে তার এতো সব খুঁটিয়ে করবার কি প্রয়োজন ছিল! তার বিশৃঙ্খল সংসারের সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে তাকে শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলবার জন্য এই মেয়েটিকে সে তো কোনও

দিনই অনুরোধ করে নি। তবে, কেন সে এ বাড়ীর গৃহিণীর গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিলে!

তার চোখের দৃষ্টি, তার মুখের ভঙ্গী, তার কম্পিত কণ্ঠস্বর এ সমস্তই যেন আজ ক'মাস ধ'রে দ্বিজেনকে এক স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনালোকে টেনে নিয়ে চলেছিল। ভবিষ্যতের একটা কি যেন স্বার্থকতার আশা মেঘান্ধকার আকাশে প্রচ্ছন্ন সূর্য্যরশ্মির মতো তার মনের মধ্যে আব্ছায়া রূপে দেখা দিচ্ছিল!

কিন্তু, রাণীর কথা শুনে আজ সহসা দ্বিজেন যেন সচকিত হ'য়ে উঠ্‌ল'! তার মনে হ'লো—তবে কি তারই ভুল হ'য়েছে? সে কি এতবড়ো একটা মিথ্যাকে মনে মনে গড়ে তুলছিল! এতদিন কি তবে সে এক আলেয়ার আলোর উপর নির্ভর ক'রেই পথের সন্ধানে ঘুরছিল?—

জলখাবারের থালা হাতে রাণী ঘরে ঢুকে দ্বিজেনকে তখনও সেই ভাবে ব'সে থাকতে দেখে একটু যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ল'। ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

—আজ কি হ'ল আপনার? আদালতের পোষাকটা যে আর ছাড়তে চাইছেন না! কী ভাবছেন ব'সে বলুন তো? আজ বুঝি কোর্টে কোনও মাম্‌লা হেরে এসেছেন?

দ্বিজেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে—তাই বটে! এ একটা মাম্‌লা হেরে যাওয়াই ব'লতে হবে বৈ কি!

কথাটা ব'লেই কিন্তু সে একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়্‌ল'। তার মনে হ'ল এটা বলা ভালো হয় নি। তাই, তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্য যেন আপন মনেই ব'ললে—বেয়ারা বেটা যে কোথায় গেলো দেখতে পাচ্ছিনি! ব'লতে ব'লতে দ্বিজেন হাঁক দিলে—ঝুম্মন্!

জলের গেলাসটি ও খাবারের রেকাবিখানি পাশের একটা 'তেপায়ার'

উপর রেখে রাণী এগিয়ে এসে দ্বিজেনের পায়ের কাছে হেঁট হয়ে ব'সে তার জুতার ফিতা খুলে দিতে গেলো।

দ্বিজেন চম্‌কে উঠে তার পা' সরিয়ে নিয়ে ব'ললে—ও কি! না না—তুমি কেন?

রাণী একটু মৃদু হেসে ব'ললে—তা' দিলুমই বা—ঝুম্মন্ যে নেই, খোকাকে নিয়ে একটু পার্কে বেড়াতে গেছে; ব'লে দিয়েছিলুম বাবু আসবার আগেই যেন ফিরে আসে—তা' সেই বা কি ক'রে জান্‌বে যে, বাবু আজ এমন অসময়ে বাড়ী চ'লে আসবেন?

রাণী আবার তার জুতার ফিতা খুলে দেবার জন্য হাত বাড়ালে। দ্বিজেন ব'ললে—তাই ব'লে বুঝি তোমাকে তার কাজগুলো ক'রতে হবে?—আমি তো এখনও একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়িনি। ব'লেই সে নিজেই নিজের জুতো খুলতে লেগে গেলো।

রাণী ব'ললে—বুঝেচি, আপনার সৌজন্যতা ও শিষ্টাচারে বাধছে। কিন্তু, ধরুণ আমি যদি আপনার স্ত্রী হতুম—তা হ'লে আপনার এ পরিচর্য্যাটুকু কি আপনি আমাকে ক'রতে দিতেন না?—

দ্বিজেনের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন কিসের একটা আকস্মিক ঢেউ এসে লেগে সঘনে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল'।

জুতা মোজা খোলা শেষ ক'রে সে উঠে দাঁড়িয়ে চাপকানের বোতাম খুলতে খুলতে ব'ললে—স্ত্রীলোককে দিয়ে এসব কাজ আমি কখনও করাইনি এবং তাদের দিয়ে এসব করানোটা আমি তাদের পক্ষে অপমান জনক ব'লেই মনে করি। সেবার এতবড় অপব্যবহার ও ...গ্লানি অমর্য্যাদা আর যারা ক'রতে পারে করুক্, আমি তা' কোনও সুযোগেই হ'তে দিতে পারবো না।

—বা রে!—আমার যদি ক'রতে ভালো লাগে!—ব'লেই রাণী ছুটে

গিয়ে ওঘর থেকে দ্বিজেনের চটী জুতো জোড়াটি নিয়ে এসে আঁচলে ঝেড়ে মুছে তার পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে তার আদালতের জুতো জোড়াটি তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে আসতে যাচ্ছিল—দ্বিজেন শশব্যস্তে তার হাত থেকে জুতো জোড়াটি কেড়ে নিয়ে ব'ল্‌লে—ছিঃ! রাণী, আমাকে দাও, এ সব তোমাদের মতো গৃহলক্ষ্মীদের পদোচিত কাজ নয়; তোমাদের দিয়ে এ সব কাজ করালে গৃহস্বামীর অকল্যাণ হয়।—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দ্বিজেন কাপড় ছাড়বার ঘরের দিকে এগিয়ে চ'ললো।

রাণী ব'ললে—চট্‌ক'রে কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে চ'লে আসুন—গরম গরম মাছের কচুরিগুলো জুড়িয়ে যাবে কিন্তু!

* * * * *

দ্বিজেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরে এলো রাণী সেই ঘরের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো তার বিস্তীর্ণ নীলাকাশ! পশ্চিম-গগন-ভাল তখন দিনান্তের দিনমণির অস্তরাগে সোনালী হ'য়ে উঠেছে! রাণীর চোখে সে দৃশ্য যেন বিশ্বের এক অপরূপ সৌন্দর্য্য শোভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো! মনটা এমন খুশী হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন ভাবতে গিয়ে সে শিউরে উঠ্‌ল'! তার মনে হ'ল—তবে কি তার অন্তরাকাশ যে পরলোকগত আত্মার স্মৃতির দীপ্তিতে এতদিন উজ্জ্বল হয়েছিল সেও আজ অস্তাচলের যাত্রী! তাই কি সেখানেও আজ এমন অপূর্ব্ব রং ধ'রেছে!

এ বাড়ীতে এসে দ্বিজেনের মানসিক এবং সাংসারিক অসহায় ও নিরুপায় অবস্থা দেখে রাণীর মনে এই লোকটির প্রতি একটা অসীম সহানুভূতি ও মমতা জেগেছিল বটে, কিন্তু সে তো কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবে নি যে, এরই প্রভাব একদিন তার চিত্তের মূলে প্রবেশ ক'রে তাকে

এমনি ভাবে জড়িয়ে ফেলবে! তার সংসারের ভার সে যে ইচ্ছে ক'রেই ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু, সে তো তার ঋণ শোধের জন্য— আর তো কিছু নয়; এই কর্ণধারহীন সংসারের কর্ত্রীর পদে বরাবরের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রলোভন তার তো মনে কোনও দিনই উদয় হয় নি! কিন্তু আজ কেন সে ইচ্ছা তার মনের কোণে এমন সঙ্গোপনে উঁকি মারছে? তবে কি?—না—না—সে হ'তেই পারে না—

রাণী তার মন থেকে এ অদ্ভুত চিন্তাটুকু ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো—কিন্তু, সে যেন আর যেতে চায় না! একগুঁয়ে ছেলের মতো কেবলই মায়ের অঞ্চল চেপে ধরার ন্যায় সেই চিন্তাটাই তার মনকে অধিকার ক'রে ব'সতে লাগ্‌লো!

দ্বিজেন কখন যে ঘরে এসে জলখাবারের রিকাবিটি তুলে নিয়ে গরম মাছের কচুরীর সদ্ব্যবহার ক'রতে সুরু ক'রে দিয়েছে রাণী টেরও পায় নি।

—বাঃ! এ যে চমৎকার হয়েছে! গরম গরম বেড়ে লাগ্‌ছে তো খেতে!

ব'লতে ব'লতে দ্বিজেন আর একখানা কচুরি তুলে নিলে।

দ্বিজেনের গলা শুনে রাণী চম্‌কে উঠে জানালার কাছ থেকে সরে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। মৃদু হেসে ব'ললে—ভালো লাগ্‌লো? সত্যি! আর দু'খানা এনে দেবো?

দ্বিজেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কচুরি খেতে খেতে ব'ললে—শুধু ভালো লাগ্‌লো কি?—আমি মনে ক'রছি ঘরে যখন এমন কারিগর পাওয়া গেছে—তখন এ ছা'ইয়ের ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 'কখানা কচুরি সিঙাড়ার দোকান খুললে মন্দ হয় না!

রাণী দুষ্টুমী ক'রে ব'ললে—ঈষ্! আপনার অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ। একটু আগে গ্রামোফোন্ ভেঙে ফেলে দিচ্ছিলেন—এখন আবার

ওকালতী ছেড়ে দিচ্ছেন! আপনি যে সব ওলোট পালোট ক'রে ফেলতে চাচ্ছেন দেখ্‌ছি!

দ্বিজেন কচুরিখানা নিঃশেষ ক'রে ব'ললে—ওটা কি আর কেউ ইচ্ছে ক'রে ক'রতে চায় রাণী! হঠাৎ একদিন আপনিই যে সব ওলট্‌-পালোট্‌ হ'য়ে যায়! মানুষ তার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার জন্য কিছুতেই আর তাকে আগের মতো সহজ ক'রে নিতে পারে না! মানুষের নিজের কতটুকুই বা শক্তি! সৃষ্টিকর্ত্তার অমোঘ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ব্যর্থ-চেষ্টায় কেবলই নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়। আচ্ছা, এ কি অদৃষ্টের পরিহাস বলো তো?—

রাণী এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'ললে—আমি চ'ললুম। ঠাকুর এসে বসে রয়েছে, উনুনের আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে।

রাণী চলে গেলো। যতক্ষণ তাকে দেখা গেলো—দ্বিজেনের নির্ণিমেষ চোখ দু'টি গোপনে তার অনুসরণ ক'রলে। রাণী দৃষ্টির অন্তরাল হ'তেই দ্বিজেনের মনে হ'ল—এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই আনন্দ, এই তৃপ্তি—এ তার কোথায় ছিল এতদিন! বিবাহ ক'রে সংসার পেতেও সে তো কোনও দিন এ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পায় নি!—এ অমৃতের স্বাদ কোথায় লুকানো ছিল এত কাল? কিন্তু না, আর এতে এমন ক'রে অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়লে চলবে না! কাল থেকে তাকে মৃতদারের মতই লক্ষীছাড়ার জীবনোপযোগী কঠোর কৃচ্ছ্রতা পালন ক'রতে হবে। কারণ, ভাগ্যক্রমে-পাওয়া এ অস্থায়ী গৃহ-লক্ষ্মীটি চিরচঞ্চলার মতো কবে যে অন্তর্ধান হবেন কে জানে? তখন এর অভাবে জীবন যে দুর্ব্বহ হ'য়ে প'ড়বে।

অকস্মাৎ রাণী একটু উদ্বিগ্ন ভাবে ঘরে ঢুকে ব'ললে—ঝুম্মন্‌ এখনও ফিরলো না কেন? খোকার যে দুধ খাবার সময় হয়েছে! কি হবে?···তারপর সে একবার বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে

খানিকটা উঁকি ঝুঁকি মেরে চেয়ে দেখে উৎকণ্ঠিত মুখে ঘরে ফিরে এসে ব'ললে—এই ত' কাছেই পার্কে গেছে—তবে এত দেরী ক'রছে কেন?… তুমি একবার যাও না, দেখো না, ডেকে নিয়ে এসো না গিয়ে—

মমতাময়ী মায়ের ব্যাকুলতাই রাণীর চোখে মুখে যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল! দ্বিজেন সেটি লক্ষ্য ক'রলে, তার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে অভিব্যক্তি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় প্রতিভাত হয়ে উঠলো! তার এতদিনের 'আপনি' শোনায় অভ্যস্ত কাণ আজ যেন 'তুমি'র সুরে একেবারে সঙ্গীত-মুখর হ'য়ে উঠ্লো।

—এই যে আমি এখনি গিয়ে ডেকে আন্ছি। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না রাণু—ব'ল্তে ব'ল্তে উল্লাসে উৎফুল্ল দ্বিজেন তরুণ বালকের মতোই লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে বেরিয়ে চ'লে গেলো!

* * * * *

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন যখন নিজের ঘরখানির মধ্যে এসে দাঁড়ালো, পূর্ণিমার অফুরন্ত জ্যোৎস্না তখন তাদের কুটীরের সমস্ত প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে তার ঘরের সামনের মর্ম্মর মণ্ডিত দালানটির উপর উপ্‌চে প'ড়ছিল।

দ্বিজেন ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এসে দাঁড়ালো! জ্যোৎস্না যেন আনন্দের ফিন্‌কি তুলে এসে তার চোখে মুখে বুকে বসনে চরণে—চুম্বন ক'রে তাকে নিজের স্ফটিক-অঞ্চলে জড়িয়ে ধরলে!

মুগ্ধ দ্বিজেন আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ একাকী পদচারণ ক'রতে লাগলো। চাঁদের আলোয় এই বেড়ানোটা তার বড়ো ভালো লাগ্‌তো। মন যেন তার কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে উধাও হ'য়ে যেতো!

মাঘের পূর্ণিমা! শীত তখনও যায় নি ব'টে, তবে তার বিদায়ের আভাস দিতেই যেন সে দিন কেমন একটু বসন্তের বাতাস পথভুলে এসে প'ড়ে চারিদিকে এলো-মেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই পথহারা হাওয়ার স্পর্শটুকু দ্বিজেনকে যেন কোন্ মানস-লোকের প্রেমাস্পদের স্বপ্নময় আসঙ্গানুভূতি এনে দিচ্ছিল।

দ্বিজেন কতক্ষণ বেড়াচ্ছিল জানে না। ঝুম্মন্ বেহারা এসে ব'ললে—হুজুর! অন্দর চলিয়ে—মায়িজী—মানা—

ব্যস্! ঝুম্মনকে—আর কিছু ব'লতে হ'ল না। দ্বিজেন সুবোধ বালকের মতো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। ঘড়ীতে দেখলে রাত্রি দশটা! বারোটার আগে সে কোনওদিনই শোয় না। কি করা যায় ভেবে সে সন্ধ্যায় যে বইখানা পড়ছিল সেইখানা খুলে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে নিয়ে ব'সলো।

কিন্তু পড়ায় তার মন গেলো না। তার ঘরের দক্ষিণের বাতায়নের ভিতর দিয়ে বাগানের সুপারি গাছের পাশ থেকে যে টুকরো আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল সে যেন ঠিক ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবির মতো! সে ছবিখানিতে নীলাকাশের পট-ভূমিকায় পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাকে নিয়ে যেন লঘু-শুভ্র মেঘের দোলায় দোল খাচ্ছিল।

বইখানা হাতে খোলা ছিল বটে, কিন্তু, দ্বিজেন চেয়েছিল দূর আকাশের সেই আলেখ্যের দিকে। তার মানস-আকাশেও কি যেন একটা ছবি কল্পনার রঙে ফুটে উঠ্‌তে চাচ্ছিল—কিন্তু, নিরাশার কুহেলিকায় সেটা কেবলই ঢাকা প'ড়তে লাগলো।

দ্বিজেন উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গ্রামোফোন খুলে গান শুনতে ব'সলো।

কলের গানের ফানেল্ থেকে নাকী সুরে কে যেন কেঁদে কেঁদে গাইতে লাগ্‌লো—

"—কেন ধরে রাখা,
ও যে যাবে চলে !
মিলন যামিনী গত হ'লে ।—"

ঝড়ের মতো রাণী সে ঘরে এসে ঢুকে ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললে—দোহাই আপনার, ওটা বন্ধ করুন একটু। এই মাত্র খোকা চোখ বুজেছে। যে বায়না নিয়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি। ওই বদ্‌খদ্ আওয়াজে ছেলেটা এখনি উঠে প'ড়বে। বন্ধ ক'রে দিন—

গ্রামোফোনটাকে নিস্তব্ধ ক'রে দিয়ে দ্বিজেন গম্ভীরভাবে ব'ললে—তা যেন দিলুম, কিন্তু আবার 'আপনি মশাই' সুরু ক'রলে কেন ?

মৃদু হেসে রাণী ব'ললে—ওইটেতেই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি যে !

দ্বিজেন আরও গম্ভীর ভাবে ব'ললে—কিন্তু, কিছুক্ষণ আগে তুমি অন্য রকম অভ্যাসের পরিচয়ও তো দিয়েছিলে।

রাণী আরও একটু হেসে ব'ললে—তা' একবার হঠাৎ বেয়াদপি হ'য়ে গেছে ব'লে কি সেইটেকেই চালিয়ে যেতে হবে ?

দ্বিজেন ব'ললে—বেয়াদপি তুমি কোনটাকে ব'লছ' ? তোমার এই আদপ-কায়দার আতিশয্যটাকেই তো আমার কাছে বেয়াদপি ব'লে মনে হয়।

রাণী এবার খুব খানিকটা হেসে উঠে ব'ললে—তাই নাকি, তবে মাপ চাইছি !—তোমার দেখ্‌ছি তাহ'লে সবই উল্টো ! নহলে আর এই গ্রামোফন বাজিয়ে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত পাড়াপড়শীর ঘুমের ব্যাঘাত ক'রবে কেন ?

প্রসন্নহাস্যে মুখ উজ্জ্বল ক'রে দ্বিজেন ব'ল্‌লে—পাড়াপড়শীর ঘুম হোক্ বা না-হোক্ তাঁ'তে আমার কি ব'য়ে গেলো ? তোমার তো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাই নি কোনও দিন ! তাহ'লেই হল !

—ঘটাও নি আবার ! ও বাবা ! রোজ রোজ তোমার ওই কলের ঘ্যান্ ঘ্যানানি শুনে ঘুম চুলোয় যাক্, আমি তো একেবারে পাগল হবার জোগাড়। রোজ মনে করতুম কাল সকালে উঠেই ওটাকে বিদায় করবো।

—তা করোনি কেন ?

—ভয় হ'তো, পাছে আবার কলের বিরহে বিকল হ'য়ে পড়ে কেউ !

—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন রাণী ? এই চৌকীটাতে এসে একটু বোসো না, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

অত্যন্ত মিনতির সুরে দ্বিজেন এই কথাগুলি ব'লতেই রাণীর ডাগর দুই ভ্রমর চোখে একটা চটুল দৃষ্টির দুষ্টুমি দেখা গেলো !

সোজা দ্বিজেনের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি কথা ?

দ্বিজেন একটু ইতস্তত ক'রে বলবার চেষ্টা করছিল—তুমি যদি অন্য রকম কিছু মনে না করো—তাহ'লে বলতে পারি—

বাধা দিয়ে রাণী ব'ললে—বুঝেছি ! আর ব'লতে হ'বে না। তুমি যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছো—এই কথা ব'লতে চাও তো ?—কিন্তু, সে আর নূতন ক'রে শুনিয়ে কি লাভ ? আমাকে ভালোবেসে তোমার কষ্ট আরও কিছু বাড়লো, আর তো কিছু নয় ;—তাই তোমার জন্যে বড়ো আমার দুঃখ হয়।

দ্বিজেন ক্ষণকাল বিস্ময় বিমূঢ়ের মতো রাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এই মেয়েটির মুখের আকার ইঙ্গিতে ও ভাব পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে যেন কি একটা জীবন-মরণের সমাচার প'ড়ে দেখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

ক'রতে লাগলো—অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করবার চেষ্টা ক'রলে,—কিন্তু, তুমি কি—রাণী এবারও তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রলে। হাসতে হাসতে ব'ললে,—আচ্ছা, ধরো, যদি তোমার কথার উত্তরে আমি বলি যে—হাঁা, আমিও তোমায় ভালোবাসি। তারপর? তুমি আমাকে বিয়ে ক'রতে চাইবে তো?—

—যদি তোমার দিক থেকে কোনও বাধা না থাকে—

কঠিন ভাবে রাণী ব'ললে—হুঁ! কিন্তু, আমার স্বামীকে আমি ভালোবেসেছিলুম—এ কথা তুমি ভুলতে পারবে কি?…আমার সেই তরুণ জীবনের প্রথম প্রেমের স্মৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও প্রীতি নিয়ে আজও আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি কি তাকে সহ্য ক'রতে পারবে?

দ্বিজেন ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে শুধু ব'ললে—যদি তুমি সত্যই আমাকে ভালোবেসে থাকো রাণী—তাহ'লে, আজ আর এ রূঢ় প্রশ্ন ক'রে তার অমর্য্যাদা কোরো না! একমাত্র এই প্রেমের মধ্যেই বিশ্বের নর-নারী জীবনে আবার নব জন্ম লাভ করে! এরই মোহন স্পর্শে মানুষের অতীত লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে, বিগত জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে গিয়ে তারা সদ্যজাত শিশুর মতো নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে ওঠে—

রাণী ব'ললে—তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি নি, কিন্তু, তোমার ভালোবাসার উপর তুমি যে আমাকে বড্ড সন্দিগ্ধ ক'রে তুললে ওই বিবাহের প্রস্তাবটা ক'রে।…তুমি আমাকে বিবাহ ক'রতে চাও কেন? তবে কি তুমি আমার এই দেহটাকেও কামনা করো? তোমার প্রেমের তপস্যায় আমার এই দেহটাই কি পূর্ণাহুতি? একে বাদ দিয়ে কি তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না?—

দ্বিজেন ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'ললে—তুমি এমন নিষ্ঠুরের মতো অবুঝ হয়ো না

রাণী !···যে লোক আমার স্ত্রীর কর্ত্তব্য প্রতিক্ষণ পালন ক'রছে, সতত আমার যত্ন নেবার জন্য পাশে পাশে রয়েছে, তাকে আমি জগতে সবার নিন্দা ও অবজ্ঞার পাত্রী ক'রে রাখতে চাইনি! তাকে তার যোগ্য মর্য্যাদার উপরই আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই! এই লুকোচুরি—এই গোপনতার আড়াল ভেঙে—স্বজন ও বন্ধুবর্গের কুৎসিত সন্দেহ ও পরিহাসের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি সহজ সরল ভাবে প্রকাশ্যে তোমাকে নিয়ে চলতে চাই। আর, তোমার ওই শেষ কথার উত্তরে, তুমি যদি আমায় বিশ্বাস ক'রতে পারো, তা'হলে বলি শোনো—একটু রূঢ় হবে কথাটা, ক্ষমা কোরো—তোমার ওই দেহটা কামনা ক'রে উঞ্ছবৃত্তি করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব !

মিউজিক্ টুলটার উপর ব'সে প'ড়ে রাণী ব'ললে—তোমাকে অবিশ্বাস ক'রতে পারবো না! আমার এই দেহটাকে তুমি ঘৃণা করো শুনে তোমার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো! কিন্তু, একটা কথা আমার শুনবে ?—তুমি এই আশে পাশের নীচ লোকগুলোর কাছে কিছুতে মাথা হেঁট ক'রো না। ওদের ভয়ে একটা বিবাহের অনুষ্ঠান ক'রতেই হবে এর কোনও অর্থ নেই! আবার কেন ওই তামাসায় নেমে অভিনয় করা ? বিশেষ, আমার মতো একজন সমাজ-পরিত্যক্তাকে ঘরে স্থান দিয়ে তুমি যখন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেইছো, তখন আর তার রক্ত-চক্ষুকে ভয় ক'রে একটা মিথ্যা আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? দুর্নাম যা' রটবার, আমার তো তা' চরম রটেছে—তবে, আমার জন্যে তোমার সুনামেও ঘা' প'ড়ছে আজ এইটেই একমাত্র আমার সব চেয়ে বড়ো আক্ষেপ !

দ্বিজেন হেসে ফেলে ব'ললে—এ দেশে পুরুষমানুষের দুর্নামে কোনও ক্ষতি হয় না রাণী। তা'কি তুমি জানো না ? তা' ছাড়া, এই সুনাম-দুর্নামের তুচ্ছ দাম দিয়ে আমি যে অমূল্য সম্পদ তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি, এ

যে কতো বড়ো দুর্লভ ধন, অন্তত সেটুকু কি আমি বুঝি নি ব'লতে চাও ?

রাণী একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—আমার কি ভয় হয় জানো ?—মনে হয়, হয় তো তুমি আমার কাছে যেটুকু পাবে তাইতেই বরাবর তৃপ্ত হ'য়ে থাকতে পারবে না ! চারপাশের বিরোধটা সেদিন তোমার কাছে আরও বেশী অসহ্য হ'লে মনে হবে। তখন হয় তো ভাববে—তোমার চলার পথে এ কণ্টক এসে পায়ে না ফুটলেই ভালো হতো।

দ্বিজেন রাণীর মুখের দিকে চেয়ে শুধু ব'ললে—তুমি ভয়ানক মেয়ে !

ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি বারোটা বেজে গেলো।

রাণী ব'ললে—আমি চললুম, তোমার শোবার সময় হ'য়েছে !

দ্বিজেন ব'ললে—হ্যাঁ, এইবার শুই। কিন্তু, আজ আর ঘুম হবে না।

—কেন ?

গ্রামোফোন্ শোনা হয় নি, গ্রামোফোন না শুনলে আমার ঘুম হয় না !

—কাল ওটাকে বিদেয় করোবই !

—আমি তো আজ এখনই বিদায় করে দিতে রাজি আছি। কিন্তু, তুমিই ত' তা' হ'তে দিচ্ছ না !

রাণী উঠে ভিতরে যেতে যেতে ব'লে গেলো—তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ! রাত্রি বারোটার সময় তোমায় গান শুনিয়ে [illegible] আমি তোমার কলঙ্কটাকে আরও ভাল ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবো ব'লতে চাও ! আজ থাক্ ! শুয়ে পড়ো। কাল শোনাবো। কেমন ? এইবার ঘুমুতে পারবে তো ?

দ্বিজেন শুতে যাবার জন্য উঠে প'ড়ে ব'ললে—

'রাণীজীর জয় হোক্!'

রাণী তার এই জয়ধ্বনি শুনে মুখটা ফিরিয়ে কৃত্রিম ভ্রূকুটি ক'রে ব'ললে—যাও! তুমি ভারি দুষ্টু হ'য়েছো!

দ্বিজেন আজ খুব খুশী হ'য়েই শুতে গেলো।

১৭

—হাঁগা, আমার অক্ষয় কবি না কি শুন্‌ছি আবার একটা বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছে?

মণিকার প্রশ্ন শুনে বিজয় হেসে উঠে ব'ল্‌লে—হাঁ, ক্ষেপেছিল বটে, কিন্তু তার সে পাগ্‌লামী আজকাল সেরে গেছে!

—কি ক'রে সারলো গা? তোমরা বুঝি তাকে পাগ্‌লা কালীর বালা পরিয়ে দিয়েছিলে?

—না, আমাদের কিছু ক'রতে হয় নি।

—তবে?···ওঃ বুঝেছি, তোমাদের প্রিয়বন্ধুর ব্যাপার দেখে বুঝি বুড়োর চৈতন্য হয়েছে?

—পাগল হয়েছো? তাতে বরং ওর আরও উৎসাহ হয়েছিল!

—কী সর্ব্বনাশ! তবে? কিসে ও বুড়োর রোগ ভাল হ'ল! লাঠৌষধিতে না কি?

বিজয় আরও হেসে উঠে ব'ল্‌লে—প্রায়! লাঠৌষধিই বটে! ওকে বাড়ীওয়ালা অসচ্চরিত্রের লোক ব'লে সে বাড়ী থেকে তুলে দিয়েছে!

—ঠিক ক'রেছে! তোমার বন্ধুবান্ধবগুলো সবাই অসচ্চরিত্র!

—না, তোমার অক্ষয় কবির সম্বন্ধে আর এই বিজয় স্বামীটির সম্বন্ধে ও কথাটি বলা চলবে না! দলের মধ্যে আমরা দু'জনই সচ্চরিত্র!

—যাও, যাও, বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যে লোক পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে বেড়ায় সে আবার সচ্চরিত্র! তার চেয়ে বরং তোমাদের ওই কেশব, কনক চাটুজ্জে, হেমদাস—এরা ঢের ভালো, কারণ, ওরা বাজারের বেশ্যা

নিয়ে আমোদ করে—গৃহস্থের বউ-ঝি'র উপর নজর দেয় না! আসল চরিত্রহীন হ'চ্ছে তোমাদের ঐ অক্ষয় বুড়ো—

—দেখো, অক্ষয়কে বুড়ো-বুড়ো কোরো না—তাহ'লে আমাদের গায়ে লাগবে! দেখতে ও প্রবীণ হ'লে কি হবে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ তরুণ থাকে তবে সে ওই তোমার অক্ষয় কবি!

—পোড়াকপাল আর কি? ওকে বাড়ী থেকে যে উঠিয়ে দিয়েছে, বেশ করেছে। একটা কচি মেয়ের মাথা খেতে বসেছিল!

—উঠিয়ে তো দিয়েছে, কিন্তু সে যে আমাদের পাড়ায় এসে বাড়ী ভাড়া ক'রেছে! এইবার সে আমার মাথা খেতে ব'সবে!

—ভয় নেই, সে পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

—কি ক'রে?

—সেদিন আমার কাছে এসেছিল প্রেম নিবেদন ক'রতে এবং কি একটা উপহারও নাকি এনেছিল, আমি কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করি নি, আর, তার উপহারও নিই নি!

—তাতে আর কি হ'য়েছে? আর এক দিন আসবে দিতে—

—না, আর আসবে না। আমাকে একখানা চার পাতা চিঠি লিখেছে,—বুড়োর অভিমান হ'য়েছে!

—ভাগ্যিস্ ওই অভিমানটুকু অক্ষয়দা'র আছে, নইলে কি রক্ষা ছিল?

—আচ্ছা, তুমি কেশবের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ ক'রতে পারো না?

—কেন বলো তো?

—ওদের সঙ্গটা যে বড়ো খারাপ! ওরা সব চরিত্রহীন, লম্পট, মাতাল—

মণিকার কথায় বাধা দিয়ে বিজয় ব'ল্লে—কে তোমাকে এ সব বলেছে?

মণিকা ব'ল্লে—অনেকের কাছেই ওদের নিন্দে শুনি! তুমি ওদের সঙ্গে বেড়াও ব'লে তোমাকেও সবাই মন্দ ভাবে, আমার তাতে ভারী মনে কষ্ট হয়!

—কেন, সবাই তো জানে আমি মদ খাই নি, বেশ্যা বাড়ী যাই নি—

অধৈর্য্য হ'য়ে মণিকা ব'ললে—সে না হয় আমরা ক'জন জানি, যারা সদা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে নিত্য দেখছি, কিন্তু, বাইরের লোক তো সে সুযোগ পায় না! তারা তোমার সঙ্গীদের সংবাদ পেয়েই তোমার সম্বন্ধেও সেই একই ধারণা ক'রে নেয়!

—তা' যদি করে মণিকা, তাহ'লে তাদের তুমি খুব বেশী দোষ দিতে পারো না, কারণ, ইংরিজীতে একটা কথা আছে যে, 'A man is known by his company' আমার হাতে যদি প্রায়ই লোকে হুঁকো দেখে তা' হ'লে এ কথা তারা অবশ্যই মনে ক'রতে পারে যে, আমি তামাক খেতে শিখেছি!

—তাই ত' বল্‌ছি যে, তুমি ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো, ওদের আড্ডায় আর যেও না।

—বারে! এ যে তোমার অন্যায় কথা মণি! আমার ভা'য়ের যদি কোনও দোষ দেখি তা' হ'লে কি তাকে ত্যাগ ক'রবো? আমরা যে সব ভা'য়ের মতন গো! ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছি, একত্রে খেলাধূলো করেছি, এক সঙ্গে বড় হ'য়েছি! সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরের জন্যে আমরা একটা আন্তরিক সহানুভূতি অনুভব করি।

মণিকা হেসে উঠে ব'ললে—আমি এইটে ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, এতগুলি লক্ষীছাড়া লোক এক সঙ্গে জুটলো কেমন ক'রে?

বিজয় এ কথায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে ব'ললে—সবাই তো'

লক্ষ্মীছাড়া নয়, আমরা দু'চার জন বটে ওই বিশেষণে বিভূষিত হবার যোগ্য, কিন্তু, কেশব, দ্বিজেন এদের তো তুমি ও কথা ব'লতে পারো না মণি! কেশব আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন! তার বাপ বেশ মোটা আয়ের বিষয় সম্পত্তি রেখে গেছেন এবং তাঁর লোহার সিন্ধুকটাও নগদ টাকা থেকে নিতান্ত বঞ্চিত ছিল না। কেশব বি-এ পাশ করেছে, কিন্তু তা' ব'লে সে তার বাপের সোনা-রূপার লাভজনক কারবারটা তুলে দেয় নি, নিজেই চালাচ্ছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিত দোকানে গিয়ে বসে এবং খাটে। সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীশ্রী নিয়েই তার জন্ম ব'লে তার কারবারও উত্তরোত্তর ফেঁপে উঠেছে।

—তবে মদ খায় কেন?

—ওকে তুমি মদ খাওয়া ব'লতে পারো না! ন'মাসে ছ'মাসে কখনও কদাচ বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অনুরোধে উপরোধে এক-আধ পাত্র খায় বটে, তা' ব'লে সে মাতাল নয়।

—কিন্তু তার চরিত্রও ত' ভাল নয়।

—ওই একটিমাত্র দুর্ব্বলতা যে তার আছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু, দেখো—এ সম্বন্ধে তাদের মত সম্পূর্ণ অন্য রকম; তোমার আমার নীতিজ্ঞানের সঙ্গে তা একেবারেই মিলবে না; ওরা বেশ্যালয়ে যাওয়াটাকে পুরুষের পক্ষে মোটেই অন্যায় ব'লে মনে করে না। ওটাকে ওরা শরীরের প্রয়োজন হিসেবে ধরে! এই, তুমি যা একটু আগে ব'লছিলে আর কি? ওরাও বলে—কুললক্ষ্মীদের সম্মান রক্ষা ক'রে যে মানুষ চলতে না পারে সেই দুশ্চরিত্র! মদ খেলে, কি বেশ্যালয়ে গেলেই চরিত্রহীন হয় না, যদি না সে তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দেয়! শিক্ষায় দীক্ষায়, দয়া দাক্ষিণ্যে, ঔদার্য্যে মহত্ত্বে ওরা কারুর চেয়েই ছোট নয়—ওই যে আমাদের দ্বিজেন, ও ছোকরা মনে করো—

বাধা দিয়ে মণিকা ব'ললে—ছি ছি, ও মিসের কথা আর লোকালয়ে বোলো না, শুনলুম ও-নাকি ওর ছেলের সেই আয়াটার সঙ্গে জুটেগেছে—

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে বিজয় ব'ললে—দেখো, এইগুলো তোমাদের কিন্তু ভারী অন্যায়, লোকের নামে অপবাদ দিতে তোমরা একেবারে সতত তৎপর! কিছু জানো না, শোনো না, অমনি একটা কুৎসা রটালেই হ'লো! সে মেয়েটি আয়া নয় মোটেই, তোমাদেরই মতো একজন ভদ্রমহিলা, দৈবদুর্বিপাকে প'ড়ে সমাজচ্যুতা হয়েছিল, দ্বিজেন সেই নিরুপায় মেয়েটিকে পথে দাঁড়াবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচিয়ে সসম্মানে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছে ব'লেই অমনি তাদের নামে একটা কলঙ্ক রটাতে হবে?

মণিকা ব'ললে—কে জানে বাপু। আমি যেমন শুনেছিলুম তেমনি বলেছি।

—শোনা-কথার উপর বেশী আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়, তার চেয়ে কেন—চলো না একদিন গিয়ে সেই আয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে তার হাল-চাল সব বুঝে আসবে।

—আচ্ছা, সে হবে এখন, তারপর, আর সব মূর্তিমানদের ব্যাপারটা কি বলো তো শুনি?

—আর সবের কথা ছেড়ে দাও—ওই এক প্রকাশ যা' বড়লোকের ছেলে—নইলে আমরা যারা কেশবের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ব'সে নিত্য আড্ডা দিই, হরদম্ পান-তামাক আর চা চুরুটের শ্রাদ্ধ করি এবং মধ্যে মধ্যে কেশবের ঘাড় ভেঙে কোনও হোটেলে কি বাগানে কিম্বা তার বাড়ীতেই 'চোর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' ভোজনের ব্যবস্থা করি—আমাদের সকলেরই হাল-চাল সমান! অর্থাৎ, সবারই সেই 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' অবস্থা! আমি তো তবু কেরাণীগিরি ক'রে মাসিক কিছু পাই, কিন্তু আমার সহচরেরা কেউ বিদেশীর কাছে দাসত্ব স্বীকার করতে রাজি

নয় ব'লে তারা হয়েছে কেউ কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ চিত্রকর! কেউ বা ইস্কুলের মাষ্টারী করে, কেউ বা খবরের কাগজের সম্পাদকতা করে, কারুর ছাপাখানা আছে, কেউ বইয়ের দোকান খুলেছে—এই রকম আর কি!

—অর্থাৎ, ছাত্রজীবনের অভিনয় শেষ ক'রে তাঁরা কেউ বেকার ব'সে নেই বটে, কিন্তু, বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চ'লতে পারে এমন আয়েরও সংস্থান কেউ ক'রতে পারেন নি, কেমন এই ত?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে, তবে কি জানো, আটকাচ্ছেনাও কারুর কিছু; কোনও রকমে কায়-ক্লেশে ধার-কর্জ্জ ক'রে এর টুপি ওর মাথায় চড়িয়ে দিন গুজ্‌রান্‌ ক'রছে সবাই। কিন্তু, তা' ব'লে আমাদের প্রতি সপ্তাহে থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখা বন্ধ নেই, ছুটি-ছাটা পেলে শহরের বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসাও চলছে। গার্ডেন পার্টি—মদের মাইফেল্‌—এ সবেরও কামাই নেই।

—আচ্ছা, কি ক'রে এ সব তোমাদের চলে? উদ্বৃত্ত আয় যাদের নেই, তারা এ সমস্ত অতিরিক্ত বাজে খরচ চালায় কেমন ক'রে আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি নি। চুরি ডাকাতী করে না কি?

বিজয় হাসতে হাসতে ব'ললে—না, এখনও অতটা করবার প্রয়োজন হয় নি, তার কারণ, যে সব বন্ধুর অবস্থা একটু বেশী শোচনীয়—তাদের বাইরে যাবার খরচ—এই ধরো যেমন—রেলভাড়া, খাওয়া প্রভৃতি, এমন কি মদ ও মেয়েমানুষের ব্যয়ও অবস্থাপন্ন বন্ধুরাই বহন করে। থিয়েটার বা বায়োস্কোপ যাবার সময় টিকিটের দাম, ট্রাম ভাড়া, ট্যাক্সীভাড়া, পান, সিগারেট, সোডা-লেমনেড, চা—কোনও কোনও দিন পেগের দাম থেকে চপ-কাটলেট পর্য্যন্ত সব খরচই কেশবের ঘাড়ে পড়ে!

—পরের স্কন্ধে এ রকম লাট্‌-নবাবী ক'রতে তোমাদের একটু লজ্জা

ক'রে না! কি ক'রে মুখে ও সব রোচে? যাদের ট্যাঁক খালি তাদের প্রাণে আবার অতো সখ কেন?

বিজয়ের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্লো। একটু ভারি গলায় সে ব'ললে—এ তোমার অন্যায় কথা মণিকা, সখটা হচ্ছে মনের ব্যাপার, অবস্থায় দরিদ্র হ'লেও মনটা তো সবার গরীব নয়! বড়লোকেরাই সৌখীন হয় বটে, কিন্তু সখের সাধটা কি তাদেরই একচেটে ব'লতে চাও?

—আচ্ছা, না' হয় থিয়েটার বায়োস্কোপই দেখ্লে, কিন্তু—

—কিন্তু কি?—মদ আর মেয়েমানুষের খরচা ব'লছো? ওটা আবহমান কাল থেকেই বড়লোকের ছেলেদের স্কন্ধে গৃহস্থের ছেলেরা চালিয়ে আসছে, ও কিছু নূতন নয়! তা' ছাড়া, আমাদের দলের মধ্যে সবাই কিছু মাতাল নয়। পালা পার্ব্বনেই খায়, তবে ধরো' হঠাৎ যদি কখনো খুব একটা আনন্দজনক ব্যাপার কিছু ঘটে তা' হ'লে দু'এক বোতল আসে, আবার নিদারুণ কিছু দুঃখের কারণ ঘটলেও ওরা মদের প্রয়োজন অনুভব করে। আর—আর কি জানো, যখন অসহ্য গরম পড়ে তখন একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য বরফ দেওয়া বীয়ারের সঙ্গে সোডা মেশানো হুইস্কীর গেলাস তারা যেমন আগ্রহে মুখের কাছে তুলে ধরে, তেমনি আগ্রহেই ডিসেম্বরের কন্‌কনে শীত এড়াবার জন্যে তারা একটু ব্রাণ্ডীর আস্বাদ নিতে উৎসুক হয়। তারপর, বাদ্‌লার দিনের কথা তুমি ছেড়েই দাও। তখন এক এক দিন জলে ভিজে গিয়ে আমারই এক আধ চুমুক খেতে ইচ্ছে হয়!

—বেশ! বেশ!—তবে আর বছরের মধ্যে বাদ দেয় তারা কবে শুনি?

—আঃ, তুমিও যেমন! এমনিই একটু আধটু নিখরচায় স্ফূর্ত্তি ক'রে যদি বেচারাদের অভাবের নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত জীবনের অশ্রুভারাক্রান্ত দিনগুলো কোনও রকমে কেটে যায়—মন্দ কি? ক'দিনই বা বাঁচবে?

সেই জন্য আমি আর কোনও আপত্তি করি নি। ক'রছে করুক্, দু'দিনের জন্যও জীবনটা উপভোগ ক'রে নিক্।

—এই যদি তোমার অভিমত তবে তুমি কেন ও রসে বঞ্চিত হ'য়ে আছো ? দলে ভিড়ে যাও !

—আমার সংস্কারে বাধে ! আমি ও-গুলোকে ছেলেবেলা থেকে দোষ ব'লেই মানতে শিখেছি এবং ওর বিরুদ্ধে যে সব নিষেধাজ্ঞা আছে, তা' পালনে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। তাকে লঙ্ঘন ক'রে যাবার মতো আমার যুক্তি বা সাহস কোনোটাই নেই !

—তবে তুমি আমাদের ব্রত-উপবাস ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপর এত চটা কেন ? দেবদ্বিজেই বা তোমার ভক্তি নেই কেন ? সে দিকে তুমি এমন খৃষ্টান হয়ে উঠ্‌লে কি করে ?

বিজয় হেসে ফেলে ব'ললে—এই দেখো তোমার আর একটা কত বড়ো ভুল। খৃষ্টান্‌রা তোমাদের চেয়েও বেশী ক'রে ধর্ম্মকে মানে এবং খৃষ্টান-ভক্তরা কেউ তোমাদের চেয়ে কম গোঁড়া নয়। তাদের ভগবানের একজাত পুত্রের প্রতি এবং প্রচারক পাদ্রীদের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে ; সুতরাং 'খৃষ্টান্' ব'ল্‌লে আমাকে অতিরিক্ত সম্মান্ করা হয়।

মণিকা মৃদু হেসে তার তর্জ্জনী নেড়ে ও মস্তক সঞ্চালন ক'রে ব'ল্‌লে—তা' হ'লে আজ থেকে তোমাকে আমি 'নাস্তিক' ব'লে ডাক্‌বো—

—কেন ? নাস্তিক হলুম কিসে ? আমি তোমাদের ও ঘেঁটু ঠাকুর বা ইঁতু দেবতা মানিনি বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে যে মানি তোমাদের চেয়েও অনেক বেশী !

—তার প্রমাণ কি ? তুমি তো আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতাকেই গাঁজাখুরি গল্প ব'লে উড়িয়ে দাও !

—সেই জন্তেই তো ভগবানকে তোমাদের চেয়ে বেশী ক'রে আমি মানতে পারি! তেত্রিশ কোটী দেবতার ভিড়ে তিনি তোমাদের কাছ থেকে বেশ সহজে লুকিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার কাছে একেবারে সোজা-স্নুজি ধরা প'ড়ে যান!

এ কথাটা যেন মণিকার মনে লাগ্‌লো, একটু ভেবে ব'ললে—ঈষ্‌, একেবারে কথার ভট্‌চাযি্য! মুখে মুখে জবাব লেগেই আছে!—তা' তুমি একা মানলে কি হবে? তোমার দলের কেউ মানে কি?

একটু কুণ্ঠিত হ'য়েই যেন বিজয় ব'ললে—না, আমাদের দলকে দল কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্বটা প্রকাশ্য ভাবে মানে না—এটুকু ব'লতে পারি। আমাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের মধ্যে স্থাপত্য কলার ও ভাস্কর্য্য শিল্পের কোনও নৈপুণ্য যদি দেখতে পাওয়া যায় তা' হ'লে আমাদের দলের অনেকেই তার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে সবের কোনটার এতটুকু দেবত্বও তারা স্বীকার করে না!

—তবে তোমরা ছুটির দিনে কখনো বেলুড় মঠে, কখনো দক্ষিণেশ্বরে ছোটো' কেন? মাঝে মাঝে দল বেঁধে গঙ্গাস্নান ক'রতেই বা যাও কেন?—

—ভালো লাগে ব'লে। গঙ্গাস্নানে বেশ আরাম বোধ করি! বেলুড়ে বা দক্ষিণেশ্বরে বেড়িয়ে এসে বেশ একটা শান্তি পাই।

—ওঃ, তা হ'লে তোমরা দেখ্‌ছি সব হিন্দু-নাস্তিক!

বিজয় আবার হেসে ফেললে। মণিকাকে খুশী হ'য়ে একটু আদর ক'রে ব'ললে—হিন্দু-নাস্তিক! মন্দ নয়, কথাটা বড়ো লাগসই ব'লেছো! আমরা কোনও শাস্ত্র কোনও ধর্ম্ম কোনও আচার না মানলেও কোনও দিনই এ গুলোকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করি নি। মন্দির মসজিদ ও গির্জ্জার অস্তিত্ব আমাদের কাছে সমান নিরর্থক ব'লে মনে হ'লেও অপ্রীতিকর একটুও নয়।

—কিন্তু, তোমাদের অক্ষয় কবির প্রেমে পড়াটা তো দেখলুম তোমার বেশ অপ্রীতিকর লেগেছিল।

বিজয় এবার একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—দেখো, আমাদের দলের কেউ অক্ষয়ের এই প্রেমে পড়া রোগটাকে খুব বেশী মারাত্মক ব'লে মনে ক'রতো না বটে, কিন্তু, আমি এটাকে কোনও দিনই সমর্থন ক'রতে পারি নি। আমার মনে হয় যে-বিবাহিত পুরুষ তার গত-যৌবনা স্ত্রীকে জীর্ণ-বস্ত্রের মতো অবহেলা ক'রে নিত্য নূতন প্রেমের সন্ধানে ঘোরে সে লোক শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, পাষণ্ড। আমার বন্ধু-পত্নীরা সকলেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। তারা কেউ অক্ষয়কে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তার সম্বন্ধে তর্ক উঠলে বন্ধুরা তাঁদের পত্নীদের অভিমতের বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ করতেন না, বরং বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ব'সে তাদের কথাই সমর্থন করতেন, কিন্তু তাদের নিজস্ব মত ছিল ঠিক তার বিপরীত! তারা বলে—বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব! এবং, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত পরকীয়া ও সহজিয়া প্রেমের নজিরটাকেই তারা সব চেয়ে বড়ো ব'লে ঘোষণা করে! আর, সেই জন্যেই দেশের পণ্যা রমণীদের তারা একটুও ঘৃণা করে না! বরং, তাদের প্রতি আমাদের দলের একটা গভীর সহানুভূতি আছে দেখতে পাই! প্রায়ই কেশবের অনুগ্রহে কিম্বা আর কারুর স্কন্ধে চেপে তারা সহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সব দিকেরই গণিকা পল্লীর নব নব অধিবাসিনীদের গৃহে গিয়ে মাঝে মাঝে আতিথ্য গ্রহণ করে। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের বান্ধবী ব'লে পরিচয় দিতে তারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না!

মণিকা তার দু'ই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ব'ললে—কী সর্ব্বনাশ! তুমি এই সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো? এদের বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা করে না?

বার দু'ই মাথাটা চুলকে নিয়ে মুখটা একটু নীচু ক'রে, বিজয় ব'ললে—কোনও কোনও জায়গায় পরিচয় দিতে লজ্জা যে করে না এমন কথা ব'লতে পারিনি, তবে, একটা কথা কি জানো?—সেই যাকে বলে 'ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়' দেশের লোকের নৈতিক অবস্থা তাই আর কি! সুতরাং, মেলামেশাটা ছেলেবেলা থেকে যাদের সঙ্গে ক'রে আসছি তাদের কেন ত্যাগ ক'রবো? আর, লজ্জাই বা ক'রবো কার কাছে? আজকাল সবাই তো ওই দলের! শুধু এই আমাদের মতো অল্প জনকতক বেরসিক আছে বটে, কিন্তু,—তারা যেন এ কালে একেবারে সৃষ্টি-ছাড়া!

—বলো কি গো? সবাই ওই রকম?

—হ্যাঁ, তা' এক রকম সবাই বই কি!

—আচ্ছা, তোমরা এই যে মাঝে মাঝে দল বেঁধে বিদেশে বেড়াতে যাও- তখন কি করো?

—তখনও অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটিই থাকে না। মদের বোতল সব সঙ্গেই থাকে, ট্রেনে পা' দিলেই সোডার ব্যবস্থা হয়। এবং যেখানেই যাই না কেন, গাড়ী থেকে নেমেই বন্ধুরা সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন!

—ছি ছি! আমি আর তোমার ও বন্ধুবান্ধবদের সামনে বেরুবো না!

—কেন মণিকা, তোমার সম্মান তো ওরা কোনও দিন ক্ষুণ্ণ করে নি! সেদিকে তো ওরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক! তা' ছাড়া, আমাদের প্রত্যেকের স্ত্রীই যখন সকল বন্ধুর সামনে বেরোয় এবং কথা কয়, তখন তোমার এ আচরণ যে বড়ো দোষের হবে। আমরা আমাদের দলের মধ্যে তো কোনো পর্দ্দার বালাই রাখি নি।

—আমি ওদের সবার স্ত্রীর কাছেই তোমাদের স্বরূপ পরিচয় জানিয়ে দেবো এবং সকলকেই তোমাদের সামনে আর যেতে নিষেধ ক'রে দেবো।

—তা'তে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফল্‌বে ব'লে মনে হয় মণিকা!

—কেন?

—ওরা স্ত্রীর কাছে এখনও যেটুকু সঙ্কোচের আবরণ রেখে চলে সেটা যদি তুমি একবার ভেঙে দাও, তা' হ'লে তো সব একেবারে বে'পরোয়া হ'য়ে যাবে! ধরা প'ড়লে চোর মরিয়া হ'য়ে ওঠে জানো না? এখন ওরা শ্রীরামপুর যাচ্ছি—বা কোন্নগর যাচ্ছি ব'লে, কিম্বা আগড়পাড়ার বাগানে নেমন্তন্ন আছে জানিয়ে বাড়ী থেকে ছুটি নেয়! কিন্তু সব জানাজানি হয়ে গেছে বুঝ্‌লে ওদের ভয় কে'টে যাবে, তখন, ওই কেশবের আড্ডায় বসেই মদ চ'লবে হয় ত'। এখন ওরা যেখানেই থাক্, রাত্রি দশটা এগারটার মধ্যেই যেমন ক'রে হোক্ ফিরে আসে, কিন্তু তখন হয় ত' তা'রা সারা রাতই আর ফিরবে না।

—তা' যা' ব'লেছো; সেই একটা মস্ত ভয় আছে!

—সেই জন্যই তো আমার বন্ধুবান্ধবদের স্বরূপ পরিচয় এতদিন তোমার কাছ থেকে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। পাছে তুমি শুনে ওদের স্ত্রীর কাছে সব গল্প করো সেইটে ছিল আমার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা।

—তবে আজ সব ব'ললে কেন?

—আজ তোমার উপর আমি নির্ভর ক'রতে পারি। এখন তুমি সত্যিই বড়ো হ'য়েছো, তোমার দায়িত্বজ্ঞান হ'য়েছে!

—তুমি আর হাড় জ্বালিও না বাবু! দুই ছেলের মা আমি, এতদিন পরে বুঝি সাবালক হলুম?

—তুমি রাগ কোরো না মণিকা, কিন্তু সত্যিই তাই! ছেলের মা হ'লেও আমাদের দেশের অনেক মেয়েরই দায়িত্ব জ্ঞান জন্মায় না। তাদের মনের পরিণতি ঘট্‌তে বিলম্ব হয়।

—আচ্ছা, তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো?

—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে ?

—তুমি যে ব'ললে, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা হ'তে পারে না!

—সেটা তো আর আমার মত বলি নি। ওরা তা'ই মনে করে বলেছিলুম।

—আচ্ছা, কেন ওরা তা' মনে করে ? এই ত'—আমি তো তোমাকে খুব ভালোবাসি! আমার মতন কি ওদের স্ত্রীরাও ওদের ভালোবাসে না ?

—তা' আমি ঠিক ব'লতে পারি নি, তবে আমার মতো তারা যে কেউ তাদের স্ত্রীকে ভালোবাসে না এ কথা ঠিক্! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বিজয় যেন তা'র কথার প্রমাণস্বরূপই মণিকার অধরে একটি সানুরাগ চুম্বন এঁকে দিলে।

মণিকার সুন্দর মুখখানি একটা খুশী ও আনন্দের তৃপ্তিতে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো! সে বললে,—দেখো, আমি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তোমায় বলি নি এতদিন, ওদের স্ত্রীরা সত্যিই ওদের তেমন ভালোবাসে না, কেমন যেন একটা ঢিলেঢালা আলগোছ্‌ ভাব! তেমন বেশ আঁতের টান একটা কারুরই নেই!

বিজয় মণিকাকে আদরে আপন বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে ব'ললে,—তোমার তো আমার উপর আছে, তা' হ'লেই হ'ল! দুনিয়ায় আর কারুর থাক্ বা না-থাক, তাতে আমার কি এসে যায় ?'

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বিজয় আবার ব'ললে,—ভালোবাসা ছেলেখেলা নয় মণি,ওটা একটা দুর্লভ সম্পদ! প্রাণ দিয়ে না ভালোবাসতে পারলে কি ভালোবাসা পাওয়া যায়! ওটা একটা সৌখীন বিলাসের সামগ্রী নয়। ওরা যদি ওদের স্ত্রীর কাছ থেকে ভালোবাসা না-পেয়ে থাকে, তবে সে জন্য দায়ী ওরা নিজেরা। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

ভালোবাসা হওয়া সম্ভব নয় ব'লে যারা মনে করে, তাদের কাছে ওটা চিরদিন অসম্ভবই থেকে যায়—কি বলো ?

—নিশ্চয় ! তবে তোমাদের ওই কনক চাটুজ্জে তার স্ত্রী রেণুকে না কি একটু ভালোবাসে শুনেছি !

—ক্ষেপেছো ? ও মুখের ভালোবাসা ; স্ত্রীকে যদি সত্যই সে ভালো-বাসতো তা'হলে 'আশা' ব'লে একটা বেশ্যার প্রেমে অমন ক'রে ডুবে থাক্‌তে পারতো না।

—বলো কি ? তুমি যে আমাকে অবাক্‌ ক'রে দিলে। অমন একজন শিক্ষিত লোক, কতো উপন্যাস, কতো গল্পের বই লিখেছে, ও এমন নষ্ট ? বেশ্যা রেখেছে ?

—রেখেছে না আরও কিছু। হাতী পোষবার খরচ পাবে কোথা ? সেই মাগীটাই বরং ওকে রেখেছে ব'লতে পারো !

—ছি ছি ! গলায় দড়ী !

—তাই বটে ! আমাদের মধ্যে একমাত্র দেখতে পাই, ওই হেমদাস আর তার স্ত্রী ছায়া—এদের দু'জনের মধ্যেই একেবারে ঠিক্‌ ভালোবাসা না থাক্‌—অন্তত একটা বন্ধুত্ব আছে বেশ !

—কিন্তু, তোমাদের ঐ যে প্রধান আড্ডাধারী কেশব—সে আর তার স্ত্রী কমলা—এদের মধ্যে তো একতিলও বনিবনাও দেখতে পাই নি !

—ওরা যে দু'জনেই একেবারে দু'রকম প্রকৃতির কি না ? দু'জনেই ভারী একগুঁয়ে—জেদী—সেদিক দিয়ে ধ'রতে গেলে তোমার অক্ষয় কবির স্ত্রী—আমাদের বৌদি'—একেবারে আদর্শ পত্নী ! স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো চলেন না ! একেবারে নিতান্তই পতিব্রতা ! অক্ষয়ের সমস্ত অনাচার তিনি মুখ টিপে সহ্য করেন।

—আর ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীটি মারা গিয়ে বড্ড রক্ষে পেয়েছেন কি বলো ?

—সে আর—একবার ক'রে ব'লতে ? আমার মনে হয় পাগ্‌লার গান গাওয়ার উৎপাতে অতিষ্ঠ হ'য়েই ভদ্রমহিলা প্রাণত্যাগ করেছেন ! ক্ষিতীশ যে আর বিয়ে করে নি এইটেই সে একটা মস্ত বড়ো সুবিবেচনার কাজ করেছে !

—কিন্তু তোমাদের ঐ প্রিয়ধনটা কি বিশ্রী কেলেঙ্কারী ক'রলে বলো তো ?—

—যাক্ গে, সে কথা আর তুলো না ; ওর কথা মনে হ'লে আমার এমন রাগ হয় !

—আচ্ছা, তোমাদের দলের সেই কারা জয়পুরে বায়োস্কোপের ছবি তুলতে গেছ্‌লো—তারা ফিরেছে ?

—হ্যাঁ, আধমরা হ'য়ে ফিরেছে। সেখানে ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে, টপাটপ্ সব লোক ম'রছে ! ওরা বড্ড প্রাণে বেঁচে গেছে !

—ওদের বায়োস্কোপের ছবিটা কবে দেখানো হবে ? আমায় সেদিন নিয়ে যেও কিন্তু !

—সে ছবির দফা রফা হ'য়ে গেছে ! সেখানে ওরা সব কে জানে কী কাণ্ড করেছিল। জয়পুরের মহারাজ ওদের তাড়িয়ে দেবার সময় ছবিখানি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত ক'রেছেন !

—বেশ ক'রেছেন ! আপদ বালাই ঘুচেছে। তোমাদের সেই আইবুড়ো বন্ধু প্রকাশ না সেখানে ছিল শুনেছিলুম ! তার কি খবর ? ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরে নি তো ?

—না, সে তার অনেক আগেই চ'লে এসেছিল। তার বাপ গিয়ে তাকে ধ'রে এনেছিল।

—ওর একটা তোমরা ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দাও না! বলো তো আমি ঘটকালি করি! আমার সন্ধানে বেশ একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, গান বাজনা, লেখাপড়া, শিল্পকর্ম্ম, সংসারের কাজও সব জানে, দিব্যি মেয়ে! বয়স'ও হ'য়েছে, ওর সঙ্গে সাজবে ভালো—

—ও যে বিয়ে ক'রবে না ব'লে একেবারে ভীষ্মের পণ করেছে। নইলে, বাংলা দেশে কি আর মেয়ের অভাব আছে; বিশেষ, প্রকাশ যখন অমন সুপাত্র!

—ওর বিধবা বোন্ উমা একজন মস্ত বড়ো সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছে না? প্রায়ই কাগজে পত্রে তার লেখা দেখতে পাই!

—কেমন লেখে?

—ছাই। বিধবা মানুষের অতো প্রেমের কবিতা লেখা কেন? গল্প-গুলোতেও সব হতাশ-প্রেমিকের ছবি!

—এ যে তোমাদের অন্যায় কথা মণি, বেচারী বিধবা ব'লে কি সাহিত্যেও সে আতপ চাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ ছাড়া আর কিছু লিখতে পাবে না!

—জানি নি বাবু! চলো খাবে চলো, রাত হ'য়েছে।

—মা কি ক'রছেন?

—তাঁর আজ একাদশী, তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন।

—আজকে ছেলেদের এ ঘরে এনে শোয়ালেই হ'তো, রাত্রে উঠে মাকে বিরক্ত ক'রবে হয়ত'।

—তা' আমি কি ক'রবো বলো? আমি ত' তাই বলেছিলুম, কিন্তু নাতি দু'টিকে দু'পাশে না নিয়ে শুলে মা'র যে ঘুম হবে না, আর ছেলে-গুলোও ঠাকুরমার কাছে না হ'লে শোবে না!

—তা ভালো'। চলো খেয়ে নিই গে—

১৮

—এই যে প্রকাশদা' এসেছো ? ভালই হয়েছে, শীগ্‌গির চলো, বাবা তোমায় ভয়ানক খুঁজছেন। আমি এইমাত্র বামুনদি'কে পাঠাচ্ছিলুম তোমায় ডেকে আনবার জন্য ?

—কেন রে নিভা ?—মাষ্টারমশাই আজ কেমন আছেন ?

—ভালো নয় দাদা, আজ যেন একটু বেড়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে ! দিদির একখানা চিঠি আসবার পর থেকে বাবা বড্ড ছট্‌ফট্‌ ক'রছেন ! কেবলই তোমায় খুঁজছেন, তুমি এখুনি চলো—

ব'লতে ব'লতে নিভা প্রকাশের একটা হাত ধ'রে টানতে টানতে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রলে।

—বাবা, প্রকাশদা' এসেছে।

মাষ্টারমশাই তাঁর রোগশীর্ণ মুখের কোটরগত দুই চক্ষু প্রকাশের দিকে ফিরিয়ে অতি দীনহীন করুণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর তাঁর দুর্ব্বল হাত দু'খানি প্রকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললেন—এসেছো ?' তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম ! আমার আর কে আছে বলো—তোমরাই ভরসা—আমার কাছে এসে বসো—বড়ো দরকার তোমাকে !

তার পর নিভার দিকে চেয়ে ব'ললেন—খুকী, তুই একবার বাইরে যা' তো মা, প্রকাশের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট্‌ কথা আছে।

নিভা তার কিশোর মনের অদম্য কৌতূহলকে বহু কষ্টে সংযত ক'রে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মাষ্টারমশাই তাঁর ক্ষীণ-কণ্ঠ আরও ক্ষীণতর ক'রে প্রকাশকে

ব'ললেন—আমার বড়ো বিপদ প্রকাশ! জয়পুর থেকে কাল বিভার চিঠি পেলুম, জামাইয়ের নাকি সেখানে ভারী অসুখ। দেখবার শোনবার কেউ নেই, পত্রপাঠ আমাকে সে যেতে লিখেছে; কি করি বলো তো? পাছে মেয়েটা সেই দূর বিদেশে আমার জন্য ভেবে ভেবে সারা হয়,—এই মনে ক'রে আমার অসুখের কোনও খবরই তাকে দিই নি। আজ আবার আমাকে যাবার জন্য আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করেছে! এখন উপায়?

—কী অসুখ হয়েছে নির্মলবাবুর? কিছু লিখেছে কি সে আপনাকে?—

—লিখেছে; ডাক্তাররা ব'লেছেন—ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—হ্যাঁ, জয়পুরে এখন ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে বটে, আমাদের দু'টি বন্ধু সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছেন, তাঁদের মুখে-শুনলুম ইনফ্লুয়েঞ্জা সেখানে একেবারে এপিডেমিকের মতো break out ক'রেছে।

কাতর কণ্ঠে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কী হবে বাবা?

প্রকাশ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে ব'ললে—ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। আমি যা' হয় একটা ব্যবস্থা ক'রছি। এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি যদি ওই সব ভাবেন তা'হলে যে আপনার অসুখ আরও বেড়ে যাবে।

—কি ক'রবো বাবা! না ভেবেও যে থাকতে পারিনি। ওরা যে আমার মাতৃ-হারা সন্তান!

ব'লতে ব'লতে বৃদ্ধের চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্লো। মৃতপত্নীর প্রেমের মধুর স্মৃতি তাঁর রোগার্ত্ত অন্তরের মধ্যে যেন তাজ-মহলের মতোই শুভ্র সমুজ্জ্বল ও বিরাট হ'য়ে দেখা দিলে।

এই সময় নিভা ঘরের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনি কি বাইরে একটু অপেক্ষা করবেন?

—না না? তাঁকে ভিতরে নিয়ে এসো নিভা—ব'লতে ব'লতে প্রকাশ

নিজেই বাইরে বেরিয়ে এলো এবং ডাক্তার-বাবুকে সঙ্গে ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলো।

রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখে ডাক্তারের মুখ অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো, জিজ্ঞাসা ক'রলে—সকালে মিক্‌শ্চারটা একঘণ্টা অন্তর দু'বার খেয়েছিলেন কি ?

মাষ্টারমশাই অপ্রতিভের মতো ব'ললেন—না, ডাক্তার-বাবু, মাপ ক'রবেন, আজ আমার মনটা ভালো নেই ঔষধপত্র খেতে ভুলে গেছি।

প্রকাশ ডাক্তারকে রোগীর মনের অবস্থা সব বুঝিয়ে ব'ললে। ডাক্তার তখন নিজে এক দাগ ওষুধ ঢেলে রোগীকে খাইয়ে দিয়ে যাবার সময় প্রকাশকে ডেকে ব'লে গেলেন—খুব সাবধান, রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন, নাড়ীর যে অবস্থা দেখছি—তা'তে সেরে ওঠবার আশা খুবই কম! হঠাৎ মনে কোনও আঘাত পেলে হার্ট-ফেল হ'য়ে মারা যেতে পারেন।

ডাক্তার যেতে-না-যেতেই নিভা ছুটে এসে সদরের গলি-পথেই প্রকাশকে ধ'রে তার সোৎসুক দুই চোখ মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ডাক্তারবাবু কি ব'লে গেলেন প্রকাশদা' ?

প্রকাশ একটু ইতস্তত ক'রে ব'ললে—রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে ব'লে গেলেন।

—দিদির জয়পুর থেকে কি টেলিগ্রাম এসেছে বলো না!

—তোমার জামাইবাবুর বড়ো অসুখ। তাই, মাষ্টারমশাই এতো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। তোমার বাবার শরীরের অবস্থা তুমি কি বিভাকে চিঠিতে জানাও নি কিছু ?

—না, বাবা যে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন, ব'লেছিলেন—বিভা শুনলে

বিদেশে ভেবে ভেবে খুন হবে, তাকে আমার অসুখের কথা কিছু লিখিস্ নি খুকী!

—এখন কি করা যায়? বিভা যে টেলিগ্রাম করেছে মাষ্টারমশাইকে এখনি জয়পুরে যাবার জন্যে?

—কী হবে! বাবা যে বিছানাতেও আর উঠে ব'সতে পারছেন না, কে যাবে?

—তাইতো ভাব্‌ছি। ব'লে প্রকাশ সত্যই একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। নিভা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে নীরবে চেয়ে থেকে তার ডান হাতটি ধ'রে ব'ললে—প্রকাশদা', তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে বলো?—তুমি গিয়ে দিদিকে আর জামাইবাবুকে এখানে নিয়ে এসো।

প্রকাশও ঠিক এই উপায়ই চিন্তা করছিল; কিন্তু এর, বিরুদ্ধে যে দু'টি কঠিন বাধা আছে, তা' কেমন ক'রে অতিক্রম করা যায়, এইটে সে কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'রতে পারছিল না। প্রথম বাধা—বিভা তাকে জয়পুরে যেতে বিশেষ ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে। তার সে কাতর মিনতি ঠেলে সে কোন্ লজ্জায় আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে? বিভা হয় তো মনে ক'রবে, 'আমি এই সুযোগটুকু গ্রহণ করবার লোভ সংবরণ ক'রতে না পেরে জয়পুরে ছুটে গেছি! দ্বিতীয় বাধা—আমি জয়পুরে গেলে রোগশয্যাশায়ী মাষ্টার-মশাইকে এখানে দেখবে কে?

প্রকাশকে নিরুত্তর থাকতে দেখে নিভা তার হাতটা ধ'রে নাড়া দিয়ে আবার ব'ললে—তোমাকেই যেতে হবে প্রকাশদা', তা'-ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখ্‌ছিনি। ভেবে আর লাভ কি?

প্রকাশ চ'ম্‌কে উঠে ব'ললে—তাই তো নিভা, কিন্তু, আমি গেলে এখানে তোমার বাবাকে দেখবে কে?

নিভা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে ব'ললে—তুমি গিয়েই তাদের নিয়ে চলে এসো, বেশী দেরী কোরো না। বাবাকে দেখা-শোনার ভার দু'চার দিনের জন্মে তুমি আমার উপর দিয়ে যেতে পারো।

—তুই কি একলাটি সামলাতে পারবি ভাই? এ রকম রোগীকে তোর মতন একটি ছেলেমানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাই কি ক'রে?

নিভা অনুযোগের সুরে ব'ললে—বারে! আমি বুঝি এখনও ছেলে-মানুষ আছি? আমার বয়সী কতো মেয়ে বলে শ্বশুর-ঘর ক'রছে!

ঈষৎ হেসে প্রকাশ ব'ললে—ওঃ! বুঝেছি, তোমারও বুঝি তাদের মতো শ্বশুর ঘর করবার সাধ হ'য়েছে? তাই, সেই কথাটা এমন ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে জানাচ্ছো?

নিভা লজ্জিত হ'য়ে ব'ললে—যাও, তুমি ভারী অসভ্য! আমি বুঝি তাই ব'ললুম?

—তা' এতে আর লজ্জা কি? ব'লেছো বেশ করেছো, মাষ্টারমশাই সেরে উঠলেই তোমার বিয়ের আয়োজন করা যাবে! ব'লে প্রকাশ হাস্‌তে লাগ্‌লো।

—আচ্ছা, তাই কোরো, এখন দয়া ক'রে জয়পুরে রওনা হবার ব্যবস্থা ক'রো দেখি, দুষ্টু কোথাকার! দিদি আর জামাই-বাবুকে যেমন ক'রে হোক্‌ এখানে নিয়ে আসা চাই। এই ব'লে নিভা প্রকাশের মুখের দিকে এমন একটা অকুণ্ঠ দৃষ্টি মেলে চাইলে যে প্রকাশ সে চোখের মধ্যে আর একজনের চির-পরিচিত দৃষ্টির ছায়া দেখ্‌তে পে . যেন চ'ম্‌কে উঠ্‌লো!

এমন সময় বামুনদিদি সেখানে এসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে নিভার কাণে কাণে ব'ললে—নিভাদি,' চা'য়ের জল গরম হ'য়েছে!

নিভা শুনেই ছুটে গেলো প্রকাশের জন্য চা ক'রে আনতে। যাবার সময় ব'লে গেলো—এক মিনিট বোসো প্রকাশদা,' তোমার চা তৈরি ক'রে নিয়ে আসি। যেন পালিয়ো না ভাই ; লক্ষ্মীটি!—

নিভা রান্না-ঘরের দিকে চ'লে গেলো ; প্রকাশ সেইদিক পান চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগ্‌লো—বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয় দেড় বছর এখনও পূরো হয়নি—এই মেয়েটি ছিল এ বাড়ীর একটি আদুরে মেয়ে, তার দিদির সম্পূর্ণ মুখ-চাওয়া এক মাতৃহীনা বালিকা! আর আজ? আজ সে একেবারে এ সংসারের হাল ধ'রে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর আসনে উঠে বসেছে! কথা-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে—একেবারে পাকা গৃহিণী হ'য়ে উঠেছে এই সেদিনের কুসুম-কলিকা কিশোরী কুমারী!

নিভার কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ, তার হরিণ-নয়নের চকিত চাহনি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশের মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো বিভার স্মৃতিই বিভাসিত ক'রে তুলছিল।

চা ও জলখাবার নিয়ে নিভা ফিরে আসতেই প্রকাশ ব'ললে—এ তুমি বড়ো অন্যায় ক'রছো নিভ্! এই অসুখের বাড়ীতে রোজ রোজ তুমি যদি এই রকম জলখাবারের হাঙ্গামা করো তা' হ'লে সেটা মোটেই ভালো দেখায় না ; এক-আধ কাপ্ চা পর্য্যন্ত চ'লতে পারে বটে, কিন্তু এ সব কি? কোনওদিন কচুরী, কোনওদিন নিম্‌কি, কোনওদিন সিঙাড়া, কোনও দিন—

বাধা দিয়ে নিভা ব'ললে—তোমাকে আর ময়রার দোকানের ফর্দ্দ আওড়াতে হবে না, থামো! অসুখের ছুতো ক'রে অন্য কারুর জলখাবার ফাঁকি দেওয়া চ'লতে পারে প্রকাশদা,' কিন্তু, তোমাকেও রোজ না খাইয়ে ছেড়ে দিতুম শুনলে দিদি এসে কি আর আমাকে আস্ত রাখবে?

নিভার মুখে এ কথাটা শুনে প্রকাশ আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলে না, ব'লে ফেললে—কেন, তোমার দিদি তো জয়পুর থেকে আমাকে না খাইয়ে ধুলো পায়েই বিদায় ক'রে দিয়েছিল, এবং আর কখনও যাতে আমি জয়পুরে না যাই, সেই রকম প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে ছেড়েছিল! তাই ত' ভাবছি নিভা, আমার জয়পুরে যাওয়াটা কি ভালো হবে? তোমার দিদি হয়ত' সেটা মোটেই পছন্দ করবে না!

নিভা এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগ্‌লো!

প্রকাশ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—এর পরও কি তুমি আমায় জয়পুরে যেতে বলো?—

একটু ইতস্তত ক'রে নিভা ব'ললে—না!

—তাহ'লে উপায়? কাকে জয়পুর পাঠাবো—তাদের আনাবারই বা কি ব্যবস্থা ক'রবো?

ব্যাকুল হ'য়ে উঠে নিভা ব'ললে—আমি জানিনি ভাই, নারায়ণের মনে যা' আছে তাই হবে—ও কি, কচুরি যে একখানা পড়ে রইলো, ভালো হয় নি বুঝি? দিদি তৈরি ক'রে দিলে এতক্ষণ আরও চারখানা চেয়ে নিয়ে খেতে!

প্রকাশ অবশিষ্ট কচুরিখানা তুলে নিয়ে ব'ললে—কিছুই যেন আর ভালো লাগে না আমার—এ জীবনটাই একেবারে বিস্বাদ হ'য়ে গেছে নিভ।

নিভা কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় বামুনদিদি এসে চাপা গলায় ব'ললে—কর্ত্তা তোমায় খুঁজছেন দিদিমণি!

নিভা ছুটে তার বাবার কাছে গেলো।

প্রকাশ কি ক'রবে তখনো পর্য্যন্ত কিছু স্থির ক'রতে না পেরে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলো।—

প্রকাশ তার পড়বার ঘরে ব'সে আকাশ পাতাল ভাবছিল—বিভার সম্বন্ধে কি করা যায়!

উত্তপ্ত নিদাঘের দীপ্ত দ্বিপ্রহর তখন চারি দিকে উগ্র রৌদ্রশিখার অসহ্য দাবদাহ বিকীর্ণ করছিল।

একটি বড়ো কাঁচের গেলাসে স্ফটিকের মতো একটুকরো বরফ ভাসানো স্বচ্ছ সবুজ সরবৎ ভ'রে নিয়ে উমা এসে ব'ললে—খেয়ে দেখো না দাদা, এই কাঁচা আমের সরবৎ টুকু কেমন হয়েছে।

প্রকাশ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সরবতের গেলাসটি নিয়ে একটি মস্ত বড়ো চুমুক দিয়ে ব'ললে—আঃ! কি আরাম! শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হ'য়ে গেলো! চমৎকার সরবৎ করেছিস্ উমা। বেড়ে লাগছে! তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; আচ্ছা, তুই কি হাত গুণ্‌তে জানিস্? কি ক'রে টের পেলি যে এ সময় এক গ্লাশ ঠাণ্ডা সরবৎ আমার কাছে একেবারে অমৃতের মতো সুস্বাদু লাগবে!

উমা একটু গর্ব্বের ও তৃপ্তির হাসি হেসে ব'ললে—তোমাদের কখন কি প্রয়োজন তা' জানবার জন্য আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার আবশ্যক হয় না। আমরা by instinct টের পাই। নইলে ঘর-সংসার চালানো সম্বন্ধে আমরা তোমাদেরই মতো অযোগ্য হ'য়ে দাঁড়াতুম।

—ঈষ্! একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছেন দেখছি! একফোঁটা মেয়ে—অহঙ্কারে আর মাটিতে পা' পড়ে না যে! বাবা আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির পরকাল ঝর্‌ঝরে ক'রে দিয়েছেন দেখছি!

উমা ব'ললে—আদরে বাঁদর হ'য়ে ওঠে ছেলেরা—মেয়েরা নয়! কতো

কষ্ট ক'রে আমি এই ঠিক দুপুর রোদে তোমার জন্য আম-পুড়িয়ে সরবৎ ক'রে এনে খাওয়ালুম, কোথায় তুমি আমায় ধন্যবাদ দেবে—তা' নয় উল্টে বকুনি! পুরুষ জাতটাই বড়ো অকৃতজ্ঞ!

—তোর এ অভিযোগ যে এতটুকুও সত্যি নয়, মাষ্টার মশাইয়ের ছোট মেয়ে নিভা তার সাক্ষী দিতে পারবে।

—ওঃ! ভারী তো; মাষ্টারমশাইয়ের অসুখ করেছে শুনে দু'বেলা তাঁর দেখা-শোনা ও চিকিৎসার একটু তদ্বির ক'রছো ব'লে অমনি তোমার 'তম' হয়েছে যে!...কিন্তু, আমি যে জানি দাদা, তুমি এ অসুখের তদ্বির ক'রতে যাও মাষ্টারমশাইয়ের খাতিরে নয়,—আমাকে তো আর তুমি বোকা বোঝাতে পারবে না!

প্রকাশ একটু লজ্জিত হয়ে উঠে ব'ললে—কেন, তার সঙ্গে আর এখন আমার খাতির কিসের?

ব'লতে ব'লতে টেবিলের উপর থেকে বিভার টেলিগ্রামখানা তুলে নিয়ে চকিতের মধ্যে একবার দেখে প্রকাশ হাতের মুঠোর মধ্যে সেটাকে দুম্‌ড়ে ফেলতে লাগ্‌লো।

উমা গম্ভীর ভাবে ব'ললে—দেখো দাদা, তুমি আমাদের যদি ঠকাতে চাও—ঠকাও, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই তোমার ভাই, নিজেকে কোনো দিন ঠকাবার চেষ্টা কোরো না।...তোমার হাতে ওটা কি? একখানা টেলিগ্রামের মতো দেখছি না? লুকোচ্ছো কেন? —বিভা কি টেলিগ্রাম ক'রেছে?

প্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে ব'ললে—হুঁ।

—Wire করেছে কেন? তোমায় কি জয়পুরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে? চিঠিতে হলো না—আবার টেলিগ্রাম! ব্যাকুলতার মাত্রা বড়ো বেশী হ'য়ে উঠেছে দেখছি!

প্রকাশ চম্‌কে উঠে ব'ললে—চিঠি? চিঠি এসেছে না কি কিছু আমার নামে? কই? আমি কিছু পাই নি তো? শুধু মাষ্টারমশাইকে তো সে এই টেলিগ্রাম ক'রেছে!

এই ব'লে প্রকাশ সেই দুম্‌ড়ানো টেলিগ্রামখানা উমার সামনে ফেলে দিলে। উমা টেলিগ্রামখানা তুলে নিয়ে প'ড়ে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিলে।

ক্ষণকাল কি ভেবে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তা'হলে এখন কি ক'রবে দাদা? তোমাকে তো আজ রাত্রের গাড়ীতেই চ'লে যেতে হয়।

প্রকাশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—সে মুখে কোথাও উপহাসের চোরা হাসি বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই। একটা আন্তরিক উৎকণ্ঠায় উমার মুখখানি সত্যই যেন কাতর হ'য়ে উঠেছে! প্রকাশ তার এই স্নেহময়ী সোদরার অকৃত্রিম সহানুভূতিটুকু অন্তরের মধ্যে অনুভব ক'রতে পেরে ব্যাকুল হ'য়ে ব'ললে—কিন্তু, মাষ্টারমশাইকে এখানে কে দেখবে উমা? তাঁর অবস্থা যে খুবই খারাপ। কখন যে কি হয়, কিছু বলা যায় না। নিভা একলা—ছেলেমানুষ—বেচারা কি বিপদেই পড়বে বল্ তো?

—সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না দাদা, তুমি যে ক'দিন না ফেরো আমি রোজ দুপুরে গিয়ে নিভার কাছে থাকবো। আর, ডাক্তার ডাকা, ওষুধপত্র আনা প্রভৃতি মাষ্টারমশাইয়ের পরিচর্য্যার ভার আমি ভোলাদা'র ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো!

প্রকাশ একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'ললে—ভোলাটা কি তেমন interest নেবে?

—নিশ্চয় নেবে, তুমি কি ব'লছো দাদা? ও হলো আমাদের পাড়ার

রামকৃষ্ণ-সেবা-সমিতির প্রধান পাণ্ডা। সেবা-শুশ্রূষার কাজ ও খুব ভালো জানে এবং ক'রতেও ভালোবাসে। আমি তো ভোলাদা'র কাছেই 'Nursing—First aid'—এই সব শিখেছি। আমি যদি জোর ক'রে বলি যে, ভোলাদা' তোমাকে এ কাজটা ক'রতেই হবে ভাই। ভোলাদা'র সাধ্য কি যে 'না' বলে।

প্রকাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ব'ললে—তা' বটে, বাঁদরটা তোর কথায় ওঠে বসে দেখেছি! তোকে বড্ডো মানে—কেন বল্ তো?—তোর ওপোর ওর এতো ভক্তি হলো কিসে?

—'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' ব'লে আমাদের দেশে যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে সেটা দেখছি খুব ঠিক্। ভোলাদা' হলো বাঁদর—আর তোমার বন্ধুরা সব মানুষ! সে বেচারী দামোদরের flood-এ ছুটে গেলো, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে কাজ ক'রে এলো—পূর্ব্ববঙ্গের সাইক্লোন্ রিলিফে গিয়ে work ক'রলে। নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে কলেজ ছাড়লে, সম্প্রতি পিকেটিং-এ গিয়ে একমাস জেল খেটে এলো! কংগ্রেস কমিটীতে কাজ ক'রছে সেবা-সমিতি খুলেছে, তরুণ সঙ্ঘের দলপতি,—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, গোলদীঘির সভার একজন প্রধান বক্তা, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণে বরোদা ডাক্তারের ডান হাত, বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির একজন প্রবল প্রচারক, আর্য্যসমাজের মস্ত মেম্বার, ছাত্র-সমাজের স্বয়ং নির্ব্বাচিত নেতা—ব'লে যা না সব, ওগুলো আর বাকী থাকে কেন? কিন্তু, হ'চ্ছে কি তাতে শুনি? তুই তো তাকে এই সব কাজে উৎসাহ দিয়ে তার মাথাটা খেয়েছিস্! একটা লোক কখনও এতো কাজ ক'রতে পারে? অসম্ভব! তাই, কোনও কাজই তার দ্বারা হ'চ্ছে না। গিধোড় মোটা খদ্দর প'রে—খোঁচা খোঁচা দাড়ী গোঁফ নিয়ে—একমাথা উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুলের ঝাঁকড়া নিয়ে একটা ডাকাতের সর্দ্দারের মতো

চেহারা ক'রে তুলে—খালি যেখানে সেখানে চীৎকার ক'রে লোকের কাণে তালা ধরিয়ে এবং নিজের গলা ধরিয়ে বেড়াচ্ছে বই ত' নয়, কাজটা কি হ'চ্ছে তাতে ? ও একটা এখন ওর নেশা এবং পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে !

—আবগারী বিভাগের নেশার চেয়ে এ রকম নেশা ঢের ভালো—কিন্তু 'পেশা' বোলো না দাদা, ওটা একটু আপত্তিজনক !

—পেশা নয়ত' কি ? পয়সা হয়ত' পায় না, তাই নেয় না—কিন্তু ভোলানাথের পেশাটা কি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে ব'লতেই হবে ওই ওর পেশা ! ভায়া আমার একেবারে 'সব-জান্তা' হ'য়ে উঠেছেন ! রাজনীতির তো একজন ধুরন্ধর হ'য়ে পড়েছেনই—মাঝে মাঝে কেশবের আড্ডায় গিয়েও উদয় হন। সেখানে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য এমন কোনও বিষয়ই নেই যে সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা না শুনতে পাওয়া যায়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি জানেন !

—বেশ তো, সেটা তো একটা গুণ, সেটাকে তো আর তুমি দোষ ব'লতে পারো না ?

—আরে, না জেনেই পণ্ডিত সাজে যে ! – তবুও আমি ওকে ভালো ব'লতে পারতুম, যদি ও এতো পরনিন্দা, পরকুৎসা ক'রে না বেড়িয়ে সত্যিই দেশের একটা কিছু কাজ ক'রতে পারতো ; ছোকরা কাজ করে যতটুকু তার চেয়ে কথা বলে ঢের বেশী এবং মিছে কথা বলে আরও বেশী !

—তুমি দেখছি দাদা, ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারো না। আচ্ছা, ভোলাদা' না হয় কিছুই করে না—স্বীকার করলুম, কিন্তু, তোমরা কি করো শুনি ? একখানা খদ্দরের কাপড় পরেও তো কেউ দেশের একটু উপকার ক'রতে চাও না !

আমরা যেমন কিছু করি নি, তেমনি দেশ-উদ্ধারের দাবীও কোনও দিন রাখিনি।

—কিছু না-করার চেয়ে কিছু-করার চেষ্টাও কি ভালো নয়? কথায় বলে তো ধর্ম্মের ভাণও ভালো!

—না উমা, ওইটে তোমার মস্ত ভুল! কোনও কিছুরই ভাণ কখনো ভালো হতে পারে না। ওতে শুধু ভণ্ডামীটাই বেড়ে ওঠে।

—তুমি কি বলতে চাও ভোলাদা' একজন ভণ্ড! ও যা' ক'রে তা' ও sincerely বিশ্বাস করে না!

—আমি কিছু ব'লতে চাইনি। ভোলার সম্বন্ধে তোমার একটু দুর্ব্বলতা আছে; ওর বিরুদ্ধে কিছু ব'লে আমি তোমার সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধাতে ইচ্ছে করিনি, তবে, এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, sincerity of purpose-এর ধুয়ো ধ'রে কোনও অকাজকেই বেশীদিন সমর্থন করা চলে না!

—যাক্‌গে! ওসব তর্ক এখন থাক্, আর একদিন করা যাবে, এখন কাজের কথাটা আগে হ'য়ে যাক্। ভোলাদা'র উপর তাহ'লে তুমি মাষ্টারমশাইয়ের দেখা-শোনার ভার দিয়ে যেতে রাজি নও, কেমন?

—বিলক্ষণ! তুই যখন তাকে এমন strongly recommend কর্‌ছিস, তখন আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে? কিন্তু, আসল কথাটাই যে তুই ভুলে যাচ্ছিস; আমি জয়পুরে যাবো কেমন করে? মাথার দিব্যি দিয়ে সে বারণ করে দিয়েছিল বলেছিলুম মনে নেই?

উমা একটু হেসে ফেলে ব'ললে—সে সব দিব্যি এ ক্ষেত্রে মানতে গেলে তো আর চলে না দাদা! রোসো, রোসো, যে তর্ক জুড়েছিলে, আমি একেবারেই ভুলে গেছলুম। তোমার নামে আজ জয়পুর থেকে একখানা চিঠি এসেছে। খামের উপর মেয়েলী হাতে ইংরিজীতে ঠিকানা লেখা দেখেই আমি বুঝতে পারলুম যে, এ নিশ্চয় বিভা লিখেছে! এই

চিঠিখানার জন্য আমি তোমার চেয়েও ঢের বেশী আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলুম কি না!

—কেন?

—কেন আর কি? নারীর সেই সনাতন কৌতূহল—ব'লতে ব'লতে উমা তার বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর থেকে একখানি পত্র বার ক'রে প্রকাশের হাতে দিয়ে ব'ললে—তোমাকে এই চিঠিখানি দিয়ে খুশী ক'রে তোমাব কাছ থেকে একটা কিছু present বাগিয়ে নেবার ফিকিরে ছিলুম!

ক্ষিপ্র হস্তে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা বার ক'রে চকিতের মধ্যে বার দুই পড়ে নিয়ে প্রকাশ ব'ললে—আজ রাত্রের ট্রেণেই যাবো উমা। তুই মাকে আর বাবাকে ব'লে ক'য়ে সব ঠিক ক'রে রাখিস। আর, যে ক'দিন না ফিরি তোর ভোলাদা'কেই ডেকে মাষ্টারমশাইদের তত্ত্বাবধানের ভার দিস্।

উমা একটু মুখ টিপে হেসে ব'ললে—এই না ব'লছিলে, জয়পুরে আর তোমার যাবার উপায় নেই—সে নাকি মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে—

অস্থির হ'য়ে উঠে প্রকাশ ব'ললে—আঃ! তুই কিছু বুঝিস্ নি! তার যে বড়ো বিপদ! এই দুর্দ্দিনে সে আমাকে কাছে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি কি না গিয়ে থাক্‌তে পারি? এই কি আমার অভিমান ক'রে বসে থাক্‌বার সময়? এই দেখ্ না বিভা কি লিখেছে—

উমা চিঠিখানা প'ড়তে লাগ্‌লো—

শ্রীচরণেষু—

প্রকাশদা,' দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প চূর্ণ ক'রেছেন। যেমনি তোমাকে একদিন অতি অভদ্রের মতো এ বাড়ীর দ্বারদেশ থেকে লো পায়ে বিদায় ক'রে দিয়েছিলুম, তেমনি আজ আবার লজ্জাহীনার

মতো পায়ে ধ'রে ডাকতে এসেছি। আমার বড় বিপদ, পত্র পাঠ তুমি বাবাকে ও নিভাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো। বাবাকে একখানি টেলিগ্রাম করলুম। তাইতে সব জানতে পারবে। তোমাকে চিঠি লিখ্তে সাহস হচ্ছিল না। মনটা এমন হ'য়ে আছে কি বলবো! আজ দায়ে ঠেকেছি তাই তোমার শরণাপন্ন হলুন। আমি খুব স্বার্থপর, না? তোমাকে সেদিন দূরে সরিয়ে দিয়েই দূরে রাখতে পারবো ভেবেছিলুম, কিন্তু কি ভুলই যে করেছিলুম তা' আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব ক'রতে পারছি! তুমি যদি এ শাস্তির অসহ্য বেদনা বুঝতে পারো তাহ'লে আমার জন্য চোখের জল না ফেলে থাকতে পারবে না। অতিথিসংকারে বিমুখ দেখে তুমি কি দুর্ব্বাসার মতো অভিসম্পাত দিয়ে গেছলে কিছু? নইলে, সেদিনের আক্ষেপটা আমাকে এখনো প্রতিদিন বজ্রাঙ্কুশের মতো মর্ম্মান্তিক বিঁধ্ছে কেন? তুমি কি ক্ষমা করতে পারবে না?—নিশ্চয় পারবে! এসো এসো এসো! তুমি না এলে কিন্তু আমি একটুও ভরসা পাচ্ছি নে। ইতি

তোমার প্রণতা সেবিকা
'বিভা'

পুনঃ—ইনি এই অসুখের মধ্যেও অনেকবার তোমার নাম ক'রে তোমায় খুঁজছেন।—বিঃ

চিঠিখানা পড়া শেষ ক'রে সহাস্য মুখে উমা ব'ললে—কেমন দাদা, আমার কথা মিল্লো কি?—এই সব অসুখ বিসুখের ফ্যাসাদগুলো না থাকলে আমি এই চিঠির জন্যে তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় না ক'রে কিন্তু ছাড়তুম না!

ঈষৎ হেসে প্রকাশ ব'ললে—সে আমি জানি। ছুতো না' ক'রে তুই

তো কখনও কিছু চাইতে পারিস্ নি! কারুর কাছে কোন কারণেই ঋণী হবো না এই প্রতিজ্ঞা ক'রে তুই যে শেষটা সেই কারুদের দলে আমাকে আর বাবাকেও ফেল্‌বি তা কি জানতুম!···কি পেলে তুই খুশী হবি বল্?

—বারে! আমি বুঝি তোমাদের কাছে কিছু চাই নি?—আচ্ছা, আমার চাওয়াটা আজ পাওনা রইল' দাদা, একদিন হয়ত' আমার চাওয়ার লগ্ন আসবে, সেদিন যেন উমি পোড়ামুখীকে মেরে তাড়িয়ে দিও না।··এখন আমি চললুম—তোমার খাওয়ার সব গোছ ক'রে দিই গে—

—আমিও একবার গিয়ে মাষ্টারমশাই আর নিভাকে বলে আসি যে, আমিই যাবো, নইলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

—এই রোদ্দুরে বেরুবে—

—রোদ আর নেই। তিনটে বাজে, বেলা পড়ে এসেছে, ঐ দেখ না রাস্তায় জল দিয়ে যাচ্ছে—ব'লতে ব'লতে প্রকাশ উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে ছাতিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো। দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে ব'লে গেলো—তুই আমার খাবার সব গুছিয়ে রাখিস উমা!

২০

—নিভা!

—কি বাবা?

—প্রকাশের টেলিগ্রামখানা আর একবার প'ড় তো, কখন এসে পৌছবে লিখেছে?

—আজই রাত্রে এসে পৌছবে। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই। তোমাকে তো পাঁচবার টেলিগ্রামখানা প'ড়ে শোনালুম বাবা!—

—এখন ক'টা বেজেছে?

—পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট।

—তা হ'লে তো আর বিলম্ব নেই বেশী।

—না।

মাষ্টারমশাই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে চোখ দু'টি বুজে কি ভাবতে লাগলেন। খানিক পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—নিভা, নির্ম্মল বড়ো অসুস্থ হ'য়ে আস্ছে, আমার উচিত ছিল ষ্টেশনে গিয়ে তাদের নিয়ে আসা।—কিন্তু, আমি তো একেবারে মৃত্যু-শয্যায় প'ড়ে—

নিভা ব্যাকুল হ'য়ে উঠে ব'ললে—কী যে বলো বাবা!—ডাক্তার বাবু ব'ললেন, আজকে তুমি অনেকটা ভালো আছো।—ওদের জন্য অতো ভাবছো কেন, প্রকাশদা' যখন সঙ্গে আছে তখন ঠিক সব বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে আসবে—তোমার কিছু ভয় নেই!

মাষ্টারমশা'য়ের মুখখানি যেন একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্লো, ব'ললেন—হ্যাঁ, প্রকাশ আছে বটে। সে ঠিক সব গুছিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু,

একলাটি বেচারার বড়ো কষ্ট হবে যে !···আচ্ছা, ভোলানাথকে একবার ষ্টেশনে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রলে হতো না ?—

তা, অনুরোধ ক'রলে হয় ত' যেতে পারেন, কিন্তু, ব'লবে কে ? আমি ত' বাপু পারবো না। একেই তিনি এতদিন প্রকাশদা'র হ'য়ে যে খাটুনী খাটলেন তা ব'লে শেষ করা যায় না—তার উপর আবার—

তুই একবার তাকে আমার কাছে ডেকে দে না—আমি অনুরোধ করছি—

—তুমি কি সবাইকে প্রকাশদা' পেলে নাকি বাবা, যে, তুমি যা' হুকুম করবে তাই তারা শুনবে ?

—আহা, ও ছেলেটি বড়ো ভালো, প্রকাশের ভাই কিনা ? শুন্‌বে, শুনবে—আমার কাছে একবার ডেকে দে না—

—তিনি যে এইমাত্র উমাদি'কে বাড়ীতে রেখে আসতে গেলেন !

—ওঃ ! তা হ'লে এখনি আসবে—

—না, তাঁর আসতে একটু দেরী হবে। তিনি ব'লে গেছেন যে, দিদিকে পৌঁছে দিয়ে ব্যায়াম-সমিতি ঘুরে তবে আসবেন।

মাষ্টারমশাই আর কোনো কথা ব'ললেন না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে নির্জ্জীবের মতো বিছানায় পড়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'ললেন—এই উমা মেয়েটি নারী-রত্ন—একে আমরা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি, উত্তরকালে সমস্ত জাতিকে এর জন্য দণ্ড দিতে হবে নিভা ! নাঃ আমি এ সমাজের মধ্যে বাঁচতে চাই নি।

—তুমি চুপ করো বাবা, ও সর্ব্বনাশ ত' আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। তুমি আর ও নিয়ে উত্তেজিত হ'য়ো না, ডাক্তার বাবু বার বার নিষেধ ক'রে গেছেন।

—না না, আমি উত্তেজিত হ'য়ে কিছু ব'লছি নি নিভা, আমি কেবল

এই কথাটা ভাবছিলুম যে এতগুলো তরুণ প্রাণকে কেন আমরা একটা নিষ্ঠুর প্রথার কুসংস্কারের বশে জীবনের সকল আনন্দ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। এই অন্যায় অত্যাচারের পাপ কি আমাদের সইবে ?

—তোমার পায়ে পড়ি বাবা, এই দুর্বল শরীরে তুমি কেন ও সব আলোচনা ক'রছো ?

—প্রকাশ আমার ছেলের অধিক কাজ ক'রছে, ওকে আমি বড়ো ভালবাসি নিভা, তোর মা'ও বড়ো ভালোবাসতো ওকে। তাই বিভাকে ওর হাতেই সে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু, প্রকাশের পিতার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সে বিভাকে গ্রহণ ক'রলে না এবং তার একমাত্র পুত্রকে অসুখী ক'রে রাখলে···

—আর তুমি কি তোমার মেয়ের রাতারাতি অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তাকে খুব সুখী ক'রেছো মনে করো বাবা ?

—কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস ? আমি তাকে অতি সুপাত্রে সম্প্রদান করেছি। তার ত' অসুখী হবার কথা নয়।

—তা হ'লে প্রকাশদা'র বাবা প্রকাশদা'কে অসুখী ক'রে রাখলেন এমন কথা ব'লছো কেন ? যথাসময়ে দেখে শুনে তিনিও একটি সুপাত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে ছেলেকে সুখী করবেন।

—কিন্তু, বিভা যে প্রকাশকে বরাবর দেখেছে, সে তার স্বভাব ভালো রকম জানতো, বিভাকে বিবাহ ক'রলে সংসারে প্রকাশ যেমন সুখী হতো এবং শান্তিতে থাকতো, আর কোনো মেয়েকে বিবাহ ক'রে তেমনটি হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, এই অসুবিধার কথাটা বা সুবিধার হিসাবটা কি দিদির সম্বন্ধেও বিবেচনা করা যেতে পারত' না বাবা ?

নিভার মুখে এ কথা শুনে মাষ্টারমশাই স্তম্ভিতের মতো চুপ ক'রে প'ড়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে ব'ললেন—আমার অন্যায় হ'য়েছে নিভা, কিন্তু, তা' ছাড়া আর কি উপায় ছিল মা বল্…

এবার নিভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে ব'ললে,—দিদি যদি আপনার মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হতো, তা'হলে সে নিশ্চয় প্রকাশদা'র মতো অপেক্ষা ক'রে থাকতো! মেয়ে বলেই ত' আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস ক'রলে না।… বিবাহ যেন আমাদের মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত! আমরা যে মেয়ে!

মাষ্টারমশাই এ কথা শুনে যেন চমকে উঠলেন, ক্ষণকাল তাঁর মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুলো না। বহুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে তিনি তাঁর এই কিশোরী কন্যার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন কেবলই ঘুরে ফিরে আসছিল এই যে, এর মত একজন সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা—জীবনের কোনও সমস্যাই এখনও যার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি—সে কেমন ক'রে এ রহস্যের সন্ধান পেলে? ব্যাকুল হ'য়ে তিনি নিভাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কেন, তোর এমন মনে হয় মা! তোর দিদি কি তোকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছিল? তবে কি বিভা এ বিবাহে সুখী হ'তে পারে নি?

—কেন তুমি এ নিয়ে এতো উত্তেজিত হ'চ্ছ বাবা? দিদি ত' আমাকে সে রকম কিছু লেখে নি, বরং তার প্রতি পত্রেই নির্ম্মল বাবুর সুচরিত্র ও উদার মনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই দেখতে পাই! আমার ত' মনে হয় সে অসুখী হয় নি! এ কি! তুমি এতো ছটফট্ ক'রছো কেন? একটু চুপ ক'রে স্থির হ'য়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রো তো।

নিভা মাষ্টারমশা'য়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখে ব'ললে—এ কি, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে দেখছি, তাইতো

ত ভোলাদা' এখনও এলো না, সাড়ে ছ'টায় সবুজ শিশির ওষুধটা একদাগ দিতে ব'লে গেছেন, এই বেলা খাইয়ে দিই, নইলে বাবার যে রকম ঢুল আসছে, ঘুমিয়ে প'ড়লে আর খাবেন না।

ব'লতে ব'লতে নিভা উঠে সবুজ শিশি থেকে একদাগ ওষুধ ঢেলে নিয়ে তার বাবাকে খাইয়ে দিলে। তারপর তাঁর শিয়রের কাছে ব'সে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ও আস্তে আস্তে বাতাস ক'রতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ভোলানাথ কখন যে সন্তর্পণে পা' টিপে টিপে সে ঘরে এসে ঢুকেছিল নিভা কিছুই টের পায় নি, ভোলানাথ পিছন দিক থেকে গিয়ে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে যখন ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—এখন কেমন দেখছেন ? নিভা প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর লজ্জিত হ'য়ে নতমুখে ব'ললে—ভালোই ত' মনে হ'চ্ছে।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা ক'রলে—ওষুধটা কি খাইয়েছেন ?

নিভা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তারপর দু'জনে রোগীর দু'দিকে অনেকক্ষণ নীরবে নতমুখে ব'সে রইলো। দু'জনের মনেই তখন এই কথাটাই সব চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছিল,—নাঃ, এমন ক'রে আর চলে না, প্রকাশদা' ফিরলে বাঁচি !

ভোলানাথ প্রথমটা অস্থির হ'য়ে উঠে একটু উস্‌খুস্ ক'রে মাষ্টার-মশাইকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে, তারপর ব'ললে, যেন আপন মনেই—ঘুমিয়ে পড়েছেন !

কথা বলবার এ সুযোগটাকে নিভাও উপেক্ষা ক'রলে না, তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—না, ওটা ঠিক ঘুম নয়, উনি আজ প্রায়ই মাঝে মাঝে ওই রকম ঝিমিয়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছেন। এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল বোধ হ'চ্ছে না !

ভোলানাথ অবাক হ'য়ে একবার নিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখেই তৎক্ষণাৎ মুখ নীচু ক'রে ব'ললে—রোগীর অবস্থা আপনি অনেকটা বুঝতে পারেন দেখছি! সত্যই এটা ঘুম নয়, এটাকে বলে ড্রাউজিনেস্। রোগীর পক্ষে মোটেই সুলক্ষণ বলা যেতে পারে না।

তারপর ভোলানাথ মাষ্টারমশায়ের ডান হাতটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে ব'ললে—আজ যদিও জ্বর নেই, কিন্তু নাড়ী বড় দুর্ব্বল।

—সেই জন্যই ত' আমার এতো ভয়, আজ আবার প্রকাশদা' ফিরছেন দিদিকে আর অসুস্থ জামাইবাবুকে নিয়ে—কে জানে কি অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসছে ওরা!

কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় নিভার মনটা বড়ো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। তার সুন্দর মুখখানি আজ বড়ো কাতর ও ম্লান দেখাচ্ছিল।

ভোলানাথ এইটে ভেবে ভারী আশ্চর্য্য বোধ করছিল যে, অমঙ্গলের দুঃসংবাদ কেমন ক'রে পূর্ব্বাহ্নেই এই মেয়েটির অন্তরে তার অন্ধকার ছায়া পাত ক'রলে! উমার কাছে প্রকাশের যে টেলিগ্রাম এসেছে তাইতে ভোলানাথ জানতে পেরেছে যে, প্রকাশ শুধু বিভাকে নিয়েই ফিরছে, নির্ম্মল আর নেই!

নিভা হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে ব'ললে—তাদের আসবার প্রায় সময় হ'য়ে এলো, বাবা সন্ধ্যে থেকে কেবলই আমাকে ব'লছিলেন যে, ওদের আনবার জন্য কাউকে ষ্টেশনে পাঠানো উচিত, নইলে প্রকাশদা' একলা রোগী নিয়ে সামলাতে পারবে কি?

ভোলানাথ কথাটা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'ললে—হ্যাঁ, আমি এখনি যাচ্ছি, উমা বলেছে যে সে এসে পৌঁছলেই আমি ষ্টেশনে চলে যাবো, তাই আমি অপেক্ষা করছিলুম।

নিভা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—উমাদি' কি আজকে আবার একবার আমাদের বাড়ী আস্‌বেন ?

—হ্যাঁ। তাইত' ব'ললে।

—কেন, রাত্রে আবার কষ্ট ক'রে আসবেন যে ?

ভোলানাথ এ কথার কোনও জবাব খুঁজে পেলে না, কী যে ব'লবে ভেবে যখন কিছুই ঠিক ক'রতে পারছে না, সেই সময় নিভা ব'ললে—ও, বুঝেছি, দিদি আসছে শুনে উমাদি' বোধ হয় তার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবেন !

ভোলানাথ যেন অকূলে কূল পেলে ! তাড়াতাড়ি ব'ললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে বোধ হয়।

এই সময় বাইরে থেকে উমার গলা পাওয়া গেল—ভোলাদা' !

নিভা ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গেই ব'লে উঠলো—ওই যে ! নাম ক'রতে না ক'রতেই এসে হাজির !

উমা ঘরে ঢুকে ভোলানাথকে ব'ললে—ওঠো, ওঠো, শীগ্‌গির যাও, আর সময় নেই, আমি বাবাকে ব'লে আমাদের মোটর নিয়ে এলুম, রামলাল গাড়ী নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি ওই গাড়ী নিয়ে এখনি ষ্টেশনে চ'লে যাও, দাদাকে আর বিভাকে নিয়ে এসো।

ভোলানাথ একটা মৃদু 'আচ্ছা' ব'লে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

উমা বেশ ক'রে খানিকক্ষণ মাষ্টারমশায়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিভাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কতক্ষণ ইনি এমন ঝিমুম হ'য়ে প'ড়ে আছেন নিভা ?

নিভা ব'ললে—তা' প্রায় আধ ঘণ্টা হবে দিদি।

—সাড়ে ছ'টায় একদাগ ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল কি ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে খাইয়েছি।

উমা আর কিছু ব'ললে না, ক্ষণকালের জন্য সে যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়লো, তারপর হঠাৎ উঠে নিভাকে এক হাতে সস্নেহে জড়িয়ে অপর হাতখানি ধ'রে সে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে ব'ললে—তুমি এখন বড়ো হয়েছো বোন, তোমার বেশ বুদ্ধি বিবেচনা আছে আমি দেখেছি, তাই তোমাকে ব'লতে সাহস ক'রছি, জানি তুমি শুনে চেঁচামেচি ক'রে কেঁদে বাড়ী-মাথায় করবে না।—তোমার জামাইবাবু আর নেই, কিন্তু—

নিভা এ কথা শুনে একেবারে বজ্রাহতের মতো শিউরে কেঁপে উঠলো।

উমা তাড়াতাড়ি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে তার মাথাটি নিজের কাঁধের উপর টেনে নিয়ে ব'ললে—এ যে বিভার কত বড়ো বিপদ, সে আমি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝছি, তুই তার কণামাত্রও বুঝবি নে নিভা, হিঁদুর মেয়ের এত বড়ো সর্ব্বনাশ বোধ হয় আর কিছুতে হয় না, কিন্তু তবু আমি এ কথা বেশ জোর ক'রে বলতে পারি বোন, যে, বিভা আজ বেঁচে গেলো, দুঃখ করিস্ নি ভাই, সবই ত' জানিস্, আমি বলি কি তার পক্ষে এই ভালো—

নিভার দু'ই চোখ দিয়ে তখন অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ছিল, উমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে তার চোখ দু'টি মুছিয়ে দিয়ে ব'ললে—চুপ কর্ বোন্, যা' হবার হ'য়ে গিয়েছে, সে তো আর ফিরবে না, এখন মাষ্টারমশাই যাতে ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠেন সেই চেষ্টা ক'রতে হবে ত,' উনি যাতে এ খবরটা না পান সেই ব্যবস্থা আমাদের সর্ব্বাগ্রে ক'রতে হবে, খুব সাবধান।

নিভা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে উমার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনে অবিলম্বে নিজেকে সামলে নিলে।

এমন সময় রাস্তায় একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেলো, উমা ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'ললে—ওই বুঝি ওরা এলো, আমাদের গাড়ীর হর্ণ শোনা যাচ্ছে, তুই যা ভাই, মাষ্টারমশা'য়ের কাছে বোসগে যা, আমি গিয়ে তোর দিদিকে নামিয়ে নিয়ে আসছি—ব'লতে ব'লতে উমা বাইরের দিকে এগিয়ে চল্‌লো, নিভা তার বুকের ভিতরের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সজোরে চেপে ধীরে ধীরে তার রুগ্ন পিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

২১

—ভোলাদা' !

—কি রে উমা ?

—তুমি নাকি আমাদের সঙ্গে যাবে না শুনলুম ?

—ঠিকই শুনেছিস্।

—কেন যাবে না ?

—বা রে ! জোর-জবরদস্তি না কি ? আমার এখানে কাজ রয়েছে যে !

উমার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে উঠলো ; ক্ষণকাল সে ভোলানাথের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ব'ললে—তোমার কাজের খবর তো আমার অজানা নেই কিছু, দু'মাস যদি তা' থেকে অবসর নাও, তাহ'লে বিশ্বের কোনও ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে ব'লে ত' মনে হয় না!

ভোলানাথ একটু মৃদু হেসে ব'ললে—বিশ্বের কোনও ক্ষতি হবে না বটে, কিন্তু আমাদের ছোট ছোট সঙ্ঘ-সমিতিগুলোর অনেক ক্ষতি হ'তে পারে উমা।

উমা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠ্লো—দু'দিন তুমি না থাকলে যদি তোমাদের ওই সভা-সমিতিগুলো অচল হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে ওসব তুলে দাও ভোলাদা'। এতদিনেও তুমি এমন একদল ছেলে তৈরি ক'রতে পারলে না যারা তোমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালাতে পারে ?

ভোলানাথ একটু বিষণ্ন ভাবে ব'ললে—ছেলে যদি কেউ তৈরি হ'তে না চায় উমা, সে কি আমার দোষ ভাই ? আমি তো আর বিধাতা পুরুষ নই ! এ দেশের দশাই এই ! সকল প্রতিষ্ঠানই এখানে—

—One man show !

—ঠিক ব'লেছিস্। আমি যদি কাল মরে যাই, তা'হলে আমার এ সমস্ত সমিতি-টমিতি দু'দিন পরেই উঠে যাবে !

—না, তোমার ভয় নেই ভোলাদা' ; আমি তোমাকে ভরসা দিচ্চি যে. আমি যদি তারপরও বেঁচে থাকি, তাহ'লে তোমার কাজগুলো সব ঠিক চালিয়ে যাবো দেখো—

ভোলানাথ উচ্চহাস্য ক'রে উঠে ব'ল্‌লে—তবেই হয়েছে ! তোমার মতো পর্দ্দানসীন মেয়ে এইসব সাধারণ অনুষ্ঠানের ভার নেবে ? বলে, দূর থেকে যোগ দিতেই যার সাহস হয় না।…

—তুমি কি মনে করো আমি চিরকাল এমনি অন্তরীণের আসামী হ'য়েই থাকবো ? ভগবান যখন আমাকে সংসার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন আমি দুনিয়ার কাজেই লেগে যাবো !

—তাই বুঝি গেলো মাসে আমাদের মাতৃমন্দিরের মেয়েদের প্রাইজের দিন অত ক'রে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তুমি কিছুতেই Preside ক'রতে চাইলে না ?

—আঃ ! তোমার মতো মোটাবুদ্ধির লোক আর জনকতক থাকলে মানুষকে পাগল ক'রতে দেখছি বেশীক্ষণ লাগবে না। তোমার মতো তো আমারও মাথাখারাপ হয় নি যে একেবারে সভানেত্রী হ'তে ছুটবো !

—কেন, হ'লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো শুনি ? সভানেত্রীত্ব করবার কি তোমার যোগ্যতা নেই ব'লতে চাও ?

—দেখো ভোলাদা', তোমার চোখে এই উর্মি যতই অসাধারণ হোক্, সাধারণে তাকে কিছুতেই তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চাইবে না ! তোমার আত্মীয় হবার সুযোগ নিয়ে আমি যদি সেদিন সভানেত্রীত্ব ক'রতে যেতুম তাহ'লে শুধু নিজেই হাস্যাস্পদ হতুম না, তোমাকে শুদ্ধ অপদস্থ

হ'তে হ'তো! স্নেহান্ধতাবশতঃ তোমার কিন্তু সেদিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না!

—ভোলানাথ এ কথার কোনও জবাব দিলে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

উমা ব'লতে লাগ্‌লো—আমাকে খুশী করবার জন্যে তোমার সর্ব্বদা চেষ্টা আমি লক্ষ্য করেছি ভোলাদা', আমার এই বিড়ম্বিত জীবনকে যতটুকু সম্ভব সার্থক ক'রে তোলবার তোমার নিয়ত যত্ন আমাকে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ ক'রে রাখবে। তোমার এই নিবিড় স্নেহ আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রে অভিভূত হ'য়ে পড়ি, আমার আপন সহোদরের চেয়েও তাই তুমি কোনও অংশে আমার কম প্রিয় নও, যদি কখনও সুযোগ পাই, তোমার এ ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টা ক'রবো—

উমার এই উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে ভোলানাথ ব'ললে—তোমাদের কবে যাওয়া ঠিক হ'লো?

—এই রবিবারে।

—মাষ্টারমশা'য়ের মেয়েরাও যাবেন কি?

—শোনো কথা! ওদের জন্যেই তো যাওয়া। বিশেষ ক'রে বিভার জন্যে। বাবার এই মেয়েটিকে এতো ভালো লেগেছে যে, উমারাণীর আর নামও করেন না! কেবল এক আধদিন ডেকে আপশোস্ ক'রে বলেন—তুই ঠিকই বলেছিলি উমা! সত্যিই অন্যায় ক'রে ফেলেছি। এই মেয়েকে বউ ক'রে নিতে অসম্মত হ'য়ে যে কতখানি ঠকেছি তার আর পরিমাণ হয় না!

—কেন, তিনি তো এখন সে ভুলটা সংশোধন ক'রে নিতে পারেন!

—সে প্রস্তাবও বাবা করেছিলেন আমাকে দিয়ে, কিন্তু, বিভা এমন জেদী মেয়ে, কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। বলে, সে আমি পারবো না

ভাই। সংস্কারকে ছাড়িয়ে ওঠবার শক্তি ও সাহস আমার একটুও নেই। আমি দুর্ব্বল! বাবা কিন্তু এখনও আশা ছাড়েন নি।

—ব'লো কি উমা! তুমি যে আমাকে অবাক ক'রে দিলে। পিসেমশাই এই প্রস্তাব নিজে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে আর এতো আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আমি যখন বিধবা হলুম—তখন তো বাবা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন, তা' কি তোমার মনে নেই? স্ত্রী-স্বাধীনতায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি থাকলেও স্ত্রী-শিক্ষা কিম্বা বিধবা-বিবাহের ত' তিনি কোনও দিনই বিরোধী নন্।

— তবে কেন—তুমি—

ভোলানাথ আম্তা আমতা ক'রে যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতে ইতস্তত ক'রছিল—উমা নিজেই সেটা ব'লে তাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রলে—

—হ্যাঁ, ঠিক এই প্রশ্নই যে তুমি ক'রবে আমি সেটা আশা করেছিলুম, কিন্তু, এর উত্তর তোমায় বোধ হয় আমি অসংখ্যবার দিয়েছি, আর ব'লতে পারবোনা। আজকে আর একটা স্পষ্ট কথা বলি শোনো—চম্‌কে উঠোনা যেন। বিভা যে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হ'চ্ছে না এ'তে বাবা কিন্তু, মনে-মনে তার উপর খুশী। এই অসম্মতি টুকুর জন্যে বাবার কাছে বিভার মর্য্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমাকে সেদিন ব'ল্লেন,—এ মেয়ে রাজরাণী হবার যোগ্য। দেখো, আমি যদি সেদিন তাঁর কাতরতা দেখে আমার বৈধব্যকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর অনুরোধই রক্ষা করতুম, তা'হলে কিন্তু, বাবা আজ আর বোধ হয় ঘৃণায় আমার মুখদর্শনও ক'রতে পারতেন না—এমন কি হয়ত' তোমরাও পারতে না। তোমাদের মনস্তত্ত্ব একটু জটিল।

ভোলানাথ শুধু ব'ললে—আশ্চর্য্য !

উমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলে—ভোলাদা,' তুমি কি সত্যই আর বিয়ে ক'রবে না ?

ভোলানাথ একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আবার নূতন ক'রে এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে কি উমা ?

উমা মিনতি ক'রে ব'ললে—একটা বিয়ে করো না ভাই, লক্ষীটি !··· দাদা কিছুতেই বিয়ে ক'রতে চাইছে না, তুমিও আইবুড়ো কার্ত্তিক হ'য়ে রইলে—আমার যে একটি বউদিদি পাবার জন্য ভারী সখ হ'য়েছে ! একলাটি আর কিছুতে ভালো লাগছে না যে—মাঝে মাঝে এমন ফাঁকা ঠেকে ! ··তাই তো তোমার কাজের ভাগ নিতে আসি মাঝে মাঝে। মনে হয়, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে হয় তো শান্তিতে থাকবো।

উমা চুপ ক'রে রইলো।

ভোলানাথ কোনও কথা কইতে পারলে না। সে শুধু অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রতে পারলে যে, এ কোন্ শূন্য হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ্ হাহাকার ! তার চোখে মুখে একটা গভীর সহানুভূতি ফুটে উঠ্‌লো !

হঠাৎ উমা ব'ললে—এই মনুষ্যত্ব নিষ্পেষণ-করা-অবরোধের বাইরে গিয়ে আমার প্রথম কাজ হবে কি জানো ভোলাদা' ?

—কি ?

ভোলানাথের কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ।

—তোমাদের এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করা ! তোমরা আমাদের এমন ক'রে বেঁধে রেখেছো যে, আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ যেন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে !

ভোলানাথ ধীর মৃদুকণ্ঠে ব'ললে—তার শাস্তি তো বিধাতা বিধিমতই এ-জাতকে দিচ্ছেন—

উমা উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললে,—বিধাতা-পুরুষ কি ক'রছেন না ক'রছেন জানিনি দাদা, তবে দেশের পুরুষেরা যে আমাদের উন্নতির জন্য কিছু করছেন না এটা বেশ দেখতে পাচ্ছি! এ বিষয়ে আমরা নিজেরা যতদিন না সজাগ হবো ততদিন কোন পুরুষই যে আমাদের সাহায্য করবেন না এও ঠিক্, এমন কি ঐ বিধাতা-পুরুষও না! কারণ, তিনিও তোমাদেরই জাত কিনা!

—ঈষ্! পুরুষদের উপর তোমার এতই জাতক্রোধ যে বিধাতা পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার কাছে রেহাই পান না।

—বিধাতা নারী কি পুরুষ সে সম্বন্ধে আমি এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারি নি। তোমরা তাঁকে তোমাদের স্বজাতি ব'লে দাবী ক'রে আস্‌ছো বটে, কিন্তু তাঁর সন্তানদের উপর মায়ের মতো সদা সতর্ক দৃষ্টি দেখে তাঁকে মাঝে মাঝে আমার নারী ব'লেই মনে হয়! কিন্তু, আবার জগতে তাঁর নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা দেখে তাঁকে তোমাদেরই একজন ব'লে বিশ্বাস ক'রতে বাধে না। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো তো—তোমার কি এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ জাগে না ভোলাদা'?

ভোলানাথ গম্ভীরভাবে ব'ললে—এ সম্বন্ধে এখন আলোচনা ক'রতে ব'সলে আজ আর শেষ হবে না উমা, এ বড় কূটতর্ক, এবং মানুষের জ্ঞান যখন এ সম্বন্ধে একেবারে চরম মীমাংসায় এসে পৌঁছুতে পারে নি এখনও, তখন আমার মনে হয় এ আলোচনায় আমাদের কালক্ষেপ ক'রে কোনও লাভ নেই। যে যার নিজ-নিজ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর উপর নির্ভর ক'রতে শিখুক বোন্! কাউকে দলে টেনে আনবার নির্ব্বুদ্ধিতা ... কখনও আমাদের না হয়।

—তোমাকে বুঝি আমি দলে টানতে গেছি?—আমার ব'য়ে গেছে।—

—তা, আমি জানি। আমাদের সঙ্গে তোমার চিরদিনের বিরোধ!

—আমার একার নয় ভোলাদা,' সমগ্র নারীজাতির। তুমি দেখো, এই আমি বল্লে রাখছি যে, একদিন এ প্রতিহিংসা সমস্ত জগৎ জুড়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আজ দেখ্ছো, ফরাসীর সঙ্গে জর্ম্মানীর যুদ্ধ হ'চ্ছে বা চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হ'চ্ছে, হয় ত' এরপর একদিন এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের যুদ্ধ হবে, কিন্তু, জগতে শেষ যুদ্ধ কি হবে জানো? পৃথিবীর সমস্ত নারীর সঙ্গে সমস্ত পুরুষদের যুদ্ধ।

ভোলানাথ মৃদুহাস্য ক'রে ব'ললে—সে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আমি আজ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখছি যে, তোমরা হারবে এবং আমরা জিত্বো।

—ভুল ব'ললে ভোলাদা,' সে যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য্য।

—কেন? সে লড়াইটা তো আর ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য যুদ্ধের মতো হবে না যে, পুরুষকে হারতেই হবে উমা! সে যদি একটা রীতিমত যুদ্ধ হয় তা'হলে ক্ষাত্রশক্তিতে তোমরা যে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারবে না এটা তো ঠিক! তবে কি জানো—নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ ক'রবো না ব'লে আমরা হয় তো, পরাজয় মেনেও নিতে পারি।

উমা একটু কঠিন হ'য়ে ব'ললে—সেটা ঠিক তোমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রবে না—সেটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ইচ্ছাধীন হবে, বুঝলে!

—কিসে?

—পৃথিবীতে আমরা আজও দলে ভারী, এটা স্বীকার করো তো?

—সেন্সাস্ রিপোর্ট তাই বলে বটে!

—হ্যাঁ, এখন থেকে বরাবরই তাই বলবে। কারণ, মাতৃত্বের মোহে আমরা আর আমাদের শত্রু বৃদ্ধি ক'রবো না। য়ুরোপের মেয়েরা এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সচেতন হ'য়ে উঠেছে এবং আশা করি এসিয়ার মেয়েরাও বেশীদিন পেছিয়ে থাকবে না।

ভোলানাথের হঠাৎ কি একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো—সে যেন

চম্‌কে উঠে সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লে—ও-ও-ও! তুমি বুঝি য়ুরোপের ঐ Contraception movement-টাকে লক্ষ্য ক'রে এ কথা বল'ছো?

উমা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই ঘাড় নেড়ে ব'ললে—হাঁ!

ভোলানাথ একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ব'ললে—পাগল নাকি!... জগৎ থেকে 'মা' লুপ্ত হ'য়ে যাবে? তাও কি সম্ভব!

এই সময়ে প্রকাশ সেই ঘরে ঢুকে ব'ললে—কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। যে দেশ থেকে সমস্ত জাতটাই লুপ্ত হ'তে বসেছে, সে দেশে যে 'মা' দুর্লভ হবেই তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভোলানাথ সবিনয়ে প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে—কোনও বিশেষ দেশ সম্বন্ধে এ আলোচনা হ'চ্ছে না প্রকাশদা', এ সমস্ত জগতের কথা—

প্রকাশ ভোলানাথকে একটা ধমক্ দিয়ে ব'ললে—থামো, তোমার সবতা'তেই বাড়াবাড়ি! আগে নিজের দেশটা সামলাও, তারপর জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেজো।

উমা ব'ললে—তাহ'লে তুমিও দাদা আগে তোমার ঘরটা সামলে তারপর না হয় ভোলাদা'কে দেশ উদ্ধারের পরামর্শ দিতে এসো।

—এই যে, অমনি ফোঁস্ ক'রে উঠেছেন! গায়ে লেগেছে দেখছি। ঈষ্! পৃথিবীর আর সব দেশের মতো আমাদের সমাজেও যদি cousin-marriage-টা প্রচলিত থাক্‌ত' তাহ'লে এই ভোলাটা যতই idiot হোক্, ওর সঙ্গে নিশ্চয় আমি তোর বিয়ে দিতুম!

উমা এতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে ব'ললে—আর এ-দেশে যদি widow marriage প্রচলিত থাক্‌তো তাহ'লে বিভা যতই 'না' বলুক তার সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই তোমার বিয়ে দেওয়াতুম।

ভোলানাথ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন ক'রলে—হ্যাঁ, বিভা আর নিভার সম্বন্ধে তা'হলে শেষ পর্য্যন্ত পিসেমশাই কি ব্যবস্থা ক'রবেন স্থির করেছেন?

প্রকাশ ব'ললে—তিনি যে নিভার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেনই এটা একেবারে পাকাপাকি রকম স্থির ক'রে ফেলেছেন।

উমা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

এ-কথা শুনে ভোলানাথ যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লো।

মাষ্টারমশাইয়ের অসুখের সময় ভোলানাথকে প্রায়ই নিভাদের বাড়ীতেই থাকতে হ'তো। সেই সময় নিভার সঙ্গে তার পরিচয়। এই কিশোরী বালিকার কমনীয় কান্তি ও সুকুমার ব্যবহার ভোলানাথের মতো একজন স্বরাজ-সন্ন্যাসীকে, স্বাধীনতার মন্ত্র-সাধনরত এই মানুষটিকে কি যেন একটা অপরিচিত আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছিল। ভোলানাথ অন্তরের মধ্যে এই সূক্ষ্ম বাঁধনটুকু একান্ত অনুভব ক'রছিল ব'লেই কিছুতেই সে নিজের কাছে এটা অস্বীকার ক'রতে পারছিল না।

দেশের কাজে সে জীবন উৎসর্গ ক'রেছে। এই নিঃস্ব পরাধীন হতভাগ্য দেশের যুবকদের যে আর প্রেমের স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হ'য়ে থাকবার অবসর নেই—কাব্যলোকের কল্পনাকুঞ্জেও মুগ্ধ হ'য়ে বিচরণ করবার আজ যে তার এতটুকু অবকাশ নেই, এ-কথা সে নিজেই কতবার স্বদেশী সভায় বক্তৃতা ক'রতে উঠে ব'লেছে!...কিন্তু আজ তো সে স্বপ্ন-দেখা থেকে নিজেকে সে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারছে না! সেই কোন্ কৈশোরে পড়া কবিতার ক'টা লাইন আজ যেন কেবলই ঘুরে ফিরে তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলছে—

—"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার!"

কিন্তু, ভোলানাথ দুর্ব্বলচেতা নয় ব'লে তার মনে একটা গর্ব্ব ও অহঙ্কার

আছে, তাই সে তার এই নূতন অনুভূতির কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ ক'রতে চাইছে না। সে ব'লে—এ তার ক্ষণিকের উন্মাদনা—একে সে জয় ক'রবেই।

প্রকাশ ব'ললে—ভোলানাথ, তুমি অনেক দিন আর ওদের বাড়ীতে যাও নি কেন? নিভা আজ তোমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিল, তোমাকে সে একবার ডেকেছে।

ভোলানাথ তার এতখানি সৌভাগ্যকে যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারলে না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রলে—আমাকে ডেকেছেন? কেন ব'লো তো? তাঁরা কি এখনও ও বাড়ীতেই আছেন? এখানে চ'লে আসেন নি?

উমা ও প্রকাশ দু'জনেই ভোলানাথের এ কথা শুনে উচ্চ হাস্য ক'রে উঠ্‌লো।

ভোলানাথ ব'ললে—তোমরা হাসলে যে? মাষ্টারমশাইয়ের শ্রাদ্ধ শান্তি সব চুকে গেলে ওঁদের তো এ বাড়ীতেই আসবার কথা হ'য়েছিল শুনেছিলুম। আমি তো জানি সে সব যখন চুকে গেছে, তখন নিশ্চয় তাঁরা এখানে এসেই আছেন।

উমা ব'ললে—তোমার কি বুদ্ধি ভোলাদা,' এখানে এসে থাকলে কি তুমি তাদের দেখতে পেতে না? আমরা কি তাদের দুই বোনকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি?

ভোলানাথ একটু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে—কিন্তু, পিসেমশাই তো বলেছিলেন,—মিছে ও বাড়ীর আর ভাড়া গুণে কি হবে, ওদের এখানে নিয়ে এসে, ও বাড়ীটা ছেড়ে দেবেন! দু'টি ছোট ছোট মেয়েকে ও বাড়ীতে একলা ফেলে রাখাও তো নিরাপদ নয়।

উমা ব'ললে,—বিশেষ আবার এই নারীহরণের দিনে!

প্রকাশ ব'ললে—তা' আর কি করা যাবে বলো—তোমার সইটি যে

একগুঁয়ে তেজী মেয়ে—কিছুতেই যে পরের আশ্রয়ে এসে উঠতে চাইলেন না, তাই তো বাবা গিয়ে ক'দিন ওখানেই রয়েছেন।

—ওঃ! তাই বটে পিসেমশাইয়ের আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না

—পশ্চিমে তীর্থ দর্শন ক'রতে যাবার মতলবই তো বাবার সেই জন্যে যে ওদের দিনকতক চারিদিক ঘুরিয়ে তারপর একেবারে বাড়ীতে এনে তুলবেন।

—আর, উনি নিজেই গিয়ে যখন বিভার কাছে রয়েছেন, কাজেই বিভা আর তখন ওঁর কাছে থাকতে আপত্তি ক'রতে পারবে না।

—বাঃ বেশ বুদ্ধি ক'রেছেন তো তিনি!

—হ্যাঁ, আর বাবাকে পেয়ে বিভাও বেশ ভুলে আছে। কিসে তাঁকে আরামে রাখবে, কিসে তাঁর না এতটুকু কষ্ট হয়, দুই বোনে সর্ব্বদা তাঁকে নিয়েই শশব্যস্ত।

—তুই বাপু বড়ো হিংসুটে মেয়ে! অমনি ওদের ওপোর হিংসে হ'য়েছে?

—বেশ ক'রবো হিংসে ক'রবো!—তুমি, ভোলাদা,' বাবা, এমন কি মা' শুদ্ধ ব'লতে আরম্ভ ক'রছেন যে,—অমন মেয়ে আর দেখা যায় না!—যেন আমরা একেবারে কিছুই নয়।

ব'লতে ব'লতে উমা সেখান থেকে রেগে চ'লে গেলো।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রকাশের মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে,—কই, আমি তো একদিনও ও রকম কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছি বলে স্মরণ হ'চ্ছে না।

—বিভার প্রতি তোমার অনুরাগ বোধ হয় ও জানতে পেরেছে।

—যাও; তুমি বড় অসভ্য! ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ওরকম ইয়ারকি দিতে তোমার লজ্জা করে না!

—তুই যে সাবালকে হ'য়ে গেছিল্—প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে—যখন, তখন আর কোনও দোষ নেই, বুঝ্লি ?

—আচ্ছা সে না হয় হোলো, কিন্তু উমা না আমার বোন্ ? ওকে তুমি আমার সম্বন্ধে—আমারই সামনে যে সব ঠাট্টা করো—most objectionable and very bad taste too!—

—Nonsense ! Cousins are always the best of friends তুই অতো ক্ষেপে উঠিস্ কেন বল্ তো ? কই উমি তো রাগ করে না ! She knows how to meet a joke. and how readily she retorts ! Admirable ! Unfortunate girl ! হ্যাঁ, ভালোকথা, বাবা তোমাকে সত্যই জিজ্ঞাসা ক'রতে ব'লেছেন—নিভাকে বিবাহ ক'রতে তোমার কোনও আপত্তি আছে কি না ?

ভোলানাথের আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্লো। সে চুপ ক'রে নতমুখেই দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রকাশ ব'ললে—তুই না হয় ভেবে চিন্তে দু'দিন পরে উত্তর দিস্, আমি এখন চল্লুম, আজকে খুব ভাল 'ম্যাচ্' আছে।

প্রকাশ চলে গেলো, ভোলানাথ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো ! বিবাহ ! না, বিবাহ করা তার সাজে না !

২২

নিভা ঘরের ভিতর তার স্কুলের বইগুলো গুছিয়ে রাখছিল।

টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দরজার দিকে পিছন ক'রে সে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাশ নিঃশব্দে গিয়ে তার চোখ দু'টি টিপে ধ'রলে।

নিভা এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিল, তারপর সে তার নিজের দুইহাত দিয়ে চোখ-ঢাকা হাত দু'খানি অনেকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে যখন বুঝ্‌তে পারলে যে এ দস্যুটি কে—তখন তার সুন্দর মুখখানি একটা প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

প্রকাশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যখন দেখলে নিভা কিছুতে নাম ব'লতে পারছে না তখন সে তার চোখ দু'টিতে একটু বেশী চাপ দিয়ে নাম ব'লবার জন্য ইঙ্গিতে তাকে তাড়া দিলে।

কিন্তু, নিভা চুপ্‌টি ক'রে মৃদু মৃদু হাস্য ক'রতে লাগলো। প্রকাশের এই চোখ চেপে ধরাটুকু তার এতো ভালো লাগছিল যে, আনন্দে সমস্ত গায়ে তার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছিল যেন!

কিন্তু, প্রকাশের সবুর সইছিল না, সে ক্রমাগত নিভার চোখের উপর তার হাতের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে নাম বলবার জন্য সঙ্কেতে তাকে তাগাদা দিচ্ছিল।

নিভা দুষ্টুমি ক'রে ব'ললে—কে! দিদি?

তার চোখের উপর ঢাকা হাত দু'টির প্রবলতর চাপ প্রকাশের অধীরতা ব্যক্ত ক'রলে।

নিভা ব'ললে—ওঃ বামুনদি' বুঝি?

নিভার চোখ দু'টি এবার প্রকাশের হাতের কঠিন চাপে অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো।

—নাঃ, এ নিশ্চয় ভোলাদা'র হাত! এতো শক্ত যখন, তখন এ ভোলাদা'র মুগুর-ভাঁজা হাত না হ'য়েই পারে না!

নিভা, প্রকাশের হাত দু'খানি স্পর্শের দ্বারা অনুভব ক'রে এমনিতর যত বাজে লোকের নাম উল্লেখ ক'রছিল—আর প্রকাশের বিরক্তি বুঝতে পেরে কেবলই হেসে উঠ্‌ছিল!

প্রকাশ এবার নিভার চোখ থেকে হাত তুলে নিয়ে ব'ললে—আমার বুঝি শক্ত মুগুর ভাঁজা হাত?

নিভা দুই চোখ কপালে তুলে ব'ললে—ওঃ! প্রকাশদা'! তুমি? আমি মনে ক'রেছিলুম—

বাধা দিয়ে প্রকাশ ব'ললে—থাক্! আর মনে ক'রে কাজ নেই, আমি বামুনদি'? তোমার আন্দাজের বাহাদুরী আছে নিভ্।

নিভা অপ্রস্তুতের ভাণ ক'রে কৃত্রিম লজ্জা জানিয়ে ব'ললে—তা' আমি কি ক'রে জান্‌বো যে তুমি? তুমি তো আগে কখনও আমার চোখ টিপে ধ'রো নি প্রকাশদা'।

প্রকাশ ব'ললে—আর বামুনদি' বুঝি রাঁধতে রাঁধতে দৌড়ে এসে রোজ তোমার চোখ টিপে ধরে?

—না, তা'—না—আমি ভেবে—

আবার তাকে বাধা দিয়ে প্রকাশ ব'ললে—আর তোমার ভোলাদা' এসে বুঝি রোজ তোমার সঙ্গে কাণামাছি খেলে যেতো—

নিভা হেসে লুটিয়ে প'ড়্‌লো, ব'ললে—না, ধ্যেৎ! তা' কেন? আমি কিন্তু—ভোলাদা'—

একটু যেন অধীর হ'য়েই প্রকাশ ব'ললে—তোমার ভোলাদা'র সেই

মুগুর-ভাঁজা শক্ত হাতেই তোমাকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে যে—শুনেছো কি ? •

নিভার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। বিস্ময়ে ভ্রু দু'টি কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

প্রকাশ সে দিকে লক্ষ্য না ক'রে ব'ললে—তোমার দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার বাবা ঠিক ক'রেছেন যে, তাঁরা তীর্থ দর্শন ক'রে ফিরে এসেই ধুম ঘটা ক'রে ভোলাগুণ্ডার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবে! তুমি যে বিয়ের জন্য বড়ো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছো এ কথা আমি তাদের জানিয়েছি কিনা।

—বারে! বেশ মজার লোক ত'! কবে আবার আমি তোমাকে ব'লতে গেছলুম—মিথ্যুক্!

—ওমা! কি মিথ্যেবাদী মেয়েই হ'য়ে উঠেছো তুমি! সে দিন আমাকে ব'ললে না যে—আমি আর ছেলেমানুষটি নই, আমি বড়ো হ'য়েছি—

বাধা দিয়ে নিভা ব'ললে—তার মানে বুঝি—ওগো তোমরা শীগ্‌গির আমার বিয়ে দাও!

প্রকাশ ব'ললে—তা' ছাড়া আর কি ? নইলে কেবলই 'আমি বড়ো হয়েছি'—'আমি আর ছেলেমানুষ নই', এ সব কথা শোনাবার মানে কি ? আমরা কি কিছু বুঝিনি ?

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই! বেশ করেছি বলেছি—খুব করেছি—

—ছিঃ নিভা!—ও কি রকম কথাবার্ত্তা শিখেছো ? এই বছর দেড়েক আমি ছিলুম না—আর এরই মধ্যে তুমি এতো অসভ্য হ'য়ে উঠেছো ?

ব'লতে ব'লতে বিভা এসে সেখানে উপস্থিত হ'লো।

নিভা তার দিদির কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আব্দারের

সুরে ব'ললে—দেখ না দিদি, প্রকাশদা' খালি খালি আমার সঙ্গে লাগছে, ব'লছে—'ভোলা গুণ্ডার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেবো!'

বিভা কথাটা শুনে হেসে ফেল্‌লে। শরতের বৃন্তচ্যুত শেফালীর মতো স্নিগ্ধ ম্লান হাসি! ব'ললে—তুই বড়ো দুষ্টু হ'য়েছিস নিভা! ভোলাদা' হ'লো গুণ্ডা! যত বড়ো হ'চ্ছিস্—তত বুদ্ধি-শুদ্ধি বাড়্‌ছে, না?—

—গুণ্ডা নয় ত' কি? মুগুর ভাঁজে, কুস্তি ক'রে, লাঠি খেলে—

প্রকাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ব'ললে—হুঁ হুঁ, ঠিক বলেছ' নিভ্'। ওসব গুণ্ডামির লক্ষণ ছাড়া আর কি?—ভদ্রলোকে কখনো—

বাধা দিয়ে বিভা ব'ললে—প্রকাশদা', তুমি নিজে কোনও দিন ব্যায়াম চর্চ্চা ক'রোনি বা করবার সুযোগ পাওনি ব'লে—'দ্রাক্ষা ফল কটু' এ শিক্ষা সকলকে দিও না।

প্রকাশ একটু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে—ব্যায়াম চর্চ্চাকে তো আমি খারাপ বলি নি, আমি ব'লছিলুম ওই রকম হাতের গুলি পাকিয়ে বুকের ছাতি ফুলিয়ে গুণ্ডাগোছ চেহারা ক'রে তোলাটা—

প্রকাশের কথা শেষ হ'বার আগেই বিভা ব'ললে—তোমার মতন ফড়িংয়ের চেহারার চেয়ে ঢের ভালো!

প্রকাশ এ কথার প্রতিবাদ ক'রে নিভাকে সাক্ষী মেনে ব'ললে—আমার কি ফড়িংয়ের মতো চেহারা নিভা, তুই ঠিক ক'রে বল্ তো ভাই।

নিভা খুব উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে—না না—তুমি কি বল্‌ছো দিদি? প্রকাশদা' অমন সুন্দর দেখতে! ঠিক যেন রাজ পুত্তুরের মতো! কেমন চমৎকার চেহারা! ওঁর কাছে ভোলাদা'? মাগো! যেন ᵖ কাত!

বিভা মুহূর্ত্তকাল স্মিতমুখে প্রকাশের দিকে চেয়ে দেখে নিভার দিকে ফিরে ব'ললে—ও! বুঝেছি, তোমার তাহ'লে প্রকাশদা'কেই পছন্দ—আচ্ছা, তবে প্রকাশদা'র সঙ্গেই না হয় তোমার বিয়ে দেবো—

—ধ্যেৎ! যাও! তোমরা ভারী দুষ্টু!

বল্'তে বল্'তেই নিভা প্রকাশের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে সেখান থেকে মারলে ছুট্ এবং নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো—।

বিভা সকৌতুক দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে ছিল। ক্ষণকাল পরে প্রকাশের দিকে মুখ ফেরাতেই প্রকাশ বল্'লে—তীর্থদর্শনে যাচ্ছো নাকি শুনলুম?

বিভা একটু চিন্তা ক'রে বল্'লে—ভাব্ছি কি ক'রবো। এখনও কিছু ঠিক ক'রতে পারি নি। জ্যাঠা মশাই বড্ড ধরেছেন, সঙ্গে যাবার জন্যে বিশেষ ক'রে ব'লছেন। কি করি বলো তো?—তুমি কি পরামর্শ দাও?

—তোমার কি যাবার মোটে ইচ্ছে নেই

—আছেও বটে,—আবার নেইও বটে।

—নেইটা কেন জানতে পারি কি?

—নেই, কারণ তীর্থভ্রমণের ব্যয় বহন করবার মতো অর্থসামর্থ্য আমার নেই।

প্রকাশ এ কথা শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—বাবা কি সে ভাব্নাটাও তোমাকে ভাব্তে ব'লেছেন?

বিভা ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ব'ললে—রাগ কোরো না প্রকাশদা,' তোমরা যে আমাদের কত বড়ো বন্ধু সে কথা ব'লে আর তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাইনি ভাই, কিন্তু ভেবে দেখো, এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয় না! জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহের উপর অত্যাচার ক'রে যেন অতিরিক্ত সুযোগ নেওয়া হবে না?

—এ কথা তোমার নিশ্চয়ই মানতে পারতুম বিভা, যদি তুমি উপযাচক হ'য়ে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইতে, কিন্তু, এ তো তা' নয়, এ যে উনিই তোমাকে

নিয়ে যাবার আগ্রহে আকুল! না গেলে হয় ত' অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হবেন, এবং সেটা কখনই বোধ হয় তুমি হ'তে দিতে ইচ্ছে করো না।

বিভা তার অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি এনে ব'ললে—তা' হ'লে তোমারও দেখ্‌ছি একান্ত ইচ্ছে যে আমি যাই! আমাকে তাড়াতে পারলে যেন বাঁচো!

প্রকাশ তার পাঞ্জাবী জামার গলার ঘুন্টিটা টানাটানি ক'রে প্রায় ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম ক'রতে ক'রতে ব'ল্‌লে—দেশ বিদেশে বেড়াতে আমার নিজের খুব ভালো লাগে, তাই মনে হয় তোমারও হয় ত' ভালো লাগতে পারে, তাই এতটা আগ্রহ দেখিয়েছিলুম। অন্যায় হ'য়ে থাকে—ক্ষমা চাইছি—।

বিভা আর একটু প্রসন্ন হাসিতে মুখটি ভরিয়ে তুলে ব'ললে—ক্ষমা কি খুব সুলভ বস্তু প্রকাশদা,' যে, চাইবামাত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়? আমার এই উপর্যু্পরি বিপদে বিধ্বস্ত মনটিকে সুস্থ ক'রে তোলবার জন্যে তোমার এই আন্তরিক চেষ্টা—এ কি বড়ো সোজা অপরাধ ব'লে মনে ক'রো? এর শাস্তি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাই, আমি প্রস্তাব করছি যে, তুমি আমাদের সঙ্গে কিছুতেই তীর্থভ্রমণে যেতে পাবে না, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে কিন্তু!—

—তোমার শাস্তি আমি মাথা পেতে নিলুম, কিন্তু, এ শাস্তি যে বড়ো কঠোর এ কথা আমাকে বলতেই হবে বিভা।

—শাস্তি যদি কঠোর না হ'য়ে কোমল হয়, তা হলে সে তো আর শাস্তি থাকে না—তা হ'লে সে যে পুরস্কার হ'য়ে ওঠে প্রকাশদা'! কিন্তু, এ জন্য ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না ভাই, একটু বিবেচনা ক'রে দেখো, এ [illegible]মি শুধু আমার নয়, তোমারও কল্যাণের জন্য ব'ল্‌ছি।

—তবে কি তুমি আমার জন্যেই যেতে ইতস্ততঃ করছিলে বিভ—

—না, কিন্তু তুমি আর আমাকে 'বিভ্' বোলো না—ওটা যেন কাণে ঠিক শোনায়—'ঈভ্'!

—তা' শোনালেই বা, তাতে তো খুব বেশী কিছু তফাৎ হবে না। 'ঈভ্' তো তোমাদেরই জাত—

—সেই জন্যেই তো ওকে সহ্য করতে পারি নি। আমাদের সমস্ত নারী জাতির ললাটে ও কলঙ্ক লেপে দিয়েছে! ওর জন্যেই ত' আমরা চিরকাল বিশ্বের চোখে ঘৃণিতা হ'য়ে আছি।

প্রকাশ একটু ম্লানহেসে ব'ললে—ভুলে যাচ্ছো বিভ্, যে, তুমি—আমি—এ নিখিল জগতের সমস্ত নরনারীই—সেই আদি-জননীর সন্তান। তাঁর দোষ গুণ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে! তোমাদের যাঁরা ঘৃণা ক'রতে শিখিয়েছেন তাঁরা মাতৃদ্রোহী!

—কী ব'লছো প্রকাশদা'! ওদের বাইবেল থেকে তোমাদের মনু পর্য্যন্ত কেউ তো আমাদের রেহাই দেয় নি! এরা সবাই কি—

বিভার কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে প্রকাশ ব'লে উঠ্ল—ওসব বর্ব্বর যুগের শাস্ত্র। মানুষ যখন সবে এই সভ্যতার আলো পাচ্ছে সেই সময় ওই সমস্ত বই লেখা হ'য়েছে! আজকের এই বিংশ শতাব্দীর এই পূর্ণ সভ্যতার দিনেও আমরা যদি সেই সব মান্ধাতার আমলের শাস্ত্র শাসন মেনে চলি তাহ'লে সেটা যে আমাদের লজ্জার কথা—গৌরবের নয়—এটা স্বীকার ক'রতেই হবে। কারণ, আজকের দিনে তার কোনোটাই দেশ বা জাতির কল্যাণ ও প্রগতির অনুকূল নয়!

বামুনদি' এসে বিভার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে—বড়বাবুর জন্যে এ বেলা কি রান্না হবে?

প্রকাশ তার প্রত্যেক কথাটাই শুনতে পেলে। অথচ তাকে না

শুনিয়ে ব'লে যাবার এই যে মিথ্যে ছলটুকু বামুনদি' অভিনয় ক'রলে স্ত্রীলোকদেব এই মিথ্যাচার গুলোকে প্রকাশ অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা ক'রতো।

বিভা ব'ললে—আমি নিজে আজ দুপুরে যে আটা ভেঙে রেখে দিয়েছি—জাঁতায়,—তারই লুচি হ'বে—খুব ছোট ছোট হাল্‌কা! আমি যাচ্ছি রান্নাঘরে—তুমি ততক্ষণ আটায় জল দাও গে।

বামুনদি' চলে গেলো, প্রকাশ ব'ললে—এমনি ক'রেই বাবাকে তুমি এখানে আটকে ফেলেছো দেখছি, এতো যত্ন পেলে যে মানুষ স্বর্গেও যেতে চায় না—

বিভা কোনও উত্তর দিলে না। প্রকাশ ব'ললে—বাবা সে দিন মা'র কাছে আর উর্মির কাছে গল্প ক'র্‌ছিলেন যে, এমন সেবা, যত্ন তিনি এ বয়স পর্য্যন্ত কখনো কারুর কাছে পেয়েছেন কিনা জানেন না! তোমাদের দুই বোনেরই খুব প্রশংসা ক'রছিলেন—বিশেষ ক'রে তোমার! ব'লছিলেন—তুমি নাকি একটি রত্ন!

বিভা ব'ললে—তুমি তা'হলে রান্নাঘরে এসো—সেই আগের মতন পিঁড়ির উপর বসে এই 'রত্ন' উপাখ্যান ব'লতে সুরু ক'রবে প্রকাশদা', আর আমি শুনতে শুনতে কাজ ক'রবো—

প্রকাশ ব'ললে—চলো, যাই; কিন্তু,—

বিভা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললে—আগের মতো আর আনন্দ পাবে না তা' জানি, তবু এসো, না হয় একটু কষ্টই হবে।—

বিভা চ'লে গেলো।

খানিক পরে—প্রকাশও এক-পা এক-পা ক'রে রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগলো!

২৩

অবিনাশবাবু স্থির করেছিলেন যে, প্রথমেই তিনি কাশী যাবেন, সেখান থেকে হরিদ্বার, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, কেদার, বদ্রী, প্রভৃতি সমস্ত ঘুরে ছ'মাস পরে বাড়ী ফিরবেন। বাড়ীশুদ্ধ সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন মনে ক'রেছিলেন—এখানে শুধু সরকার মশাই ও দ্বারবানরা বাড়ীর তত্ত্বাবধান ক'রবে।

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো না। প্রথমেই উমা এসে ব'ললে—বাবা, তুমি তো জানো তীর্থকে আমি ভয় করি। অবশ্য লোকসমাজে আমার মতো হিন্দুর ঘরের বিধবাদের যে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় সে কথা আমি অস্বীকার ক'রতে পারবো না, কিন্তু, তীর্থকে ধর্ম্ম ও মুক্তির উপায় ব'লে মানতে যে আমি একেবারেই নারাজ এ তো আর তোমায় আজ আমাকে নূতন ক'রে ব'লতে হ'বে না!

অবিনাশবাবু আমৃতা আমৃতা ক'রে ব'ললেন—কিন্তু মা, আমরা সবাই চলে যাবো—তুমি একলা এখানে কার কাছে থাকবে—সেটা তোমার মা'র সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত না ক'রলে কেমন ক'রে বলা যেতে পারে—সেটা—

উমা তার পিতার মনোভাব বুঝতে পেরে ব'ললে—একলা থাকতে হ'লে যে সাহস দরকার সে সাহস আমার আছে,—তবে, আপনাদের যদি না থাকে তাহ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

অবিনাশবাবু চুপ ক'রে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

উমাও অনেকক্ষণ নীরবে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলে—আচ্ছা বাবা, আমাদের দেশে কি

কোথাও 'হিন্দু কনভেণ্ট' নেই?—কিম্বা কোনও বিধবা-আশ্রম? যেখানে আমার মতো মেয়েরা গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে এবং কাজ কর্ম্ম ক'রতে পারে?

অবিনাশবাবু একটু লজ্জিত হ'য়ে ব'ললেন—না মা, সে রকম কোনও প্রতিষ্ঠান ত' এদেশে এখনও পর্য্যন্ত গড়ে ওঠে নি।

উত্তেজিতভাবে উমা ব'ললে—তাহ'লে কোনোকালেও আব কখনো তা' গড়ে উঠবে না! কী আশ্চর্য্য বাবা, যে দেশের প্রায় ঘরে ঘরেই একজন ত্ব'জন বালবিধবা রয়েছে সে দেশে আজও একটা বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি! সংসারের মধ্যে থেকে যারা হাঁপিয়ে ওঠে, ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তাদের ছুটে পালিয়ে গিয়ে একটু আরামে নিঃশ্বাস ফেলবার মতো স্থান তোমরা কোথাও কিছু ক'রে রাখো নি? অথচ তাদের স্খলন পতনের শাস্তির ব্যবস্থা তো খুবই আছে! একবার বিবেচনা ক'রেও দেখে না কেউ যে, সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যে পারিপার্শ্বিক দূষিত আবহাওয়ার প্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অবিচলিত থাকা জীবনে অনভিজ্ঞ ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে কী কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা! তারই ভিতর দিয়ে চ'লতে গিয়ে যদি কোনও মেয়ের গায়ে একটু আঁচ লাগে, যদি কেউ হোঁচট্ খায়, তবে তাকে মার্জ্জনা করবার মতো উদারতা কি এই বিরাট প্রাচীন হিন্দু-সমাজের মধ্যে এতটুকুও নেই?

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বারবার কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোর আজ কি হ'য়েছে মা? কী এমন আঘাত পেয়েছিস যে, এতটা বিচলিত হ'য়ে উঠেছিস্ একেবারে! আমার সঙ্গে কি তীর্থদর্শনে যেতে চাইছিস না অভিমান ক'রে?

উমা পিতার কাছে এগিয়ে এসে পিতার একটি হাত ধ'রে ছোট মেয়ের মতোই একটু আদরের সুরে ব'ললে—বাবা, আমি যদি সমাজ-

পরিত্যক্তা একটি মেয়েকে ঠাঁই দিই, তুমি কি তাতে বাধা দেবে? জীবনে সে একটিবার ভুল করে' ফেলেছে ব'লে কি তাকে চিরকালের মতো আমাদের কাছ থেকে নির্ব্বাসিত হ'তে হবে? এ কি অন্যায় অত্যাচার নয় বাবা?—আমি তাকে আশ্রয় দিতে চাই বাবা!

অবিনাশবাবু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ব'ললেন—সে মেয়েটির কি কেউ আত্মীয়-বন্ধু নেই উমা?

তীব্রকণ্ঠে উমা ব'ললে—সেইটেই তো আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারছিনি বাবা, যে, তার বাপ মা, বড় ভাই, সবাই তাকে আজ ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'রলে কেন? যাদের চেয়ে আপনার জন আর নাকি মানুষের নেই, তারাই আজ কি ব'লে তাকে রাস্তায় বার ক'রে দিতে পারলে?

গম্ভীরকণ্ঠে অবিনাশবাবু ব'ললেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ উমা, তাই এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলে না; মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের প্রভাব তার উপর সব চেয়ে প্রবল। সমাজের খাতিরে সে অকাতরে আত্মবলি দেয়! চির-জীবন আপন শ্রেয় ও প্রেয় থেকে বঞ্চিত থাকে, তবু আত্ম-সুখের জন্য সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে না! সমাজের অনুশাসন মেনে চলাটাকে সে শুধু সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লেই মনে করে না, সমাজকে সে রীতিমত ভয় ক'রে চলে! তাই—

বাধা দিয়ে অধীরভাবে উমা ব'ললে—তাই স্নেহ, প্রেম, দয়া মায়া, মমতা, কোমলতা সব বিসর্জ্জন দিয়ে কর্ত্তব্যকেই মাথায় তুলে নিতে হবে? এর কি মানে আছে বাবা? আচ্ছা, যদি ধরাই যায় যে, কর্ত্তব্যই সবার চেয়ে বড়ো, তাহ'লেও সন্তানের প্রতি কি পিতামাতার কোনও কর্ত্তব্য নেই?

শান্তভাবে অবিনাশবাবু ব'ললেন—আছে বই কি উমা, কিন্তু, এ কি রকম জানিস্ মা,—আমার দেহের কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি বিষাক্ত ক্ষত

হয় তাহ'লে সমস্ত দেহটাকে রক্ষা করবার জন্যে যেমন সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিতে হয় নির্ম্মমভাবে, এও ঠিক সেই রকম। প্রত্যেক মানুষটাই সমাজের অঙ্গ, তাই এর মধ্যে যখনই প্রয়োজন হয়েছে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে বলি দেবার, সমাজ নির্ম্মমভাবে তা' দিয়েছে এবং দিচ্ছে!

উমা অশান্তভাবে তার মাথা নেড়ে ব'ললে—কিন্তু, তা' তো নয়! এ কর্ত্তব্যবুদ্ধি তো পুরুষের অপরাধ বিচার করবার সময় কোনও কাজে আসে না! দুশ্চরিত্র পুত্র শুধু তার পরিবারে নয়, সমাজের মধ্যেও বেশ বুক ফুলিয়ে বাস করে, কিন্তু কন্যা দৈবাৎ অপরাধিনী হ'লে, তাকে নিঃসহায় অবস্থায় পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়! এমনভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হ'য়ে তো মানুষের সংসার বরাবর চলতে পারে না বাবা!—একদিন এর শাস্তি সমস্ত জাতটাকেই যে ভোগ ক'রতে হবে।

অবিনাশবাবু গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ব'ললেন—না বুঝে এমন ক'রে অভিশাপ দিস্‌নি মা, তোদের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাতে আজ আমরা জগতের হীন হ'য়ে পড়েছি! ওরে! কন্যা ভ্রষ্টা হলে যে কুল অপবিত্র হ'য়ে যায়! তোরা যে জননীর জাত। মায়ের কলঙ্ক যে সমস্ত পরিবারকে কলুষিত ক'রে ফেলে মা!

উমা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ব'ললে—এইখানেই তো তোমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের মন সায় দিতে পারে না বাবা! কন্যার অপরাধে পরিবারের যে অনিষ্ট হয় পুত্রের অন্যায় তার চেয়ে ত' এতটুকুও কম নয়। আর যদি তোমার কথাই মেনে নেই, তাহ'লে ছেলেদেরই দোষটা একেবারে অমার্জ্জনীয় হ'য়ে ওঠে না কি?—কারণ, ওরাই তো প্রলুব্ধ ক'রে ভুলিয়ে আমাদের নষ্ট করে।

—এ তর্কের শেষ মীমাংসা আজও হয়নি উমা! অপরাধী পুরুষ কি

অপরাধী নারী এর এখনও নিঃসন্দেহ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, শুধু পরস্পর পরস্পরকেই এ পর্য্যন্ত দোষী সাব্যস্ত ক'রে আসছে—

—কিন্তু, শাস্তিটা পাচ্ছে কেবল মেয়েরাই—

—তার কারণ নারী দুর্ব্বল, পুরুষ বলবান। তাই সে এখনও শাস্তিটাকে এড়িয়ে চলতে পারছে কিন্তু, তোমরা পারছো না! তবে এটা ঠিক উমা, যে চিরকাল তারা তাদের এই ন্যায্য প্রাপ্যটাকে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না—

উমা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—তাহ'লে, তুমিও স্বীকার করো বাবা যে, পুরুষেরও শাস্তি হওয়া উচিত।

—নিশ্চয়! এবং তার বিধি-ব্যবস্থাও আগের কালে ছিল, আজই পুরুষ তাকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে।

—তাহ'লে আমি সে মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে পারি বাবা,—তোমার এতে মত আছে?

—আমার সম্পূর্ণ মত আছে না, কিন্তু আমার বাড়ীতে তাকে আশ্রয় দিতে আমি তো পারবো না উমা। এ বয়সে আর পরের মেয়ের জন্য সমাজ বিদ্রোহী হ'তে অনুরোধ করিস নি আমায়।

—আচ্ছা, আমি যদি তাকে নিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে থাকি?

—তা' কি বরাবর থাকতে পারবি খুকী? দু'মাস ছ'মাস—বড় জোর না হয় এক বছর ধৈর্য্য থাকবে, তারপর যে একঘেয়ে জীবন নিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে পড়বি উমা! সবাই তোকে একঘ'রে ক'রে দেবে, এবং সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে একজন পতিতাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সবাই তোকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে, এমন কি হয় ত' তোর নামে কুৎসাও রটাবে। সে কি সইতে পারবি মা?

—পারবো।

—আমাদের সবাইকে কিন্তু, ছাড়তে হবে—খুকী ··

—বাবা!

—হ্যাঁ, উমা, সমাজের ভয়টা তো আজ আর শুধু আতঙ্কই নেই মা, ওটা যে আমাদের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে! আমাদের মনে পদস্খলিতার প্রতি একটা সহজাত ঘৃণা এতই প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, বাপ মা ভাই বোন্ সবার স্নেহ এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মতো উবে যায়। তাই, ঘরের মেয়েকে অনায়াসে পরের মতো পথে বার ক'রে দিতে আমাদের একটুও মায়া হয় না!

উমা কথাটা বুঝলে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ব'ললে—আচ্ছা, আমার যা' টাকাকড়ি আছে, আমি তাই দিয়ে যদি মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি তাতে তো তোমার অমত নেই?

—না মা, এতটুকু নেই, বরং পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং তোমার সে আশ্রমের জন্য আমি অবৈতনিক খাটতেও রাজি আছি।···

ব'লে অবিনাশবাবু খুব খানিকটা হেসে উঠলেন!

—বেশ, তাহ'লে আশীর্ব্বাদ করো, যেন তোমরা তীর্থদর্শন করে ফিরে আসবার মধ্যেই আমার আশ্রম সুরু হ'য়ে যায়।

অবিনাশবাবু একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললেন—কিন্তু—আমি বল্‌ছিলুম কি খুকী, একেবারে তীর্থভ্রমণ সেরে এসে এ কাজে লাগলে ভালো হ'তো না?

—না বাবা, দেরী হ'য়ে যাবে!

—কিন্তু, তাতে তোর সুবিধা হ'তো যে! বাইরে ও' রকম প্রতিষ্ঠান দু' একটা আছে, সেগুলো দেখে এলে ভালো হ'ত না উমা!

উমা একটু ভেবে ব'ললে—আচ্ছা, তাই হবে বাবা, তোমার যখন সেই ইচ্ছে তখন আমিও তোমার সঙ্গেই যাবো—।

কিন্তু যাবার দিন সকাল বেলা হঠাৎ পুলিশ এসে বাড়ী খানাতল্লাস ক'রে ভোলানাথের ঘর থেকে "স্বাধীনতার ভেরী" ইত্যাদি খানকতক কি বই; কাগজপত্র ও পকেট-গীতা একখানা সংগ্রহ ক'রে সেই সঙ্গে ভোলানাথকেও ধ'রে নিয়ে গেলো!

উমা এই দুর্ঘটনায় একেবারে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লো; ভোলাদা'র একটা কিছু ব্যবস্থা না হ'লে সে কিছুতেই নড়বে না বলাতে অগত্যা অবিনাশ বাবুকে যাত্রার দিন পিছিয়ে দিতে হ'লো।

সাতদিন অনবরত থানা পুলিশ ও সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক হর্তাকর্ত্তাদের কাছে আনাগোনার পর যখন স্থির হ'য়ে গেল যে, ভোলানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ এত গুরুতর যে সম্পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তাকে ছাড়া যেতে পারে না, উপস্থিত মান্দালয়ের জেলে তাকে এখন কিছুদিন অন্তরীণে রাখা হবে। উমার অশ্রু আর প্রবোধ মানে না। প্রকাশ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, বীর-নারীর এ দুর্ব্বলতা শোভা পায় না, স্বদেশের কাজে স্বাধীনতার জন্য কত প্রাণ বলি দিতে হয়—এ তো শুধু দিন কয়েকের জন্য রাজআতিথ্য স্বীকার করা মাত্র!

বিভাও তাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিলে, এমন কি নিভা পর্য্যন্ত এসে যখন ব'ললে—দিদি, আমাদের এই দুর্ব্বলতার জন্যেই তো এ দেশের ছেলেরা সব কাপুরুষ হ'য়ে পড়েছে,—

উমা বিরক্ত হ'য়ে চোখের জল মুছে ব'ললে—সবই জানি ভাই, সবই বুঝি, কিন্তু যখন বিপদ আসে তখন মন যে মানে না।

যাই হোক, এমনি ক'রে চোখের জলে ভেজা পথে তাদের যাবার দিন আবার এগিয়ে এলো। অবিনাশবাবু আগের দিন প্রকাশকে ডেকে

ব'লে দিয়েছিলেন—তুমি বাপু, ঠিক সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে বাড়ীতে থেকো, তোমার জন্য যেন না গাড়ী ফেল্ হ'তে হয়।

কিন্তু যাবার দিন সকালে উঠে অবিনাশ বাবু শুনলেন যে প্রকাশের অসুখ ক'রেছে,—সে আজ ওঁদের সঙ্গে যেতে পারবে না। প্রকাশের মা ব'ললেন—থাক্‌গে বাপু, যখন বার বার এতো বাধা প'ড়ছে তখন আর বেরিয়ে কাজ নেই, বিদেশ বিভুঁই, শেষ কি হ'তে কি হবে কে জানে! কাজ নেই গিয়ে!

অবিনাশবাবু একটু জেদী প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর একগুঁয়েমির পরিচয় তিনি বহুবার দিয়েছেন—এবারও দিলেন। প্রকাশ ও প্রকাশের মাকে বাড়ীতে রেখে তিনি উমা বিভা ও নিভাকে নিয়ে কাশী যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

বিভা বুঝতে পেরেছিল যে, এ কেবল তাকে রেহাই দেবার জন্য প্রকাশদা'র ছল মাত্র, সত্যই সে অসুস্থ নয়। কিন্তু, নিভা তো সে কথা জানতো না, সে তার প্রকাশদার জন্য বড়ো চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লো। প্রকাশদা' তাদের সঙ্গে যাবে না শুনে তার জীবনে এই প্রথম রেলে চড়ে বাইরে বেড়াতে যাবার যে প্রচণ্ড উৎসাহ হয়েছিল, তা' যেন কোথায় মিলিয়ে গেলো!

উমা একবার প্রকাশের ঘরে গিয়ে দাদাকে বেশ ক'রে দেখে শুনে ব'লে এলো—এ তোমার কিছু নয় দাদা, কালই সেরে উঠবে ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু, ফাঁকি দিও না যেন, যেও। আমরা ত' কাশীতে এখন থাকবো দিন কতক, তুমি মাকে নিয়ে হপ্তাখানেক পরেই চলে এসো—কেমন?

প্রকাশ জানতো উমি পোড়ারমুখীকে বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয়, ও হয় ত' তার দুষ্টুমি ধ'রে ফেলবে, কাজেই, তার প্রস্তাবটা প্রকাশ খুব আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ ক'রলে।

কিন্তু, যত বেলা পড়ে আসতে লাগলো, নিভা ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগলো, শেষে আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে দিদির কাছে গিয়ে ব'ললে—দিদি, প্রকাশদা'র অসুখ ক'রেছে দেখেও কি আমাদের যাওয়াটা ভালো দেখাবে ?

বিভা প্রথমটা এ সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু উদাসীন ভাব দেখাবার জন্যই নিভার দিকে না ফিরে ব'ললে—ও কিছু নয়, উমা দেখে এসে আমায় বললে—কালই সেরে যাবে।

নিভা ব'ললে—না দিদি, আমি তো সারাটা দুপুর তাঁর কাছেই ছিলুম, আমায় খালি ব'লেছেন—মাথাটা খসে যাচ্ছে নিভ্—তোমার পদ্মহাতে একটু টিপে দাও! আমি দিচ্ছিলুম—আর তিনি বেশ সোয়াস্তি বোধ ক'রছিলেন, এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন দেখে আমি উঠে এলুম। বড্ডো অসুখ করেছে ভাই! আমাকে ব'ললেন—তোমরা বেশ মজা ক'রে আমাকে ফেলে রেখে চ'লে যাচ্ছো তো! বেশ যাও, আমার কিন্তু এ কথা মনে থাকবে! না ভাই দিদি, আমি যাবো না, আমার ভারী লজ্জা ক'রছে।—তোমরা যাও ভাই, আমি থাকি ওঁর সেবা করবার জন্যে—

বিভা এবার তার ছোট বোনটির মুখের দিকে সবিস্ময়ে না ফিরে চেয়ে আর থাকতে পারলে না।

আজ যেন সে এই প্রথম দেখলে, নিভা আর ছোট মেয়েটি নেই, তার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রে যেন এক সুন্দরী নারী কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অপূর্ব্ব প্রভায় জেগে উঠ্ছে।

বিভার অধরকোণে একটুখানি করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্লো! ধীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে—প্রকাশদা' কি তোকে থাকতে ব'ললেন তাঁর কাছে ? না তুই নিজেই থাকতে চাইছিস্ ?

লজ্জানতমুখে নিভা ব'ললে—তিনি কেন ব'লতে যাবেন? আমার কি একটা বিবেচনা নেই দিদি! তুমি তো এখানে ছিলে না, জানোনা তো বাবার অসুখের সময় দিনের পর' দিন—রাতের পর রাত তিনি কি অসীম স্নেহের অভয় বাহুতে আমাকে ঘিরে রেখে বাবার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, সে যে আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না ভাই!

ব'লতে ব'লতে সরলা নিভার কালো চোখ দু'টি যে অনুরাগের রঙীন আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো তারই প্রতিচ্ছায়ায় বিভার মুখখানিও যেন উজ্জ্বল দেখাতে লাগলো। ভবিষ্যতের কি একটা মধুর চিত্র স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। সে নিভাকে নিবিড় সোহাগে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে আদর করে ব'ললে—ঠিক বলেছিস্ বোন্, ওঁর অসুখ দেখে আমাদের দু'জনেরই চলে যাওয়া ভালো হবে না। তুই থাক। পরে প্রকাশদা' আর তাঁর মা'র সঙ্গে যাবি। আমার তো' থাকবার জো নেই ভাই, জ্যাঠামশাই তা' হ'লে বড্ড ক্ষুণ্ণ হবেন, নইলে তোকে পাঠিয়ে দিয়ে, আমিই প্রকাশদা'র কাছে থাকতুম।

নিভা এবার তার দিদির মুখের দিক চেয়ে বেশ হাস্য তরল কণ্ঠে ব'ললে—তাহ'লে প্রকাশদা খুসী হতেন নিশ্চয়, কিন্তু আমি খুসী হতুম না দিদি! এক না যাই সে এক রকম, কিন্তু তোমাকে ফেলে কোথাও যাওয়া—সে ভাই আমি কিছুতে পারতুম না।

—আচ্ছা রে, আচ্ছা, দেখবো। যখন বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ী যাবি, তখন কি করিস দেখা যাবে!

—তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

—হ্যাঁ, ব'য়ে গেছে আমার তোমার সঙ্গে ঝি সেজে তোমার শ্বশুর-ঘর করাতে যেতে—

—তাহ'লে আমি বিয়েই ক'রবো না!

—ঈষ্! বিয়ে ক'রবে না বৈকি? আচ্ছা, যদি প্রকাশদা'র সঙ্গে তোর বিয়ে দিই খুকী?

—ধ্যেৎ! তুমি ভারী দুষ্টু!

নিভা সেখান থেকে ছুটে পালালো।

বিভার সমস্ত মুখখানি একটি প্রসন্ন হাস্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

২৪

—নিভ্, তুমি যে সত্যিই ওদের সঙ্গে গেলে না দেখছি ; কেন গেলে না ভাই ?

—বা রে, তোমার এমন অসুখ দেখে আমরা দু'বোনেই কখনও চ'লে যেতে পারি ? তোমার সেবা ক'রবে কে ? উমাদি'ও জ্যাঠামশা'য়ের সঙ্গে গেলেন।

—আমার ত' তেমন কিছু শক্ত ব্যায়রাম হয় নি' নিভ্, যে, তোমাদের কারুর বেড়াতে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমার সেবা ক'রবার জন্য থাকবার প্রয়োজন। আমি এখনই বেশ ভালো বোধ ক'রছি। কালই হয় ত' সেরে উঠ্‌বো! মাঝখান থেকে তোমার বেড়াতে যাওয়াটা বন্ধ হ'য়ে গেলো!

—কেন, বন্ধ হ'য়ে যাবে কেন ? তুমি ভালো হ'য়ে যখন মা'কে কাশীতে রাখতে যাবে সেই সঙ্গে আমাকেও নিয়ে গিয়ে দিদির কাছে রেখে এসো।

—আর আমি যদি বলি—মা'কে নিয়ে আমি তো কাশী যাবো না নিভ্, আমি স্থির ক'রেছি এইখানেই থাকবো, তা হ'লে ?

নিভা ব'ললে—তা' হ'লে দিদিরা যতদিন না ফেরেন ততদিন আমিও এইখানেই থাকবো।

—দিদির জন্যে তোমার মন কেমন ক'রবে না ?

—দিদি তো এই দেড় বছর প্রায় শ্বশুরবাড়ীতে ছিল—আমি কি থাকতে পারি নি!

—তখনকার কথা ছেড়ে দাও, তখন মাষ্টারমশাই ছিলেন, তোমার বামুনদি' ছিল।

—এখন তুমি রয়েছো, জ্যাঠাইমা রয়েছেন—

—আমরা তো আর তোমাদের আপনার লোক নই; আমরা হলুম পর! তোমার দিদি তো আমাদের জলগ্রহণ ক'রবেন না প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। তুমি তো তারই বোন্—এ বাড়ীর অন্ন কি আর তোমার মুখে রুচবে?

প্রকাশের এই অভিমানপূর্ণ শ্লেষের কথাগুলো নিভার মনে গিয়ে আঘাত ক'রলে! সে অনেকক্ষণ কোনও কথা ব'লতে পারলে না। তার দিদির এই অতিরিক্ত মর্য্যাদা-জ্ঞানটুকুকে সে গর্ব্বের চক্ষেই দেখতো—তারও ইচ্ছা যেন এমনি ক'রেই সেও মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারে, কিন্তু প্রকাশের কাছে তার সকল গর্ব্বই যে ধূলায় লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে! সে আরক্ত নত মুখে ব'ললে—তোমাদের বাড়ীর যে দাসী সেও তো তোমাদের আপনার লোক নয় প্রকাশদা'! তার যদি এ বাড়ীর অন্ন মুখে রুচতে পারে—তা'হলে আমারই বা রুচবে না কেন?

প্রকাশ সবিস্ময়ে নিভার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; এতো কথা এ মেয়েটি কি ক'রে শিখলে; আর কবেই বা শিখলে? নিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে প্রকাশ আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগলো—তাই ত'! তাদের সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এ মেয়েটি কবে এমন সৃষ্টিছাড়া সুন্দরী হ'য়ে উঠ্লো! সেদিনের একরত্তি মেয়ে! ফ্রক্ প'রে লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে যেতো—সেই কথাই প্রকাশের মনে আছে। এর মধ্যে কবে যে সে ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ী প'রেছে এ খবর সে রাখবার অবকাশও পায় নি। আজ প্রথম তার চোখে লাগ্ল—এই নীল ডুরে শাড়ীখানি পরে' এ'কে বড়ো চমৎকার মানিয়েছে! তাদের নিভ্ সত্যিই আর সে

ইস্কুলের ছোট্ট মেয়েটি নেই! এই কিশোরীর কমনীয় তনুর তীরে তীরে—যৌবনের গোপন চরণচিহ্ন ফুটে উঠ্‌তে দেখা যাচ্ছে! তার ডাগর দু'টি কালো চ'খের কোলে কোলে যেন ক্ষণ-চপলার চকিত চঞ্চলতা লীলায়িত হয়ে উঠেছে! তার গাল দু'টিতে যেন কোন্ শিল্পীর মোহন তুলি এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্তিম আভা বিকশিত ক'রে তুলেছে! তার টিক'লো নাকটির ডগাতে যেন কে গোলাপী রংয়ের ছোপ্ ধরিয়ে দিয়েছে! তার অধরকোণে মধু-মাধুরী—তার অঙ্গে অঙ্গে ললিত-লাবণ্য-লীলা—

প্রকাশের চ'খে মুখে একটা বিমুগ্ধ বিস্ময় বিভাসিত হয়ে উঠ্‌লো।

নিভা কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তুমি আমার দিকে চেয়ে কী দেখছো প্রকাশদা?

প্রকাশ হাসতে হাসতে ব'ললে—তাইত' নিভ্, তুমি কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি কবে এতো বড়ো হ'য়ে উঠলে বলো তো?

গায়ে একটা পাতলা সেমিজ ছিল বলে নিভা একটু লজ্জিত হ'য়ে মৃদু হেসে তার নীল ডুরে শাড়ীর আঁচলটা আর একপাল্টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ব'ললে—কে বলেছে তোমাকে আমি বড়ো হ'য়েছি? দিদি আমাকে এখনও মাঝে মাঝে 'খুকী' বলে ডাকে শোনোনি?—

প্রকাশ এবার ব্যঙ্গের সুরে মুখভঙ্গী ক'রে ব'ললে—কিন্তু, আমার কাছে যে এ খুকীটি নিজেই অনেকবার ব'লেছেন যে তিনি আর ছেলেমানুষটি নেই?

ঠিক অনুরূপ মুখভঙ্গী ক'রে ব্যঙ্গের সুরে নিভা ব'ললে—তবে কেন খোকাবাবু ব'লছিলেন যে, আমি কাউকে কিছু না ব'লেই বড়ো হ'য়ে উঠেছি?

প্রকাশ মনে মনে পরাজয় মেনে বেশ একটু কৌতুক আমোদ উপভোগ ক'রলে; কিন্তু, নিভাকে আরও একটু রাগিয়ে দেবার লোভও তার প্রবল

হ'য়ে উঠ্‌লো! সে ব'ললে—যেমনি বলেছিলে, আমিও তো তেমনি তোমার বিয়ের সব ঠিক ক'রেছিলুম—কেমন পালোয়ান বর পছন্দ ক'রে দিয়েছিলুম, কিন্তু, ক'রলে কি হবে—তুমি এমনি অপয়া মেয়ে যে আমাদের ভোলানাথ বেচারাকে 'গুণ্ডা' বলে ধরিয়ে দিয়ে একেবারে ম্যাণ্ডালে চালান ক'রে দিলে?—

—আর, তুমিই বা কি সুপয়া ছেলে?—তোমার সঙ্গে বাবা দিদির বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন—ব্যাস্—তিনি ত' গেলেনই, সঙ্গে সঙ্গে দিদির নিরপরাধ স্বামীটিও—

প্রকাশের চোখ মুখ হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'ললে—আমার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছিল সে কবে তার ঠিক নেই, তখন ত' তোমার মা বেঁচে ছিলেন—তিনিই তো—

দুই চোখ কপালে তুলে, মুখখানি ছুঁচোলো ক'রে নিভা ব'লে উঠলো—ও-ও-ওঃ! তাই বটে মা আমার বেশীদিন আর এ ধরাধামে থাকতে পারলেন না—উঃ! তুমি কি সুলক্ষণ পাত্র!—

—তবে রে পোড়ারমুখী! ঠিক একেবারে উমির চ্যালা হ'য়ে উঠেছো? কথায় আঁটবার জো নেই!

—উঃ—উঃ—উঃ—ছাড়ো—ছাড়ো—লাগে! আর ব'লবো না প্রকাশদা'—ছাড়বে না? এইবার কিন্তু হাতে চিম্‌টি কাট্‌বো।

নিভার চীৎকার শুনে প্রকাশের মা সেই ঘরে ছুটে এলেন। এসে দেখলেন প্রকাশ নিভার চুলের গোছা ধরে টান মারছে, আর হাসছে! আর নিভা তাকে দু'হাতে কিল চড় মারছে, চিম্‌টি কাট্‌ছে আর চেঁচাচ্ছে।

প্রকাশের মা স্মিতহাস্যে ক্ষণকাল তাদের দিকে চেয়ে দেখে ব'ললেন—ও কি হ'চ্ছে, প্রকাশ?

প্রকাশ তাড়াতাড়ি নিভার চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে ব'ললে—দেখ না

মা, ঠিক একেবারে উর্মির মতো এই মেয়েটাও মুখের উপর চোপা ক'রতে শিখেছে!

নিভা ব'ললে—দেখ না, জ্যাঠাই মা—খালি খালি আমাকে 'খুকী' ব'লে ক্ষ্যাপাচ্ছে—তোমার ছেলে!

প্রকাশের মা ব'ললেন—সত্যিই ত' বাছা, তুমি বুড়ো ছেলে বড্ডো ওদের সঙ্গে খুন্‌সুটি করো! ওরা সব এখন বড়ো হয়েছে, আর কেন তোমাকে মানবে? তুমি—নিজের দোষেই ওদের কাছে খেলো হও!

প্রকাশ ব'ললে—বড়ো হ'য়েছে না ছাই হয়েছে—দেখো না—কচি খুকীর মতো চিম্‌টি কেটে আমার হাতের একপুরু ছাল তুলে নিয়েছে!

নিভা ব'ললে—ওই শুনুন মা; শুন্‌লেন তো! আপনার সামনেই আমাকে 'কচিখুকী' ব'লে নিলে!

প্রকাশ নিভার দিকে চেয়ে ব'ললে—কি আর বলেছি তোমাকে? তুমি যা, তাই তোমাকে বলেছি। তার পর মায়ের দিকে ফিরে বললে—আমি মা, ওকে শুধু বলেছিলুম যে, 'তোর মতো মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না'—এই কথা শুনে অমনি মেয়ের রাগ দেখে কে?—

প্রকাশের মা ব'ললেন—তা' বাছা ও যদি রাগই ক'রে থাকে কিছু অন্যায় করে নি! এমন মেয়ের কিনা তুমি বলো বিয়ে হবে না? এ মেয়ে আমার রাজার ঘর আলো ক'রতে পারে!

নিভা একবার গর্ব্বিত দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

প্রকাশ ব'ললে—মা, তুমি অমন ক'রে বোলো না, মেয়েটার আর অহঙ্কারে মাটিতে পা' প'ড়বে না।

প্রকাশের মা প্রশান্ত কণ্ঠে ব'ললেন—ও কথা বলিস্ নি প্রকাশ, অহঙ্কার কাকে বলে আমার এ মেয়েরা জানে না।

—না, তা কি আর জানে? তুমি তো আর ওর দিদিটিকে এখনও

ভালো ক'রে চেনবার সুযোগ পাও নি। মোটে তো একদিন তাকে দেখেছো, সেই যেদিন ওরা কাশী গেলো! ওর দিদিটি হচ্ছেন একেবারে সাক্ষাৎ অহঙ্কারের সহোদরা, জগতে কারুর সাহায্য না নিয়ে তিনি একাই চ'লতে চান!

—সে তো বেশ ভালো কথা প্রকাশ! এ দেশের সমস্ত মেয়ের যেদিন এ রকম মতিগতি হবে, সেদিন—

—সেদিন কি এ দেশটা একেবারে স্বাধীন হ'য়ে যাবে ব'লে তুমি আশা ক'রছো মা?

—না, তা' না হোক্, তবু তোমাদের অনেক বোঝা হাল্কা হ'য়ে যাবে!

—ওই তো তুমি অন্যায় কথা ব'ললে মা,—বোঝা যতই হাল্কা হ'য়ে যাক্ তবু সে যদি বোঝাই থেকে যায়—তা' হ'লে তাকে বইতে সমানই অসুবিধেয় পড়তে হয়। এই ধরো না কেন তোমার এই পুন্কে পুতনাটি, যিনি চিম্‌টি কাটায় একেবারে জটায়ু পক্ষীকে পর্য্যন্ত হার মানিয়ে দেন—তিনি যার ঘাড়ে প'ড়বেন তাঁর বোঝা হয় ত' খুবই হাল্‌কা হ'বে কিন্তু সেই বোঝা যাকে বইতে হ'বে তার একটু ধৈর্য্য থাকা দরকার!

নিভা ব'ললে—ঐ শোনো মা, আমাকে শুধু শুধু যা-তা ব'লছে—পুতনা রাক্ষসী ব'ললে—জটায়ু পক্ষী ব'ললে।

প্রকাশের মা নিভাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে আদর ক'রে ব'ললেন—রোস্ না, আমি যা মতলব ক'রে রেখেছি তাতে ওকে তুই খুব জব্দ ক'রতে পারবি। তুই তখন ওর কাণ ধ'রে ওকে ওঠাবি বসাবি!

—না, মা, কাণ ধ'রে কাজ নেই, তা'হলে উনি আরও জোরে আমার চুলের গোছা টেনে ধরবেন।

প্রকাশের মা হেসে ফেললেন। ব'ললেন—না রে পাগ্‌লি! ভয়

নেই! তোর ওই মেঘের বরণ চুলের রাশি যদি কেউ স্পর্শ করে তবে সে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকতে পারবে না—ও যে তোর রূপ-লক্ষ্মীর আরতির চামর মা।

—নাঃ! তুমি দেখছি এ মেয়েটির দফা রফা ক'রে দিলে মা, ও এবার থেকে দেখো রূপের গরবে ধরাকে একেবারে সরা দেখবে!

ঝি এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—দাদা বাবুর দুধে কি সাবু মিশিয়ে দিয়ে গরম করা হ'বে মা?

প্রকাশের মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় দাসীকে ভৎর্সনা ক'রে ব'ললেন—চুপ্‌ চুপ্‌! সাবু মেশানো হ'য়েছে শুনলে কি আর তোর দাদাবাবু ও দুধ ছোঁবে?—চ' সে আমি ঠিক আন্দাজ ক'রে মিশিয়ে দিয়ে আসবো—তোরা পারবিনি।

প্রকাশের মা দাসীর সঙ্গে চ'লে গেলেন।

নিভা তার রাশিকৃত চুলের গোছা গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে প্রকাশের কাছে এগিয়ে এলো। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে—সত্যি কি তোমার হাতে লেগেছে প্রকাশদা'? কৈ, দেখি কোথায় লেগেছে?

প্রকাশ হুম্‌কে উঠে ব'ললে—না! তা' কি আর লেগেছে? তোমার ওই কোদালের মতো ন'খে চিম্‌টি কাটলে কি আর লাগে? মানুষের আরাম হয়!

নিভা কাতরভাবে ব'ললে—আহা, কোথায় লেগেছে তোমার ব'লো; আমি না হয় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—বলতে ব'লতে নিভা প্রকাশের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

প্রকাশ একটা ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ললে—ওহ খেজুর ছড়ি হাত দিয়ে আর আমার গায়ে হাত বুলোতে হ'বে না, আমার সর্ব্বাঙ্গ ছড়ে যাবে—

—ঈষ্! নিজে একেবারে ননীর পুতুল কিনা? ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান!

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নিভা রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বস্‌লো।

প্রকাশ তার দিকে চেয়ে চেয়ে খুব খানিকটা চুপি চুপি হাসলে, তারপর আস্তে আস্তে সেও বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে নিভার পাশটিতে ঘেঁসে বসলো।

নিভা তার বর্ষার অপরাহ্নের মতো তিমিরাচ্ছন্ন মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল; প্রকাশ ফস্ ক'রে তার শাড়ীর আঁচলটা ধ'রে ফেল্‌লে।

টান লেগে তার গায়ের কাপড় খুলে গেল। হঠাৎ প্রকাশের চোখে পড়ে গেল নিভার নবোদ্‌গত যৌবনের কিশোর-শ্রী।

প্রকাশ অপ্রতিভের মতো তাড়াতাড়ি তার আঁচলটা ছেড়ে দিলে। নিভা তার বসন শাসন ক'রতে ক'রতে ঘরের মধ্যে ছুটে পালালো।

কিন্তু, তার সেই দুই বিদ্যুৎগর্ভ কালো চোখের কোণ থেকে যেন তড়িৎ-প্রবাহ ঠিক্‌রে এসে প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গে বেশ একটা চকিত শিহরণ দিয়ে গেলো!

২৫

প্রকাশ দু'দিন পরেই বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। যে জন্য তার এই অসুখের অভিনয়, সে কাজ সিদ্ধ হবার পর একদিনও আর তার বিছানায় পড়ে থাকতে সাধ ছিল না। কাশীর ট্রেণ ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও বিছানা ছেড়ে উঠে প'ড়বে স্থির ক'রেছিল, কিন্তু, তার সেই অসুখের জন্য নিভার উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ এবং তার সেই অক্লান্ত সেবা যত্ন প্রকাশের এতো ভালো লাগ্‌লো যে, আরও একদিন সে রোগের ভাণ ক'রে বিছানায় প'ড়ে রইলো।

অসুখের ছলনা ছেড়ে প্রকাশ সুস্থ হবার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেলো। মায়ের যাবার কোনও তাড়া নেই দেখে সেও কাশী যাবার উল্লেখ ক'রতো না। এ দিকে ওঁরা কাশী ছেড়ে প্রয়াগ চলে গেছলেন। পিতার প্রত্যেক চিঠির উত্তরে প্রকাশ লিখ্‌তো, মা আর আমি খুব ভালো আছি। একটু শরীরে বল পেলেই সবাইকে নিয়ে রওনা হবো।

ইতিমধ্যে প্রয়াগ থেকে খবর এলো যে, তাঁরা সব প্রয়াগ ছেড়ে হরিদ্বারে চ'ল্‌লেন। প্রকাশ যেন ওদের নিয়ে একেবারে হরিদ্বারে এসে মিলিত হয়। চিঠি পেয়ে প্রকাশ ব'ললে—মা, তোমার আর এ যাত্রা কাশী কি প্রয়াগ কিছুই দেখা হ'লো না। বাবা ওদের নিয়ে হরিদ্বার চ'লে গেছেন।

—তোর জন্যেই তো হোলো না খোকা, তুই কেবল আজ নয় কাল ক'রতে ক'রতে তিন হপ্তা কাটিয়ে দিলি, কর্ত্তা একগুঁয়ে মানুষ, তবু যে এক হপ্তা কাশীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রেছিলেন এইটেই আশ্চর্য্য।

প্রকাশ ব'ললে—আমি জানি মা, তুমি নিশ্চয়ই ব'লবে যে, আমার

জন্যে তোমার কাশী দেখা হ'ল না, সেই জন্যে তো আমিও ঠিক করেছি যে, তোমাদের নিয়ে আগে কাশী বেড়িয়ে তারপর প্রয়াগ হ'য়ে হরিদ্বার যাবো।

প্রকাশের মা একটু চিন্তিত হ'য়ে বললেন—না খোকা, কাজ নেই, তাহ'লে হরিদ্বার পৌঁছুতে হয়ত' দেরী হ'য়ে যাবে। কর্ত্তা ওখান থেকে আবার অন্য কোথাও বেরিয়ে পড়বেন!

প্রকাশ হাসতে হাসতে ব'ললে—তা' পড়লেই বা! আমরা আবার হরিদ্বার হ'য়ে তাঁরা যেখানে যাবেন সেইখানে যাবো।

—দূর বোকা ছেলে, তাতে আমাদের খরচা বাড়বে দ্বিগুণ, তা' ছাড়া উনি আমাদের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন—সেটা ভালো নয়, আমার আর কাশী প্রয়াগ দেখে কাজ নেই বাবা, তুই সিধে হরিদ্বার নিয়ে চ'—

প্রকাশ ব'ললে—তুমি তো ব'ললে, কিন্তু, নিভা শুনবে কেন? তার দিদি কাশী বেড়িয়ে গেলো, আর সে কাশী দেখতে পাবে না? ছেলেমানুষের মনে কষ্ট হবে যে!

প্রকাশের মা হেসে ফেলে ব'ললেন—তাই বলো যে তোমার নিভা-রাণীর দেখা হবে না, তাই আমাকেও তোমাদের সঙ্গে কাশী যেতে হবে।

প্রকাশের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো, সে ব'ললে—বেশ তো মজার লোক তোমরা! বাবা গিয়ে ওদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন আর ওরা হলো কিনা—আমার?

প্রকাশের মা ছেলের গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে ব'ললেন—ওরা তোমার আদরের জিনিস বলেই না উনি যত্ন ক'রে ওদের ঘরে কুড়িয়ে এনেছেন খোকা, নইলে সংসারে পিতৃমাতৃহীন অনাথ ছেলে মেয়ের তো অভাব ছিল না বাবা!

একখানা খোলা চিঠি হাতে ক'রে নিভা সেই ঘরে এসে ব'ললে—প্রকাশদা', উমাদি' যে কঙ্খল অবলা-আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী হয়ে গেলো!

প্রকাশের মা চমকে উঠে ব'ললেন—সে কি মা, এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

নিভা ব'ললে—এই যে, দিদি আমাকে চিঠি লিখেছে যে, কাশীতেই ওদের এক মাতাজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল। তিনি ঐ নারী-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী। তাঁর কাছ থেকে আশ্রমের সব বিবরণ শুনে ওঁরা তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়েই হরিদ্বারে এসেছিলেন। সেখানে ওঁদের কাজটাজ দেখে জ্যেঠামশাইও খুব খুশী হ'য়েছেন আর উমাদি'কে সেখানে শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। দিদি লিখেছে যে উমাদি' সেখানে কিছুদিন থেকে ওদের কাজ কর্ম্ম শিখে ফিরে এসে বাংলাদেশে ঠিক ওই রকমের একটি মেয়েদের আশ্রম ক'রবেন।

প্রকাশের জননী একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। মেয়েটা তাহ'লে কিছুদিন পরে ফিরে আসবে।

প্রকাশ ব'ললে—ও ঠিকই হ'য়েছে মা, উমিটা মাষ্টারনী হ'য়েই তোমার পেট থেকে পড়েছিল। দেখতে না—আমাকে, ভোলাকে কথায় কথায় কি রকম শাসন ক'রতো, এমন কি বাবাকে শুদ্ধ সে ইদানিং তার ক্লাশের ছাত্র ক'রে নিয়েছিল!

উমা কঙ্খল অবলা-আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী পদ গ্রহণ ক'রেছে—বিভার পত্রে এ সংবাদ এসে পৌঁছবার তিন চারিদিন পরেই প্রকাশের নামে এক টেলিগ্রাম এলো—"Father seriously ill, come sharp"—Biva.

টেলিগ্রাম পেয়ে সেই রাত্রের গাড়ীতেই প্রকাশ মাকে ও নিভাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

হরিদ্বারে ওরা যেদিন পৌছালো সেদিন অবিনাশ বাবুর অসুখের খুব বাড়াবাড়ি চলেছে।

টেলিগ্রান ক'রে টাকা পাঠিয়ে কলকাতা থেকে বড়ো ডাক্তার নিয়ে যাওয়া হ'লো। প্রকাশ চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখলে না। কিন্তু, সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ ক'রে দিয়ে অবিনাশ বাবু হরিদ্বারেই দেহ রক্ষা করলেন।

গোমুখীর তীরে সাশ্রুনেত্রে পিতার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রে প্রকাশ সপরিবারে আবার কলকাতায় ফিরে এলো।

অশৌচান্তে শ্রাদ্ধশান্তি সমস্ত চুকে যাবার পর প্রকাশের পিতৃবিয়োগের শোক যখন অনেকটা উপশম হয়ে এলো, একদিন নিরিবিলিতে বিভা এসে তাকে ব'ললে—

—আমাদের পুরাণো বাড়ীটা এখনও খালি আছে, কিন্তু খবর নিয়ে শুনলুম যে, সেটা মেরামত ও রং চং ক'রে দিয়ে সে বাড়ীর ভাড়া নাকি ওরা বড্ডো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই গোঁসাই কাকাকে ব'লেছিলুম একখানি ছোটখাটো একতলা বাড়ী কাছাকাছি কোথাও দেখতে, কিন্তু সে রকম বাড়ী পাওয়া গেলো না। গোঁসাইকা' বলছেন, হেমবাবুরা নাকি তাঁদের বাড়ীর ভিতর দিকের দু'খানি ঘর ভাড়া দেবেন, খুব সস্তায় হবে। আর হেমবাবুরা নাকি লোকও ভারী সজ্জন। জ্যাঠামশায়ের তিনি বন্ধু ছিলেন, তাঁদের ওখানে গিয়ে থাকাই সব চেয়ে নিরাপদ। নইলে, কেবল আমরা দু'টি বোন্ কোথাও একখানা আলাদা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতে গেলে শুধু অর্থসমস্যা নয়, আরও অনেক রকম বিপদের সম্ভাবনা আছে।

প্রকাশ চুপ ক'রে বিভার কথাগুলি শুনে গেলো, একবার তার দিকে ফিরেও চাইলে না এবং কোনও উত্তর দিলে না।

বিভা একটা কোনও প্রত্যুত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ব'ললে—হেমবাবুরা কি রকম লোক তুমি জানো? তাদের বাড়ী গিয়ে থাকা যেতে পারে?

প্রকাশের নেড়া মাথাটা তখন কদমছাঁটের মতো ছোট্ট ছোট্ট কালো কুচকুচে চুলের চারায় ভরে উঠেছিল, বার দুই সজোরে তার উপর হাতবুলিয়ে সে ব'ললে—গোঁসাই বাবার আমলের পুরাণো সরকার, তাড়ানো উচিত নয়, কিন্তু, আমাকে কিছু না ব'লে সে যখন তোমার জন্য বাড়ী দেখছে তখন সে লোককে তো আর এ রকম বিশ্বস্তপদে রাখা চলে না দেখছি।

বিভার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠলো। প্রকাশ তা' দেখতে পেলে না, কারণ, তার মুখের দিকে সে এখনও চায় নি।

এই না-চাওয়ার একটু ইতিহাস আছে। হরিদ্বারে গিয়ে সে বিভাকে চিন্‌তে পারে নি। বিভা প্রয়াগে মস্তকমুণ্ডন ক'রে হাতের কঙ্কন খুলে ফেলে থান কাপড় পরেছিল! তাই বিভার সেই ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখে প্রকাশ ও নিভা দুজনেই চমকে উঠেছিল।

নিভা তার দিদির সেই বেশ দেখে দিদির গলাটি জড়িয়ে ধ'রে তার বুকে মাথাটি রেখে অনেকক্ষণ শুধু নীরবে অশ্রু বর্ষণ ক'রেছিল।

প্রকাশের কিন্তু বিভার উপর ভয়ানক একটা রাগ ও অভিমান হ'য়েছিল। কারুর অত্যন্ত সখের কোনও প্রিয় বস্তু কেউ নষ্ট ক'রে দিলে তার উপর যেমন সেই লোকের রাগ হয়—বিভার উপর প্রকাশের রাগ অনেকটা যেন সেই রকমেরই। বিভার বিপুল কেশপাশ—সে যে ছিল তার এতদিনের নয়নের আনন্দ! তার ওই দু'টি কঙ্কনালঙ্কৃত কোমল

করপুট, সে যে ছিল তার প্রীতির পরম উৎস—তার আঁখির চরম তৃপ্তি,—বিভার তনু দেহখানি ঘিরে শাড়ীর পাড়ের বিচিত্র রেখা তার চোখে যে চিত্র আঁকতো তা' দেখে সে পেতো চিরদিন যে চিত্ত-প্রসাদ—আজ আচম্বিতে বিভা কেন এমন ক'রে তাকে কিছু না ব'লে তার সে সমস্ত সুখসম্পদ কেড়ে নিলে ?

বিভাকে দেখে হরিদ্বারে প্রকাশের আচমকা একটা মর্ম্মান্তিক আঘাত লেগেছিল। তার মনে মনে একটা দারুণ অভিমান হয়েছিল যে, এ নিশ্চয় তারই লুব্ধ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য বিভা আপনার বিনোদ আকৃতি এমন করে বিকৃত ক'রে তুলেছে !···সেই খানেই সে দিন সে এই সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলেছিল যে, বিভার মুখের দিকে আর কখনও সে ভুলেও চেয়ে দেখবে না।

প্রকাশ তার চাকর চন্দ্রকে ডেকে ব'ললে—এখনি গিয়ে গোঁসইজীকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌গে চন্দোর, বল্‌বি জরুরী কাজ আছে।—বুঝ্‌লি ?

চন্দ্র খুব লম্বা ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিভা তাকে ডাকলে, গম্ভীর ভাবে ব'ললে—চন্দোর, তুমি তোমার কাজে যাও, গোঁসাইকে ডাকতে হবে না।

—যে আজ্ঞে দিদিমণি! ব'লে চন্দোর আর প্রকাশের দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না ক'রেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

প্রকাশ সেই দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে ব'ললে—নাঃ এ বেটাকেও দেখছি তাড়াতে হবে, সেইখান থেকেই প্রকাশ হাঁকলে—তেওয়ারি !

বিভা এবার আরও একটু প্রকাশের কাছে এগিয়ে এসে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ব'ললে—আঃ, ও সব কি ছেলেমানুষী ক'রছো ? গোঁসাইকে আমি অভয় দিয়ে তোমার কাছে কিছু ব'লতে তাকে বিশেষ ক'রে নিষেধ ক'রে

দিয়েছিলুম !···আমি ভেবেছিলুম আমার হুকুম পালন ক'রছে শুনলে তুমি ওদের উপর অসন্তুষ্ট হবে না, কিন্তু এখন দেখছি আমার আদেশ ওরা অমান্য করলেই তুমি খুসী হ'তে !···আমাদের পাছে না যেতে দাও এই ভয়েই আমি তোমাকে লুকিয়ে একটা বাসা ঠিক ক'রছিলুম—কে জান্‌ত' যে তুমি তোমার তেওয়ারি দ্বারবানকে ডেকে আমায় তাড়াবার ব্যবস্থা করবে ? আমার অপমানেই যে এখন তোমার আনন্দ হবে এ তো আমি স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবিনি কিনা ?—

প্রকাশ অবরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ললে—তাই বুঝি এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্যে এমন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছো তুমি ? যাও যাও, তোমার যেখানে খুসী চলে যাও। আমিও কি আর এ বাড়ীতে থাকবো মনে ক'রেছো ?

বিভা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলো, ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—না না, সে কি ! তুমি আবার কোথায় যাবে প্রকাশদা' ? এই সময় মাকে ফেলে কি তোমার কোথাও যাওয়া উচিত ? ছিঃ ! ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও, লক্ষীটি—

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রকাশ ব'ললে—আর আমি তোমার আদরের ছলনায় ভুলছিনি। তোমাকেই আমি জীবনে আমার সকলের চেয়ে আপনার জন ব'লে গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু, তুমি চিরদিনই আমাকে পরের মতো দূরে দূরে রেখে চলছো, আজ যখন তোমাকেই আমার সকলের চেয়ে বেশী দরকার, সেই সময় তুমি অনায়াসে আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছো !—

প্রকাশ বিভার দিকে না চাইলেও বিভা প্রকাশের চোখ মুখ দেখতে পাচ্ছিল। শেষ কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কোল যে সজল হয়ে উঠলো এটা বিভার দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিভার দৃঢ়তা যেন টুটে পড়তে চাইছিল। সে প্রাণপণে চিত্তকে কঠিন ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো।

প্রকাশ প্রায় কম্পিত কণ্ঠে ব'ললে—তোমরা নিষ্ঠুর, তোমরা স্বার্থপর! —উর্মিটা আর ফিরলো না—তুমিও দিব্যি আমাদের ফেলে চুপি চুপি পালাচ্ছো—তবে আমরাই বা কিসের জন্ম থাকবো? আমরাও মায়ে-পোয়ে যেখানে দু'চক্ষু যায় চ'লে যাবো—

বিভার কাঠিন্যের তুষার স্তূপ যেন তার আপন বুকেরই আঁচে বিগলিত হ'য়ে গেলো! অসীম সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সে ব'ললে—প্রকাশদা,' কেন এমন ছেলেমানুষী ক'রছো ভাই! তুমি কি বোঝ না যে, তোমার এখানে থাকা মানে—শুধু মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসার ঢেউকে প্রশ্রয় দেওয়া। ওরা যদি শুধু আমারই কলঙ্ক রটাতো, কিছু গ্রাহ্য করতুম না আমি, কারণ, আমার এ জীবন আমাতেই শেষ হ'য়ে যাবে, আমার ভালো মন্দের কোনও উত্তরাধিকারী থাকবে না, যাকে সেই মিথ্যা গ্লানির ভারে কোনও দিন লজ্জায় নুয়ে প'ড়তে হ'বে—কিন্তু, নিরপরাধিনী নিভার ও তোমার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ চরিত্রে তারা যে দুর্ণামের পঙ্ক লেপন ক'রছে এইটেই আমার অসহ্য—বিভা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে প্রকাশ দীর্ঘক্ষণ এবার মুখ তুলে বিভার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞাসা ক'রলে—সত্যি? এ কি সত্যি ব'লছো বিভু,—লোকে তোমার আমার কুৎসা রটাচ্ছে?—কি আশ্চর্য্য! তুমি এমন পবিত্র! এমন নিষ্পাপ!—লোকে তোমার ও অপবাদ দিতে পারে এমন ক'রে—আমি তো ভেবে পাইনে!

—চোখ বুজে সংসারে চলেছো দাদা, আশে পাশে কি ঘটছে কিছু খবর রাখো না তো—কতো বড়ো নোংরা সমাজের মধ্যে যে আমরা বাস

করছি এ জানতে পেরে ঘৃণায় আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছে করে ভাই! দুঃখের কথা তোমায় আর বেশী কি ব'লবো—বাবা যাবার পর জ্যাঠামশাই ক'দিন আমাদের কাছে গিয়ে ছিলেন, তারই মধ্যে অমনি পাড়ার কোনও কোনও লোক আমার সেই পিতৃতুল্য শুভানুধ্যায়ী পরম আত্মীয়ের নামেও দুর্নাম রটাতে সুরু ক'রে দিয়েছিল! আমাদের মতো অল্প বয়স্কা বিধবার বন্ধু হওয়া তো দূরের কথা ভাই, সামান্য কিছু উপকার ক'রলেও—লোকে তার অপবাদ দিতে দেখবে সতত তৎপর! অনাত্মীয় হ'লে তো কথাই নেই, অনেক সময় আত্মীয়েরাও নিস্তার পান না।

অধীর ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে প্রকাশ ব'লে উঠ্‌লো—না—না—একে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে না, এ কুৎসার কণ্ঠরোধ ক'রতেই হ'বে—নিভ্‌!

—সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি সরে প'ড়ে তফাতে গিয়ে থাকতে চাইছি দাদা।

প্রকাশ অনেকক্ষণ কি ভাবলে,—তার পর মাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কিন্তু, আচ্ছা, এ ছাড়া কি আর অন্য কোন উপায়ই ক'রতে পারা যায় না? ব'লছিলুম কি—তা' হ'লে—একবার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লে—

প্রকাশের কথা শেষ হ'বার আগেই বিভা ব'ললে—মা যে প্রস্তাব ক'রছেন তা' যদি হয়, তা' হ'লে তার চেয়ে সুখের আর কিছু হ'তে পারে না—কুৎসার মুখ তাতে অনেকটা বন্ধ হ'তে পারে।

প্রকাশ উৎসুক হ'য়ে উঠে ব'ললে—মা কি ব'লছেন?—কি ব'লছেন বলো তো? তা' হ'লে মা'র সঙ্গেও তুমি কি এ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলে?

—নিশ্চয়, তিনি ভাই, নিভাকে চাইছেন তোমার জন্য। মা'র ভারী পছন্দ হ'য়েছে তাকে—বউ করবার একান্ত সাধ—কিন্তু, তুমি যে খুঁৎখুঁতে

মানুষ—তোমায় নিভাকে নেবার জন্ম ব'ল্‌তে আমার সাহস হয় না! কি জানি যদি তুমি না নাও!…তাকে কি তোমার মনে ধরবে? সে কিন্তু, তোমাকে ভালোবাসে, এ অমি লিখে দিতে পারি—কিন্তু তুমি কি তাকে ভালোবাসতে পারবে প্রকাশদা'?—

প্রকাশ নতমুখে সলজ্জ ভাবে শুধু ব'ললে—তুমি ভুলে যাচ্ছ বিভ্‌ যে, সে তোমারই বোন্‌—

বিভা আজ আবার অনেকদিন পরে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রকাশকে একটি প্রণাম ক'রে তার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

সমাপ্ত

শ্রীনরেন্দ্র দেবের

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

বসুধারা

সুন্দর ছাপা, পরিপাটি বাঁধা, বহু ত্রিবর্ণ চিত্র সংযুক্ত
প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মূল্য ২৲

সামাজিক সমস্যা-মূলক নূতন উপন্যাস

খেলার পুতুল

সুরঙীন্ সচিত্র প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য বাঁধা, মূল্য ২৲

মনস্তত্ত্ব-পূর্ণ অপূর্ব্ব উপন্যাস

গরমিল

সোনার জলে ছাপা কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৷৷৹

চিত্তাকর্ষক গল্পের বই

বোঝাপড়া

অনেকগুলি গল্প আছে দ্বিতীয় সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ৷৷৹

বৌদ্ধ-জাতক অবলম্বনে ছেলেদের জন্য রচিত গল্প-গ্রন্থ

গৌতমের গতজন্ম

রঙীন কালিতে ছাপা, পাতায় পাতায় ছবি, মূল্য ১৲

বাংলায় ভাষান্তরিত সচিত্র কাব্যগ্রন্থ

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম, পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ৪৲

মহাকবি কালিদাসের—**মেঘদূত**, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৪৲

সচিত্র

কাব্য-দীপালি

বাংলার বর্ত্তমান যুগের কাব্য-সংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩৷৷৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা